১৯১৩-২০১৩ 1913-2013
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৫ বর্ষ | ২২তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৭ জৈষ্ঠ্য, ১৪২০ বঙ্গাব্দ | ২০ রজব, ১৪৩৪ হিজরি | ৩১ হিজরত, ১৩৯২ হি. শা. | ৩১ মে, ২০১৩ ঈসাব্দ

এ সংখ্যায় রয়েছে-

* হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা
* আহমদীয়া খিলাফত : অশান্ত-অস্থির পৃথিবীর মুক্তির দিশারী
* খেলাফতে আহমদীয়া ইসলামীয়ার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ
* আহমদী ছেলে-মেয়েদের উদ্দেশ্যে হুযূর (আই.)-এর অমূল্য উপদেশ বাণী
* শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)
* মানবাত্মার ব্যাধি ও তার চিকিৎসা
* সত্যতার শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান
* নারী-স্বাধীনতা : ইসলামী প্রেক্ষিত
* খলীফা নির্বাচন করেন আল্লাহ্

কানাডার বৃটিশ কলাম্বিয়া প্রদেশের ভ্যানকুভার শহরে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নব নির্মিত মসজিদ 'বাইতুর রহমান'

গত ১৮ মে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা মসজিদটি উদ্বোধন করেন

Luxury Forever...

Bashundhara
Size : 1285-1750 sft

Dhanmondi
Size : 1350 sft

Zigatola
Size : 1285 sft

Nurer Chala
Size : 1210-1215 sft

Mirpur
Size : 1275-1350 sft

Nordha
Size : 1165-1350 sft

Land Wanted

Hot Line : 01817-033388, 01819-296797, 01817-143100

কৌণিক প্রপার্টিজ লিঃ

Member | REHAB

Kounik Properties Ltd

Corporate Office : Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

veronica tours & travels

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

Travel Agent & Tour Operator

VERONICA TOURS & TRAVELS

207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207

Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com

Our Sister Concern:

International Trading House (Garments Accessories Supplier),Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)

Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon Since 1983

www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari, Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

mwPcÎ

৩১ মে, ২০১৩

আহমদীয়াত ইসলাম ভিন্ন অন্য কিছু নয়

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আত্মপরিচয়ের বিপরীতে সম্প্রতি বাংলাদেশে তথাকথিত ইসলামিক দলের পক্ষ থেকে আবারও সরকারের নিকট দাবী উত্থাপন করা হয়েছে, আহমদীদেরকে যেন অমুসলমান ঘোষণা করা হয় এবং আহমদীয়াদের ধর্মমত প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয়। অথচ কাউকে অমুসলমান ঘোষণা করার শিক্ষা কুরআন, হাদীস এবং সংবিধান পরিপন্থী। ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা-পরিপন্থি একটি দাবী উত্থাপন করে মূলত তারা মহানবী (সা.) বর্ণিত সেই হাদীসটির সত্যতা প্রতিপন্ন করছে যে, আখেরী জামানার নামধারী এই আলেমরা আকাশের নিচে নিকৃষ্ট-জীবে পরিণত হবে। আহমদী-বিরোধীরাও এটি জানে যে, সমগ্র বিশ্বে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এক আল্লাহ্ এবং মহানবী (সা.) এর রেসালতের বাণী পৌঁছানোর কাজে বিরামহীন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই জামা'ত প্রায় শতাধিক ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ করে বিশ্বের দুইশতের অধিক দেশে অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষকে আলোর সন্ধান দিচ্ছে। নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বিভিন্ন দেশ সফর করে সেদেশের নেতৃবর্গের সামনে ইসলামের প্রকৃত-শিক্ষা তুলে ধরছেন। তিনি (আই.) রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে সকল নাগরিককে সমান চোখে দেখার জন্যও আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছেন। হুযূর (আই.) কয়েকটি নির্দিষ্ট মুসলমান-দেশের বর্তমান অবস্থা ও শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্প্রতি এক খুতবায় বলেন, 'কোন কোন মুসলমান-রাষ্ট্রে আমরা দেখতে পাই যে, সেই দেশের শাসক বা সরকারই জনগণের জন্য দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকল দেশের নেতারা যাতে জনগণের প্রতি যথার্থ দায়িত্ব পালন করে এবং সহমর্মিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার অবলম্বন করে, সেজন্যও আমাদের দোয়া করতে হবে। যদি তারা নিজেদের মাঝে পরিবর্তন আনয়ন করতে না-ই পারেন, তবে তাদের পরিবর্তে এমন নেতা ও সরকারের জন্য দোয়া করতে হবে, যারা এমন গুণসম্পন্ন হবেন। (৮ মার্চ, ২০১৩ খুতবা)

এরপর তিনি (আই.) আহমদীয়া দশম শান্তি-পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে আগত বিশ্ব নেতাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'প্রকৃত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হলে বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।' তিনি আরো বলেন, আমরা সত্যিকারের শান্তি চাইলে, বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে চাইলে, আমাদেরকে অবশ্যই ন্যায়বিচার ও সততার সাথে কাজ করতে হবে এবং সত্যের প্রতি সর্বদা বিশ্বস্ত থাকতে হবে।

গত ১০মে ২০১৩ তারিখে কানাডায় প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় তিনি (আই.) বলেন, "আমাদের দাবী, আহমদীয়াত বিশ্ব জয় করবে, ইনশাআল্লাহ্। আহমদীয়াত ইসলাম ভিন্ন অন্য কিছু নয়। আসলে প্রকৃত-ইসলামই হল আহমদীয়াত বা আহমদীয়াতই হলো প্রকৃত-ইসলাম। আমাদের বিরোধীরা চিৎকার চেঁচামেচি করে যতই বলুক, 'আহমদীরা মুসলমান নয়', কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার ব্যবহারিক-সাক্ষ্য সর্বদাই আমাদেরকে শান্তনা দেয় যে, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। আর বিশ্ববাসীর জন্য কোথাও থেকে ইসলামের প্রকৃত-শিক্ষা পাওয়া যদি সম্ভব হয়, তবে তা শুধু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর খাঁটি-প্রেমিকের কাছ থেকেই পাওয়া সম্ভব। সেই যুগ ইমাম ও প্রতিশ্রুত মাহ্দী ও মসীহ্র কাছ থেকেই পাওয়া সম্ভব, যাঁকে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইসলামের পুনরুজ্জীবনের জন্য মনোনীত করেছেন, যাঁর মাধ্যমে ইসলাম নব জীবন লাভ করবে। অতএব সে, হোক ইসলামী বা অনৈসলামিক দেশ, বিশ্বকে আজ মহানবী (সা.) এর খাঁটি প্রেমিকের মাধ্যমেই খাঁটি-ইসলামের শিক্ষা ও ইসলামের প্রকৃত-বাণী পৌঁছাবেন বলে আল্লাহ্ তাআলা নির্ধারণ করে রেখেছেন। আজ নয়তো কাল জগদ্বাসী জানবে, জামা'তে আহমদীয়া-ই প্রকৃত মুসলমানদের জামা'ত এবং ইসলামের আদি ও অকৃত্রিম প্রতিনিধিত্বকারী জামা'ত এটিই, যা বিশ্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করে চলছে।"

আমরা আমাদের দেশবাসী তথা বিশ্ববাসীকে সমাগত এই সত্য গ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** (২০ মে ২০১১)	৫
PRESS RELEASE	১২
আহমদীয়া খিলাফত অশান্ত-অস্থির পৃথিবীর মুক্তির দিশারী ভাষান্তর ঃ মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্	১৪
খেলাফতে আহমদীয়া ইসলামীয়ার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	২০
আহমদী ছেলে-মেয়েদের উদ্দেশ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর অমূল্য উপদেশ বাণী আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ	২৩
মানবাত্মার ব্যাধি ও তার চিকিৎসা সরফরাজ এম.এ. সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	২৫
শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মাহমুদ আহমদ সুমন	২৬
সত্যতার শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী	২৯
নারী-স্বাধীনতা : ইসলামী প্রেক্ষিত এস, এম, মাহমুদুল হক	৩১
নবীনদের পাতা	৩৩
পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে-	৩৭
সংবাদ	৩৮
বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী	৪০

কুরআন শরীফ

সূরা ইবরাহীম-১৪

وَاُدۡخِلَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا بِاِذۡنِ رَبِّهِمۡ ؕ تَحِيَّتُهُمۡ فِيۡهَا سَلٰمٌ ﴿۲۴﴾

২৪। আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, তাদেরকে এমন সব বাগানে প্রবেশ করানো হবে, যার পাদদেশ দিয়ে নদ-নদী বয়ে যায়। তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের আদেশে সেখানে চিরকাল থাকবে। সেখানে তাদের সম্ভাষণ হবে 'সালাম' (অর্থাৎ শান্তি)।

اَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصۡلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرۡعُهَا فِى السَّمَآءِ ﴿۲۵﴾

২৫। তুমি কি লক্ষ্য করনি, একটি পবিত্র-বাণীর দৃষ্টান্ত আল্লাহ্ কিভাবে বর্ণনা করেন? এ এক পবিত্র বৃক্ষের মত, যার শিকড় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত এবং যার ডালপালা গগনচুম্বি[১৪৬৫]।

১৪৬৫। এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র-কালাম 'কুরআন' এর সাদৃশ্য এমন বৃক্ষের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে, যার মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অত্যাবশ্যকীয়-গুণাবলী রয়েছে : (ক) এটা উত্তম, অর্থাৎ-এটা এমন সব শিক্ষা থেকে দোষমুক্ত, যা মানবীয় বিবেক-বুদ্ধির জন্য পীড়াদায়ক এবং যা অনুভূতি ও সংবেদনশীলতার বিপরীত নয়, (খ) যা উৎকৃষ্ট, দৃঢ় ও শক্ত ফলবতী-বৃক্ষের ন্যায়। এটা মজবুত ও স্থায়ী- ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এর উৎস থেকে উপজীবিকা বা শক্তি রক্ষার উপায় আহরণ করে নতুন ও সবল জীবন ধারণ করে এবং মজবুত বৃক্ষের ন্যায় বিরুদ্ধবাদীদের বিরূপ সমালোচনার সশব্দ বিস্ফোরণের ঝাপটায় মাথা নত করে না এবং সকল বিরোধিতার-ঝড়ের মুখে মাথা উঁচু করে দন্ডায়মান থাকে। এর জীবন ও জীবিকা একই উৎস থেকে উৎসারিত ও প্রবাহিত বলে এর মূলনীতি এবং শিক্ষায় কোন বিরোধ বা গরমিল নেই, (গ) এর শাখা-প্রশাখাসমূহ বেহেশ্‌ত পর্যন্ত পৌঁছায়। এর আজ্ঞানুবর্তিতায়, অর্থাৎ-এর আমল করে মানুষ আধ্যাত্মিক-মর্যাদার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করতে পারে, (ঘ) এটা স্বীয় প্রভুর অনুমতি ক্রমে সকল ঋতুতে সদা ফল দিয়ে থাকে অর্থাৎ কুরআন প্রচুর-পরিমাণে সুফল প্রদান করে। এর আশিসসমূহের নিদর্শন সকল সময়েই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে, সর্বযুগের মানুষ এর শিক্ষার ওপর আমল করে আল্লাহ্ তাআলার সাথে মিলনের সৌভাগ্য লাভ করেছে এবং তাদের চারিত্রিক-সৌন্দর্য ও সততা সমসাময়িক লোকদের ওপর উচ্চ-মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। উপরোল্লিখিত সকল গুণ কুরআন মজীদে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান।

হাদীস শরীফ

গভীর ও সুনিবিড়-বন্ধনে খিলাফতের সাথে আঁকড়ে থাকার নির্দেশ

হযরত উক্‌বা বিন আমের (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) নিজের চাচা হযরত আব্বাস (রা.)-এর হাত ধরে বললেন–"যখনই কোন নবুওয়াত এসেছে, এরপর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" (মাজমাউল জওয়াইদ খন্ড-৫, পৃ: ১১৮) হযরত আব্দুর রহমান বিন সাহল (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন–"প্রত্যেক নবুওয়াতের পর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।"

(কানযুলুল উম্মাল, কিতাবুল ফিতন মিন কিসামিল আফআল ফাযলু ফি মুতাফাররিকাতুল ফিতন, খন্ড-১১, পৃ: ১১৫)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (সা.) বলেছেন–"বনী ইসরাঈল জাতির তত্ত্বাবধান করতেন নবী। যখন কোন নবীর মৃত্যু হতো, তখন অন্য এক নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর দেখ! আমার অব্যবহিত পরে কোন নবী নাই। কিন্তু খলীফা অবশ্যই হবেন। আর অনেক হবেন।" (সহী বুখারী, কিতাব-আহাদীসে আম্বিয়া, বাবু মা যাকারা আন বানী ইসরাঈল)

হযরত সাফিনা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (সা.) বলেছেন–"আমার উম্মতে ৩০ বছর খিলাফত থাকবে। এরপর রাজতন্ত্র শুরু হবে" (জামে তিরমিযী, কিতাবুল ফিতন, বাবুল খিলাফাত)।

হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (সা.) বলেছেন–"তোমাদের মধ্যে নবুওয়াত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এরপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর অত্যাচার ও উৎপীড়নের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা পাবে। এরপর জবরদস্তিমূলক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে (পুণরায়) খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর রসূল (সা.) নীরব হয়ে গেলেন।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) হযরত উসমান (রা.)-এর বিষয়ে বলেন–"নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে একটি পোশাক পড়াবেন। মুনাফিকরা যদি তোমার এ পোশাক খোলার চেষ্টা করে, তবুও তুমি এটা কখনও খুলবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আমার সাথে এসে মিলিত হও। এ কথা রসূল (সা.) তিন বার বললেন" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)।

হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (সা.) বলেছেন–"ইমাম হলেন ঢাল, যার নেতৃত্বে ও আনুগত্যে থেকে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা যায়, আর শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচাও যায়" (সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ)।

হযরত আকরাম বিন সারিয়া (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন–"তোমাদের জন্য আমার সুন্নত ও খুলাফায়ে রাশেদীন, যারা খোদার পক্ষ থেকে হেদায়াত প্রাপ্ত, তাদের সুন্নতের অনুসরণ করা ফরয। এই রাস্তাকে দৃঢ়তার সাথে ধরো এবং দাঁত দিয়ে ভাল করে আঁকড়ে রাখ" (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস্ সুন্নাত)।

হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন–"যদি তোমরা দেখ, আল্লাহ্‌র খলীফা ভূ-পৃষ্ঠে বিদ্যমান রয়েছেন, তা'হলে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাও, যদিও (এ অপরাধে) দেহ ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়া হয় আর তোমাদের ধন-সম্পদ লুট করে নেয়া হয়" (মুসনাদ আহমদ, হাদীস নম্বর ২২৩৩৩)।

হযরত উরফাযা (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন–"যখন তোমরা এক হাতে একত্রিত হও, আর তোমাদের এক আমীর হয়, তখন যদি কোন ব্যক্তি তোমাদের একতাকে ভঙ্গ করতে চায়, এমনকি তোমাদের জামা'তে কোন মতভেদ সৃষ্টি করে, তাহলে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নাও, তার কথা শুনবে না" (সহী মুসলিম, কিতাবুল ইমারাতে, বাব-হুকমুন মিন ফাউক)।

অমৃতবাণী

‘আমি খোদা তাআলার এক মূর্তিমান কুদরত আমার পরে আরও কতিপয় ব্যক্তি দ্বিতীয়-কুদরতের প্রকাশস্থল হবেন’-

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

“সূফীগণ লিখেছেন– যে-ব্যক্তি কোন শেখ বা নবী-রসূলের পর খলীফা হওয়ার উপযুক্ত হন, সর্ব প্রথম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর ওপর হক্ব নিহিত করে দেন। কোন রসূল বা মাশায়েখ যখন মৃত্যু বরণ করেন, পৃথিবীতে তখন এক ভূমিকম্পের অবস্থা বিরাজ করে। আর এটা ভয়ানক এক সময় হয়ে থাকে। কিন্তু খোদা তাআলা কোন খলীফার মাধ্যমে তা দূর করেন, খলীফার মাধ্যমে পরে এই বিষয়টি সংশোধন করে নতুনভাবে এতে দৃঢ়তা দান করেন”।

আঁ হযরত (সা.) নিজের পর খলীফা নির্ধারণ করে যান নি কেন? এর মাঝে এ রহস্যই ছিল যে, তাঁর (সা.) ভালই জানা ছিল, আল্লাহ্ তাআলা নিজেই এক খলীফা নির্বাচন করবেন। কেননা, এটা খোদারই কাজ। আর খোদার নির্বাচনে কোন ত্রুটি থাকে না। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কে এই কাজের জন্য খলীফা বানিয়েছেন। আর সর্ব প্রথম তাঁর মাঝেই হক্ব নিহিত করেছিলেন” (মলফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃ-৫২৪)।

“রহমত অবতরণের দ্বিতীয়-পদ্ধতি হলো–রসূল, নবী, ইমাম, আউলিয়া এবং খলীফা প্রেরণ, যাতে তাঁর অনুকরণ ও দিক-নির্দেশনাতে লোকেরা সঠিক-রাস্তায় চলে আসে। আর তাদের নমুনাকে নিজের পথ-নির্দেশিকা বানিয়ে মুক্তি পেয়ে যায়। সুতরাং খোদা তাআলা চেয়েছেন–এই নগণ্য-বান্দার সন্তানদের মাধ্যমে এই দু’টি অংশ যেন প্রকাশিত হয়” (সাব্‌জ ইশতেহার, রূহানী খাযায়েন, ২য় খন্ড, পৃ-৪৬২)।

“হযরত আয়েশা (রা.)-এর বক্তব্য–কয়েকটি ফেৎনা, আরবের বিদ্রোহ এবং মিথ্যা-নবীদের আত্মপ্রকাশের কারণে, আমার পিতা যখন রসূল (সা.)-এর খলীফা নির্বাচিত হলেন, তখন তাঁর ওপর মুসিবত আপতিত হলো এবং তিনি খুবই দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে গেলেন। এ দুঃখ-যাতনা যদি কোন পাহাড়ের ওপর পতিত হতো, তাহলে সেটাও ধসে পড়ে যেত, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত, আর পৃথিবী থেকে মিটে যেত। কিন্তু যেহেতু এটা খোদা তাআলার চিরাচরিত বিধান, খোদা তা’লার কোন রসূলের মৃত্যুর পর যখন তাঁর খলীফা নির্বাচিত হন, তখন তাঁর মাঝে বীরত্ব, সাহসিকতা, দৃঢ়তা, বিচক্ষণতা ও আত্মিক-শক্তি ঢেলে দেয়া হয়। ইউশা-র পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের ৬ নম্বর পদে আছে–হযরত ইউশাকে আল্লাহ্ তাআলা বললেন, দৃঢ় হও, সাহসী হও। অর্থাৎ মূসা তো মৃত্যুবরণ করেছেন, তুমি দৃঢ় হয়ে যাও। এই আদেশই ভাগ্যের লিখন হিসেবে নয় বরং শরীয়তের আকারে আবু বকর (রা.) এর হৃদয়ে নাযিল হয়েছিল” (তোহ্‌ফায়ে গোলড়াবিয়া, রূহানী খাযায়েন, ১৭তম খন্ড, পৃ-১৮৫)।

অতএব হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল থেকে আল্লাহ্ তা’লার বিধান হচ্ছে, তিনি দু’টি শক্তি প্রদর্শন করেন, যেন বিরুদ্ধবাদীদের দু’টি মিথ্যা-উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান; সুতরাং খোদা তা’লা তাঁর চিরন্তন-নিয়ম পরিহার করবেন, এখন এটা সম্ভবপর নয়। এজন্য আমি তোমাদেরকে যে কথা বলেছি, তাতে তোমরা দু:খিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ, তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, এটা স্থায়ী। এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয়-কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না, কিন্তু যখন আমি চলে যাবো, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয়-কুদরত প্রেরণ করবেন, যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে।

(আল ওসীয়্যত পুস্তক, বাংলা সংস্করণ-পৃষ্ঠা ১৪-১৬)

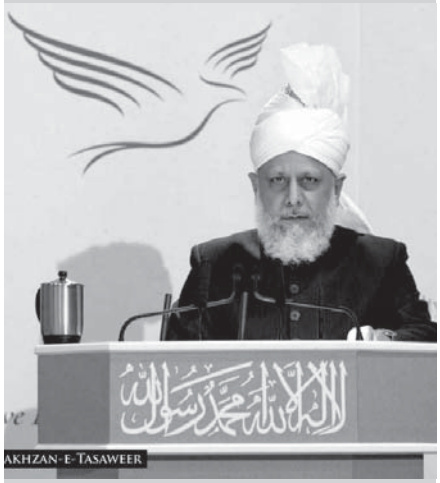

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২০ মে ২০১১-এর জুমুআর খুতবা।

[সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে খুতবা না পাওয়ায় পূর্ব প্রকাশিত খুতবা পূণর্মুদ্রিত করতে হচ্ছে। এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।]

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

দোয়ার জন্য আবশ্যকীয় বিষয়টি হল, হৃদয় যেন বিগলিত হয় এবং আত্মা যেন আল্লাহ্‌র দরবারে পানির মত প্রবাহিত হয়। আর এতে যেন এক প্রকার আকুতি মিনতি সৃষ্টি হয় এবং এর সাথে সাথে মানুষ যেন ধৈর্যহীন না হয় আর তাড়াহুড়া না করে।

তাশাহ্‌হুদ, তাআউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

হযরত নবী করীম (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিক, দাস, যুগের ইমাম এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আগত মসীহ্ ও মাহদীকে আল্লাহ্ তাআলা সুদীর্ঘ অন্ধকার যুগের পর প্রেরণ করে আমাদের উপর যে অনুগ্রহ করেছেন এর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আল্লাহ্ তাআলার যতই শুকরিয়া জ্ঞাপন করি না কেন তা কম। এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সর্বোত্তম পন্থা হল, আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত এ নবীর বাণী, আদেশ ও লেখাগুলো গভীর মনোযোগের সাথে পাঠ করুন এবং নিজেদের জীবনের অংশ বনিয়ে নিন। আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করিমের সূরা তওবার ১১৯ নম্বর আয়াতে বলেছেন, **"ওয়া কুনু মায়াছ সাদিকিন"** তোমরা সত্যবাদীদের সাথে থাক।

সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে কল্যাণমন্ডিত হও। এর সুন্দরতম দৃশ্য আমরা তখন দেখতে পাই যখন দেখি, সাহাবাগণ (রা.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্তা হতে কল্যাণমন্ডিত হয়ে তাঁর সান্নিধ্য ও সংস্পর্শ থেকে পরিপূর্ণ উপকৃত হয়েছেন এবং আমাদেরকে তাঁর বাণী পৌছে দিয়েছেন, সান্নিধ্যের উলেখ করেছেন ও আমাদের কাছে তাঁর উপদেশগুলো পৌছে দিয়েছেন। এটি দ্বিতীয় যুগ যাতে নবী করীম (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিক আবির্ভূত হয়েছেন। ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা ও কুরআন করিমের বিস্তারিত বর্ণনার মাধ্যমে তিনি অসংখ্য পুস্তক রচনা করেছেন। পৃথিবীতে তিনি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়াই প্রমাণ করেছেন। কিন্তু নিজ সাহাবাদের (রা.) সাথে তাঁর ছোট বড় এমন অনেক বৈঠক হতো এবং বক্তৃতার আঙ্গিকে কিছু জলসা হতো যা এসব পুস্তকে নেই। যেখান থেকে তাঁর সাহাবারা (রা.) এ যুগের সত্যবাদী ও [নবী করীম (সা.)-এর] প্রকৃত দাসের বরকতময় সত্তার সংস্পর্শে কল্যাণমন্ডিত হয়েছেন। জামা'তের তদানীন্তন পত্রিকা এসব বৈঠকের বিবরণ সংরক্ষণ করেছে। যারা যুগ ইমামের বৈঠক হতে কল্যাণমন্ডিত হয়েছেন এবং 'সত্যবাদীদের সাথী হও'-কুরআন করিমের এ আদেশের উপর আমল করেছেন তারা কতইনা সৌভাগ্যবান ছিলেন। সে সব বৈঠকে বসা ব্যক্তি, বিভিন্ন প্রশ্নকর্তা ব্যক্তি এবং সে সব প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাগুলোকে সংরক্ষণকারী ব্যক্তিগণের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। কেননা তাদের মাধ্যমে শত বছর পরেও আমরা সেসব কথা পড়তে ও শুনতে পারি। আর এগুলোকে পড়া ও শোনার মাধ্যমে আমরা আমাদের নিজেদেরকে কল্পনার জগতে নবী করীম (সা.)-এর প্রকৃত এ দাসের বৈঠকে বসা অনুভব করি। আজ আমি এমনই কিছু বৈঠক হতে নামায, দোয়া এবং আল্লাহ্ তাআলার সাথে সম্পর্কের বিষয়ে যেসব উপদেশ তিনি দিয়েছেন সেগুলো হতে কিছু আদেশ ও উপদেশ নিয়েছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর ১৯০৭ইং সালের জলসার একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতায় দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেছেন,

"স্মরণ রেখো- আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করিমের শুরুও করেছেন দোয়ার মাধ্যমে এবং সমাপ্তিও টেনেছেন দোয়ার মাধ্যমে। অতএব এর উদ্দেশ্য, মানুষ এতোটাই দুর্বল যে আল্লাহ্ তাআলার কৃপা ছাড়া সে পবিত্র হতে পারে না এবং আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য ও সমর্থন না পাওয়া পর্যন্ত সে পুণ্যকর্মে উন্নতিও করতে পারে না। একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

আল্লাহ্ যাকে জীবিত করেন সে ছাড়া সবাই মৃত, আর আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান সে ছাড়া সবাই পথভ্রষ্ট এবং আল্লাহ্ যাকে দৃষ্টিশক্তি দান করেন সে ছাড়া আর সবাই অন্ধ। প্রকৃত কথাটি হল, আল্লাহ্ তাআলার কৃপা লাভ না করা পর্য ন্ত পার্থিব ভালবাসার বেড়ি গলার মালা হয়ে থাকে। জাগতিক ভালবাসার এ ফাঁদ গলায় আটকে থাকে।"

(মালফুযাত, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬২, লন্ডন এডিশন ১৯৮৪ইং)

সে ব্যক্তিই এ থেকে মুক্তি পায় যার উপর আল্লাহ্ কৃপা করেন। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্ তাআলার কৃপাও দোয়ার মাধ্যমেই শুরু হয়। কল্যাণ লাভ করতে চাইলে তা দোয়ার মাধ্যমেই প্রার্থনা কর।

নামাযের মধ্যে কুচিন্তা দূর করার প্রতি জোরালো তাগিদ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "এ দোয়া কি? মুখে তো বল, **ইহ্ দীনা সিরাতাল মুস্তাকীম** (অর্থাৎ তুমি আমাদেরকে সহজ সরল ও সুদৃঢ় পথ দেখাও) আর মনের মাঝে চিন্তা থাকে, অমুক ব্যবসাটা এভাবে করব, তমুক জিনিসটি রয়ে গেছে, এ কাজটি এভাবে করা উচিত ছিল, এমন হলে এমন করব, এটা তো আসলে শুধু বয়স নষ্ট করা মাত্র। কুরআন করীমকে প্রাধান্য না দেয়া পর্যন্ত এবং সে অনুযায়ী আমল না করা পর্যন্ত মানুষের নামায শুধু তার সময় নষ্ট করার নামান্তর।"

(মালফুযাত ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা, ৬২-৬৩, ঐ)

এজন্যও তিনি দোয়া করতে বলেছেন।

একটি ঘটনা রয়েছে [এ ঘটনাটি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন]- "এক বুযূর্গ কোন একটি মসজিদে যান, সেখানকার ইমামুস্ সালাত নামায পড়ানোর সময় তার ব্যবসার বিষয়ে চিন্তা করছিলেন যে, আমি এ মাল অমৃতসর থেকে কিনে দিলি নিয়ে যাব সেখানে এত লাভ করব, পরে কোলকাতা নিয়ে যাব সেখান থেকে এত লাভ করব এবং পরে আরো এগিয়ে যেতে থাকব। এক বুযূর্গ নামায পড়ছিলেন তিনি নামায ছেড়ে দিয়ে আলাদা ভাবে নামায পড়া শুরু করেন। আল্লাহ্ তাআলা তাকে কাশফি অবস্থায় সেই ইমামের মনের অবস্থা জানিয়ে দেন। পরে সাধারণ নামাযিরা অভিযোগ করে, হে মৌলভী সাহেব! এ ব্যক্তি আপনার পিছনে নামায পড়ে নি বরং (আপনার পিছন থেকে) সে নামায ছেড়ে দিয়েছে। তিনি (অর্থাৎ মৌলভী সাহেব) অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বলেন, বলুন-কি কারণ? আপনি নামায ছেড়েছেন কেন? এটা কত বড় পাপ জানেন? তিনি উত্তরে বলেন, মৌলভী সাহেব! আমি একজন দুর্বল বৃদ্ধ মানুষ। আপনি অমৃতসর থেকে সফর শুরু করে কোলকাতা চলে গেছেন কিছুক্ষণের মধ্যেই বুখারা চলে যাচ্ছিলেন, আমি তো আপনার সাথে এতো দূর যেতে পারি না।"

কোন কোন সময় নামাযির এ অবস্থাও হয়ে থাকে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৯০৬ইং সালে একটি বক্তৃতায় বলেন, "নামায কি? এটি একটি দোয়া যাতে বেদনা ও জ্বালা থাকে। এ জন্য এর নাম 'সালাত' কেননা জ্বলন, বিরহ ও বেদনার সাথে প্রার্থনা করা হয়, আল্লাহ্ তাআলা যেন কু-ইচ্ছা ও মন্দ আবেগ অনুভূতিগুলোকে ভিতর থেকে দূর করে দেন এবং তাঁর সার্বজনীন কৃপার অধিনে তিনি যেন সেই স্থানে পবিত্র ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন।"

'সালাত' শব্দটি এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করছে যে, শুধু বাক্য ও প্রাণহীন দোয়া যথেষ্ট নয়, বরং এর সাথে এক প্রকার জ্বলন, আকুতি মিনতী ও বেদনা থাকা আবশ্যক। দোয়াকারী মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে চলে না যাওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা কোন দোয়া কবুল করেন না। দোয়া করা একটি কঠিন কাজ। মানুষ এর প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। অনেকেই আমার কাছে চিঠি লিখে, আমি অমুক সময় অমুক কাজের জন্য দোয়া করেছিলাম কিন্তু এর কোন ফল হয় নি। এভাবে তারা আল্লাহ্ তাআলা সম্বন্ধে কু-ধারণা পোষণ করে এবং নিরাশ হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

"তারা জানে না, দোয়ার সাথে এর আবশ্যক বিষয়গুলো না থাকা পর্যন্ত দোয়ার মাধ্যমে কোন উপকার পাওয়া যায় না। দোয়ার জন্য আবশ্যকীয় বিষয়টি হল, হৃদয় যেন বিগলিত হয় এবং আত্মা যেন আল্লাহ্‌র দরবারে পানির মত প্রবাহিত হয়। আর এতে যেন এক প্রকার আকুতি মিনতি সৃষ্টি হয় এবং এর সাথে সাথে মানুষ যেন ধৈর্যহীন না হয় আর তাড়াহুড়া না করে। বরং সে যেন ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে দোয়া করতে থাকে। এমন হলে আশা করা যায়, সেই দোয়া গৃহীত হবে। নামায অত্যন্ত উচ্চস্তরের দোয়া কিন্তু পরিতাপ, মানুষ এর মূল্যায়ন করতে জানে না। এর প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে মনে করে, প্রথাগত ভাবে কিয়াম, রুকু ও সিজদা করা এবং বুঝে বা না বুঝে তোতার মত কিছু বাক্য আওড়ালেই চলে।"

হুযূর (আ.) বলেন, "স্মরণ রেখো! আমাদের এবং প্রত্যেক সত্যান্বেষির জন্য নামাযের মত এমন নেয়ামত থাকার পর নতুন আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। নবী করীম (সা.) যখনই কোন কষ্ট ও বিপদাপদ দেখতে পেতেন তখনই তিনি নামায পড়তে দাড়িয়ে যেতেন। আমাদের আপনজন এবং পূর্ববর্তী পুণ্যবানদের অভিজ্ঞতা হল, নামায ছাড়া অন্য কোন জিনিস মানুষকে আল্লাহ্ তাআলা পর্যন্ত পৌছাতে পারে না। মানুষ যখন কিয়াম করে তখন সে এক প্রকার সম্মান প্রদর্শন করে এবং একজন দাস যখন তার প্রভূর সামনে দাড়ায় তখন সে সর্বদাই হাত বাঁধা অবস্থায় দাড়ায়। রুকুও এক ধরণের সম্মান প্রদর্শন আর এটা কিয়ামের চেয়েও উচ্চতর সম্মান প্রদর্শন এবং সেজদা তো সম্মান প্রদর্শনের সর্বোচ্চ স্তর। মানুষ যখন নিজেকে বিলীন করে ফেলে তখন সে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। পরিতাপ সেসব অজ্ঞ ও জাগতিক বিষয়ে বিভোর ব্যক্তিদের জন্য যারা নামায সংশোধন করতে চায় এবং রুকূ সিজদার বিষয়ে আপত্তি করে। এটা তো সর্বোচ্চ গুণের কথা। নামায সর্বোচ্চ স্তরে পৌছিয়ে দেয়। মানুষ সেই জগতের অংশীদার না হওয়া পর্যন্ত মানুষের হাতে কিছুই থাকে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখে না সে নামাযের উপর কিভাবে বিশ্বাস করতে পারে?"

(মালফুযাত ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা,১০৯-১১০)

হুযূর (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তাআলার কাছে ব্যাথাতুর হৃদয়ে এবং এক ধরণের উদ্দীপনার সাথে দোয়া করা উচিত, (হে আল্লাহ্) যেভাবে তুমি বিভিন্ন ফুল ও জিনিসের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রং ও স্বাদ দান করেছ ঠিক সেভাবে একবার নামায ও ইবাদতের স্বাদ চাখিয়ে দাও। কোন জিনিস খেতে পারলে, স্মরণ থাকে। দেখুন! কোন মানুষ যদি কোন একটি সুন্দর জিনিসকে আনন্দ সহকারে দেখে তবে সেটাকে অনেক বেশি মনে রাখে। কেউ যদি কোন কুশ্রী ও অপছন্দনীয় চেহারা একবার দেখে, তবে সেটার বিপরীতে এর পূর্ণ অবয়ব সশরীরে তার স্মৃতির সম্মুখে চলে আসে। তবে হ্যাঁ! যদি কোন সম্পর্ক না থাকে তবে কিছুই মনে থাকে না। একই ভাবে বে-নামাযীর কাছে নামায একটি দন্ড মাত্র। কেননা সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে ঠান্ডার মাঝে ওযূ করে, আরামের ঘুম ছেড়ে এবং আরো কিছু আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে (এ নামায) পড়তে হয়। মূলকথা সে অসন্তুষ্ট। সে এটাকে বুঝতে পারে না। নামাযের মধ্যে যে সুখ ও মজা রয়েছে সে বিষয়ে সে অবগত নয়। অতএব, সে কিভাবে নামাযে মজা পাবে?"

(মালফুযাত ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা,৭)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৯০৬ইং সালের একটি বৈঠকে দোয়া সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, "দোয়ার ব্যাপারে হযরত ঈসা (আ.) উত্তম উদাহরণ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একজন কাজী ছিলেন। যিনি কারো সাথে ন্যায় বিচার করতেন না এবং দিবারাত্রি কেবল নিজের আরাম আয়েশের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতেন। এক মহিলার একটি মামলা ছিল, কাজেই সে প্রতিদিন তার কাছে আসত এবং ন্যায়বিচার প্রার্থনা করত। সে বারবার এমন করতে থাকে, এমনকি শেষ পর্যন্ত কাজী অতিষ্ঠ হয়ে ন্যায় বিচার করার মাধ্যমে সেই মহিলার পক্ষে রায় ঘোষণা দেয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলছেন, দেখো- তোমাদের খোদা কি কাজীর মতোও নয়, যিনি তোমাদের দোয়া শুনবেন এবং তোমাদেরকে তোমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করে দিবেন? অবিচল থেকে দোয়া করতে থাকা উচিত। দোয়া গৃহীত হওয়ার সময় অবশ্যই আসবে। শর্ত হল, অবিচল থাকতে হবে।

(মালফুযাত ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা, ৪১)

অন্য এক বৈঠকে বলেছেন, দেখো! নামাযকে প্রথাসর্বস্ব ভাবে পড়লে কোন লাভ নেই। বরং তাদের নামায গৃহীত হওয়া তো দূরের কথা এমন নামাযের প্রতি স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা অভিসম্পাত এবং ধ্বংসের বার্তা পাঠিয়েছেন। স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, **"ফাওয়াই লুল্লিল মুছাল্লিন"** এ কথা সেই সব নামাযী সম্বন্ধে যারা এর নিগুঢ় তত্ত্ব ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ। সাহাবাগণ (রা.) তো নিজেরাই আরবি ভাষা জানতেন, এর প্রকৃত তত্ত্ব খুব ভালভাবে বুঝতেন। কিন্তু আমাদের জন্য এটা খুব জরুরী আমরা যেন এর অর্থ জানি এবং এভাবে আমাদের নামাযের মাঝে মাধুর্য্য সৃষ্টি করি। কিন্তু এসব লোক যেন মনে করে নিয়েছে অপর এক নবী আসবেন আর তিনি নামায রহিত করবেন। অর্থাৎ নামায বুঝার পরিবর্তে নামাযকে তারা এমন বানিয়ে নিয়েছে যে শুধু প্রথাগত উপাচারগুলো রয়েগেছে। যেন নতুন আদেশ জারি হয়েছে এবং নতুন কোন নবী আদেশ জারি করেছেন। হুযূর (আ.) বলেন, দেখো! এতে আল্লাহ্ তাআলার কোন লাভ নেই। বরং এতে মানুষের জন্যই মঙ্গল রয়েছে, তাকে আল্লাহ্ তাআলার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দেয়া হয়, আবেদন নিবেদনের মর্যাদা দেয়া হয় যার মাধ্যমে সে অনেক ধরণের বিপদাপদ হতে রক্ষা পায়। একথা ভেবে আমি আশ্চর্য হই যে, এসব লোক কিভাবে জীবনযাপন করে, যাদের দিনও কেটে যায় আর রাতও কেটে যায় কিন্তু তারা জানে না তাদের কোন প্রভূ আছেন। স্মরণ রেখো! এমন লোকেরা আজও ধ্বংস হয়েছে আর কালও হবে। হুযূর (আ.) বলেন, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিচ্ছি- হায়! মানুষ যদি মনে রাখত! দেখো! আয়ুষ্কাল কমে যাচ্ছে। উদাসীনতা পরিত্যাগ কর এবং আকুতি মিনতী অবলম্বন কর। নির্জনে আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া কর, আল্লাহ্ তাআলা যেন ঈমানকে নিরাপদ রাখেন এবং তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট ও খুশি হন।"

(মালফুযাত ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা,৪১২-৪১৩)

১৯০৭ইং সালের মার্চ মাসের একটি বৈঠকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এসেছিলেন। সেখানে দুই বন্ধুর মাঝে মনোমালিন্য হয়। এ বিষয়ে তিনি বিভিন্ন উপদেশ দেন। তিনি আরো বলেন, হৃদয় পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত দোয়া গৃহীত হয় না। জাগতিক বিষয়ে এক জনের প্রতিও যদি তোমার মনে কোন বিদ্বেষ থাকে তাহলে দোয়া গৃহীত হবে না।

তিনি আরো বলেন, পারস্পারিক ঝগড়া বিবাদ, মনোমালিন্য এবং মিথ্যা অহংকার বশতঃ একজনের প্রতি অন্যজনের অসন্তুষ্টি- এ সব পরিত্যাগ কর। হিংসা বিদ্বেষ দূর কর। কেননা হৃদয় হিংসা বিদ্বেষে ভরা থাকলে তোমার দোয়া কবুল হবে না। এ কথাটি খুব ভাল ভাবে স্মরণ রাখা উচিত, জাগতিক কারণে কখনোই কারো প্রতি হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করা উচিত নয়। জগত ও এর উপকরণ সামগ্রী কী মর্যাদা রাখে যার জন্য তুমি অন্য কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করবে?

(মালফুযাত ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা,২১৭-১১৮)

হুযূর (আ.) প্রতি দিন সকালে প্রাত ভ্রমনে বের হতেন, সাহাবায়ে কেরামও তাঁর সাথে থাকতেন। কোন না কোন বিষয়ে আলোচনা চলতেই থাকত। ১৯০৮ইং সালের এক সকালের প্রাতভ্রমনের উলেখ আছে। (এ আলোচনাটি অনেক বড় ছিল, আমি এর একটি অংশ নিয়েছি)

"কিছু মানুষ এমন হয়ে থাকে যে, তারা এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দেয়, এসব কথা তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে না। যতই উপদেশ দেই না কেন তাদের উপর প্রভাব পড়ে না। স্মরণ রেখো! আল্লাহ্ তাআলা একেবারে মুখাপেক্ষি নন। বিগলিত চিত্তে অধিক হারে ও বার বার দোয়া না করা পর্যন্ত তিনি ভ্রুক্ষেপ করেন না। দেখো! কারো স্ত্রী-সন্তান অসুস্থ্য হলে বা কারো বিরুদ্ধে জোরালো মামলা হলে এসব বিষয়ে তার মাঝে কেমন ব্যাকুলতা থাকে? অতএব, দোয়ার মাঝে প্রকৃত ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এটি পুরোপুরি প্রভাবশূণ্য ও বৃথা কাজ মাত্র। দোয়া কবুলের জন্য ব্যাকুলতা শর্ত, যেভাবে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

অর্থাৎ, যখন কেউ দোয়া করে তখন কে তার দোয়া শুনেন এবং দুঃখ কষ্ট দূর করে দেন। তিনি অসহায় ও ব্যাকুল ব্যক্তির দোয়া কবুল করেন। পরে বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলাই তার দোয়া শুনে থাকেন।"

(মালফুযাত ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা, ১৩৭)

লাহোরের এক বৈঠকে অ-আহমদী বন্ধুরাও ছিল। এ বৈঠকে তিনি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন যাতে তিনি দোয়া সম্বন্ধে বলেন, "ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল মানুষ যেন তার সন্তুষ্টিকে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির অনুগত করে।" হুযূর (আ.) বলেন, "কিন্তু সত্য কথা হল, মানুষ তার গায়ের জোরে এ অবস্থান পায় না। তবে হ্যা, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মানুষের জন্য সাধনা করা ফরয। কিন্তু এই মর্যাদা লাভের প্রকৃত উপায় দোয়া। মানুষ অত্যন্ত দুর্বল, সে দোয়ার মাধ্যমে ঐশী শক্তি ও সমর্থন না পাওয়া পর্যন্ত এই দূর্গম পথ পাড়ি দিতে পারবে না। স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, **খুলিকাল ইনসানু যায়িফা** অর্থাৎ মানুষকে দূর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব, এমন দূর্বলতা নিয়ে নিজ শক্তিতে এতো বড় উচ্চমর্যাদা লাভের দাবি করা খামখেয়ালী ছাড়া কিছুই না। সুতরাং দোয়ার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

দোয়া একটি বিরাট শক্তি যদ্বারা অনেক কঠিন কাজ সহজ হয়ে যায়। অত্যন্ত দূর্গম গন্তব্যে সহজে উপনীত হওয়া যায়। কারণ দোয়া সেই কল্যাণ ও শক্তিকে আকৃষ্ট করার প্রস্রবণ যা খোদা তা'লার কাছ থেকে উৎসারিত হয়ে আসে। যে ব্যক্তি বেশি বেশি দোয়ায় রত থাকে সে অবশেষে এই কল্যাণধারা লাভ করে এবং আল্লাহ্‌র সাহায্যে নিজ উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হয়। তবে হ্যাঁ আল্লাহ্ কেবল দোয়া চান না বরং সকল প্রকার চেষ্টা প্রচেষ্টা এবং পরিশ্রমও করতে হবে, অনেক চেষ্টা করবে, সাথে সাথে অনেক দোয়াও করবে। বাহ্যিক উপকরণ সমূহকে কাজে লাগাবে। উপকরণকে ব্যবহার না করে কেবল দোয়া করা- এটি দোয়ার নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং খোদা তাআলাকে পরীক্ষা করা মাত্র। একই ভাবে কেবল উপকরণ সমূহ ব্যবহার করা এবং দোয়াকে গুরুত্ব না দেয়াটা নাস্তিকতা।

অতএব নিশ্চয়ই জেনে রেখো, দোয়া একটা

বিরাট সম্পদ। যে ব্যক্তি দোয়াকে পরিত্যাগ করে না তার ইহকাল ও পরকালের কোনটাই নষ্ট হবে না। সে এমন এক দুর্গে নিরাপদে আছে যার চারপাশে সব সময় সশস্ত্র প্রহরী পাহাড়া দিচ্ছে। কিন্তু যে ব্যক্তি দোয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না তার অবস্থা এমন যে, সে নিরস্ত্র খালি হাত, দুর্বল ও এমন জঙ্গলের মাঝে সে অবস্থান করছে যেখানে হিংস্র ও ভয়ংকর পশুতে পরিপূর্ণ। সে বুঝতে পারে যে, সে কোন ভাবেই সেখানে নিরাপদ নয়। যেকোন মুহূর্তে সে ভয়ংকর পশুর আক্রমনের শিকার হতে পারে। যখন তার হাড়গোড়েরও দেখা পাওয়া যাবে না। অতএব স্মরণ রেখো, যে ব্যক্তি জানে যে তার আসল নিরাপত্তা দোয়ার মাঝে, সে ভাগ্যবান। সে দোয়ায় রত থাকলে এই দোয়া-ই তার জন্য আশ্রয়স্থল। (মালফুযাত, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯২-১৯৩)

লাহোরের একটি বৈঠকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

চরিত্র সংশোধনের মূল কথা হল, দোয়ার মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র ভালবাসা অর্জন করতে হবে। নিজের চরিত্র সংশোধন কর, তারপর দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পবিত্র ভালবাসা অর্জনের চেষ্টা কর। সব ধরণের পাপ এবং মন্দ কাজ হতে দূরে থাক। এমন অবস্থা হওয়া চাই যে অভ্যন্তরীণ যত দোষ-ত্রুটি আছে সেই সমস্ত দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত হয়ে পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ এক ফোটা পানির মত হয়ে যাও। এমন অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত বিপদ। তবে দোয়ার সাথে চেষ্টা তদবীরকে বাদ দিবে না। কেননা আল্লাহ্ চেষ্টা তদবীর করা পছন্দ করেন। এজন্যই **"ফালমুদাব্বি রাতি আম্‌রা"** বলে কুরআন শরীফে কসম খাওয়া হয়েছে। যখন সে এ স্তর অতিক্রম করতে দোয়াও করবে, চেষ্টা তদবীরও করবে, অবস্থান, সহ-অবস্থান এবং সম্পর্ক স্থাপনের পথে বাধাগুলোকে দূর করে দিবে, তারপর প্রথাসর্বস্ব ভাব এবং কৃত্রিমতা হতে পৃথক হয়ে দোয়ায় রত থাকবে। এ অবস্থায় একদিন সে কবুলিয়্যতের লক্ষন প্রত্যক্ষ করবে। এটা মানুষের ভুল যে, সে কিছুদিন দোয়ারত থাকার পর থেমে যায়, অগ্রসর হয় না আর অভিযোগ করে যে, আমরা দোয়া তো করেছি কিন্তু কবুল হয়নি। অথচ সে দোয়ার জন্য যা যা করণীয় ছিল তা করেনি। এভাবে কি করে দোয়া কবুল হবে? একজনের ক্ষুধা বা খুব পিপাসা লেগেছে এখন যদি সে একটি দানা বা এক ফোটা পানি গ্রহণ করে তবে কিভাবে তার পেট ভরবে? এ অবস্থায় অভিযোগ কি যথার্থ হবে? অবশ্যই না। যতক্ষণ সে যথেষ্ট পরিমান খাদ্য গ্রহন না করবে বা পানি পান না করবে ততক্ষণ কোন উপকার হবে না। দোয়ার অবস্থাও এমনই। মানুষ যদি দোয়ার সাথে লেগে থাকে, দোয়ার নিয়ম কানুন মেনে চলে তবে এক সময় আসবে যখন সে সফল হবে। কিন্তু মাঝ পথেই যদি সে দোয়া করা বন্ধ করে দেয় তবে– কত মানুষ মারা গেছে, বিপথগামী হয়েছে আরও কত আর ভবিষ্যতেও শত শত মানুষ মরতে প্রস্তুত। (মাঝপথে যদি ছেড়ে দাও তবে মরতে প্রস্তুত থাক)

হুযূর (আ.) বলেছেন, অনুরুপভাবে মানুষ সব ধরণের মন্দকর্মে আপাদমস্তক ডুবে আছে। এমন অবস্থায় কয়েকদিনের দোয়া কি প্রভাব ফেলতে পারে? অর্থাৎ রাত-দিন মন্দ কাজ বা কুচিন্তায় মগ্ন থাকলে দুই চার মিনিটের দোয়ায় কী আর লাভ হবে?

তারপর স্বেচ্ছাচারিতা, অহংকার, লোকদেখানো ইত্যাদি এমন সব রোগ লেগে আছে যা নিজের ভাল কাজগুলোকে নষ্ট করে দিচ্ছে। পুণ্য কর্মের উপমা একটি পাখির ন্যায়, ঠিকমত খাঁচায় বন্দী রাখলে সে থাকবে নয়তো উড়ে চলে যাবে। তবে আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত এটি লাভ করা যায় না। আল্লাহ্ বলেছেন,

فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

অর্থাৎ, তার উচিত সৎকর্ম করা এবং আল্লাহ্‌র ইবাদতে অন্য কাউকে যেন শরিক না করে। (সূরা আল কাহাফ-১১২) এখানে সৎকর্ম বলতে বোঝানো হয়েছে এর সাথে যেন কোন প্রকার পাপের সংমিশ্রন না ঘটে। স্বচ্ছতার পর যেন আরো স্বচ্ছতা থাকে। না স্বেচ্ছাচারিতা, না অহংকার না গর্ববোধ আর না কোন প্রকার নাফসে আম্মারার মিশ্রন আর না অন্য লোকদের প্রতি দৃষ্টি রাখা বা আশা করা, এমনকি জাহান্নাম বা জান্নাতের লোভ করা যেন না হয় বরং একমাত্র আল্লাহ্‌র ভালবাসা লাভের জন্য কর্ম সম্পাদন করা।

যতক্ষণ অন্য কোন আশা-আকাঙ্খা থাকবে ততক্ষণ হোঁচট খাবে আর এটাই শির্‌ক। কারণ এমন বন্ধুত্ব ও ভালবাসা কোন্ কাজে আসবে? যার পেছনে এক কাপ চা বা অন্য কোন পছন্দ রয়েছে। এমন মানুষ যেদিন এতে ব্যতিক্রম দেখবে সেদিনই সম্পর্ক ছিন্ন করবে। যারা সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে বা সন্তান লাভের আশায় অথবা অমুক অমুক বিষয়ে সাফল্য লাভের আশায় খোদার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায় এদের সেই সম্পর্ক সাময়িক। এদের ঈমানও বিপদের মাঝে থাকে। যেদিন তার উদ্দেশ্য সফল হবে না অথবা মনবাসনা পূর্ণ হবে না সেদিনই তার ঈমানে ফাটল দেখা দেবে। অতএব প্রকৃত মু'মিন হল সে, যে কোন কিছুর লোভ না করে ইবাদত করে। সে এজন্য ইবাদত করে না যে এটা করলে লাভ হবে তাই ইবাদত করব।

১৯০৪ইং সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত এক মজলিসে হযরত আকদাস (আ.) বলেন,

অনেকে আছে যারা মুখে বলেন, আমরা খোদার অস্তিত্বের কথা স্বীকার করি। কিন্তু যদি তাদের অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখ তবে দেখবে, তাদের মাঝে নাস্তিকতা বিরাজ করছে। কারণ যখন তারা সাংসারিক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তখন তারা খোদার গযব ও মহিমার কথা ভুলে যায়। এজন্যই দোয়ার মাধ্যমে খোদা তাআলার মাগফেরাত (ক্ষমা) প্রার্থনা করা অত্যন্ত জরুরী। এছাড়া কখনই দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করা যায় না। এটা তখনই অর্জন হবে যখন সে জানবে, খোদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার অর্থ হল এক প্রকার মৃত্যু।

পাপ মুক্ত হওয়ার জন্য যখন দোয়া করবে তখন এথেকে যেন চেষ্টা-প্রচেষ্টা বাদ না পরে। পাপমুক্ত হতে দোয়াও করতে থাক আর সাথে সাথে চেষ্টাও করতে থাক। এমন সব মাহ্‌ফীল বা মজলিসে যোগ দেয়া হতে বিরত থাক যেখানে পাপের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি করা হয়। (এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিশেষকরে যুবসমাজের জন্য। তারা যেন এমন মাহফীল বা মজলিসে যোগ না দেয় যেখানে মন্দ ও অসামাজিক কার্জকলাপ হয়।) সাথে সাথে দোয়াও করে যেতে হবে। খুব ভালভাবে মনে রাখবে, এমন সব বিপদাপদ যা মানুষের সাথে প্রাকৃতিক ভাবে যুক্ত হয় তা থেকে নিরাপদ হওয়া আল্লাহ্‌র বিশেষ সাহায্য ব্যতীত কখনই সম্ভব না।

পাঁচ ওয়াকতের নামায যা আদায় করা হয় এর মাঝেও এদিকে ইংগিত রয়েছে, নামাযকে যদি আবেগ আর বাজে চিন্তা থেকে বিশুদ্ধ না করা হয় তবে সঠিক নামায হবে না। অবশ্যই নামায অর্থ কেবল উঠাবসা এবং মাটিতে মাথা ঠোকার নাম নয়।

নামায এমন জিনিস যার মাধ্যমে মানুষ যেন অনুভব করে, তার আত্মা বিগলিত হয়ে মর্মান্তিক অবস্থায় আল্লাহ্‌র দরবারে নিপতিত হচ্ছে। যতদূর সম্ভব বিগলিত চিত্তে নামায পড়তে হবে। অত্যন্ত মর্মাহত চিত্তে দোয়া করতে হবে যেন অভ্যন্তরীণ অহংকার ও পাপ পঙ্কিলতা দূরীভূত হয়। এমন নামাযই মঙ্গল

বয়ে আনে। আর যদি কেউ এমন অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে অর্থাৎ সব সময়ই এমন নামায পড়তে পারে তবে দেখবে দিন বা রাত যে কোন সময় তার অন্তরে একটি নূর (আলো) এসে প্রবেশ করবে এবং তার নফসে আম্মারার ঔদ্ধত্য দূর্বল হয়ে পড়ছে। সাপের মধ্যে যেমন ভয়ানক বিষ থাকে তেমন নফসে আম্মারাও প্রাণবিনাশী বিষ-ই বটে। যিনি একে সৃষ্টি করেছেন তাঁর কাছেই এর মহৌষধ আছে। (অর্থাৎ একে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। যত ধরণের পাপ এবং ক্ষতিকর জিনিস আছে এসবের চিকিৎসাও আল্লাহ্‌র কাছে চাও। তবে তা হতে হবে, খাঁটি অন্তরের চেষ্টা।) (মালফুযাত, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১২৩)

১৯০৪ইং সালের অপর এক বৈঠকে হযরত আকদাস (আ.) এক বক্তব্য দিয়েছিলেন যেখানে নতুন বয়আতকারীরা উপস্থিত ছিলেন। হুযূর (আ.) বলেন, দোয়ার বিষয়ে মানুষের নিজের মাঝে ডুব দিয়ে দেখা উচিত যে, দোয়ার মাঝে সে কোন দিকে ঝুঁকে পড়ছে। জগৎ-সংসারের প্রতি সে ঝুঁকছে না কি ধর্মের দিকে ঝুঁকছে। অর্থাৎ বেশি দোয়া সে সাংসারিক আরাম আয়েশের জন্য করছে না কি রূহানী বা ধর্মের সেবার জন্য করছে? এটি অবশ্যই লক্ষনীয় বিষয়। তোমরা তোমাদের নিজের মাঝে উঁকি দিয়ে লক্ষ্য কর, তোমাদের মনোযোগ কোন দিকে, সংসারের দিকে না কি ধর্মের দিকে? আর এর মান-ই বা কী? তোমরা যে সমস্ত দোয়া কর তার কতটা দোয়া ইহকালের সুখ-সুবিধার জন্য আর কতটা আধ্যাত্মিক উন্নতি বা ধর্মের সেবার জন্য। যদি দেখ, উঠতে বসতে, শয়ন-জাগরনে সারাক্ষণ শুধু সংসার জীবনের চিন্তা তাহলে তার কাঁদা উচিত।

অনেক সময় দেখা গেছে, মানুষ কোমর বেঁধে সাংসারিক উন্নতির জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা এবং অত্যন্ত পরিশ্রম করছে। দোয়ায় রত হয়েছে, ফলাফল হল বিভিন্ন ধরণের অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে। অনেকের মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার অবস্থা। কিন্তু যদি ধর্মের জন্য এমন হয় তবে আল্লাহ্ কখনই তাকে ব্যর্থ করবেন না। কথা ও কাজের উদাহরণ একটি শষ্যদানার সাথে দেয়া যায়। কাউকে যদি একটি বীজ দেয়া হয় আর সে এটা নিয়ে ফেলে রাখে ব্যবহার না করে তবে সেটা পড়ে পড়ে নষ্ট হবে বা ঘুনে খেয়ে ফেলবে। অনুরুপভাবে মুখের কথা অনুযায়ী যদি আমল করা না হয় তবে কথাই রয়ে যাবে। অতএব, আমল হওয়া চাই। (মটিতে বীজ বপণ করে অঙ্কুরোদগম হতে দিলে তা চারা হবে এবং পরে তা গাছে পরিনত হবে। ফেলে রাখলে নষ্ট হয়ে যাবে।)

(মালফুযাত, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১১৭)

১৯০৮ইং সালের এক বৈঠকে হযরত আকদাস (আ.) বললেন,

প্রকৃত দোয়া কী ? দোয়া দু-রকম হতে পারে। (১) সাধারন দোয়া। (২) বিশেষ দোয়া, যে দোয়া মানুষ শেষ পর্যন্ত করতে থাকে। অতএব, এটাই আসল দোয়া। মানুষের উচিত কোন সংকটে না পড়েও দোয়া করতে থাকা। (বিষয়টি এমন যে, বিপদে আপতিত হলেও দোয়া করবে আর না হলেও দোয়া করবে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও দোয়া করবে।) কারণ সে জানে না যে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা কী? আগামী কাল কি হবে? অতএব, পূর্বেই দোয়া কর যেন রক্ষা পাও। অনেক সময় এমনভাবে বিপদ আপতিত হয় যে দোয়া করার সুযোগই পাওয়া যায় না। সুতরাং পূর্বেই যদি দোয়া করা হয় তবে বিপদের সময় ঐ দোয়ার সুফল পাওয়া যায়। এটি দোয়ার গুরুত্ব। (মালফুযাত, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১২২)

অপর এক বক্তৃতায় হুযূর (আ.) বলেন, মানুষের অবয়ব, আকার আকৃতি, দুইহাত, দুই পা পরস্পর পরস্পরের সহায়ক হয়। অথচ মানুষ এ দৃশ্য দেখেও কত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সে **"ওয়াতা আনু আলাল বিরূরে ওয়াত্ তাক্ওয়া"** অর্থাৎ তোমরা তাকওয়ার ভিত্তিতে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগীতা কর– কথাটি বুঝে না। অর্থাৎ মানব শরীরের গঠন– তার অঙ্গ প্রতঙ্গ, হাত-পা পরস্পরের সহযোগীতা করে, এমন করেই বানানো হয়েছে। অনুরুপভাবে বুঝতে হবে যে, তাকওয়ার ভিত্তিতে তোমরা একে অপরের সাহায্য কর, এর অর্থ কি? তবে হ্যাঁ, আমি বলব উপকরণ সংগ্রহের জন্যেও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য নাও।

অর্থাৎ জাগতিক বিষয়ে জাগতিক উপকরণ সংগ্রহের জন্যও দোয়া কর। পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতার ব্যাপারে আমি মনে করি না যে, যখন আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র এই ব্যবস্থার কথা বলছি তখন তোমরা আমার কথাকে অস্বীকার করবে। আল্লাহ্ তাআলা এই বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে দেখানোর জন্যই আম্বীয়ায়ে কেরামের আবির্ভাবের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান ছিলেন এবং আছেন, তিনি চাইলে পৃথিবীতে আম্বীয়ায়ে কেরামের আবির্ভাবের ব্যবস্থা রাখতেন না।

কিন্তু তবুও এক সময় আসে যখন আম্বীয়ায়ে কেরাম বলেন, **"মান আনসারী ইলাল্লাহ্"**-'কে আছে যে আল্লাহ্‌র খাতিরে আমাকে সাহায্য করবে?' তাঁরা এ কথা কি সেই ভিখারির মত বলেন, কে আমাকে সাহায্য করবে? তাঁদের এমন, "মান আনসারী" বলারও বিশেষ এক মর্যাদা আছে। এভাবে তারা বিশ্ববাসীকে শিখাতে চান যে, এ জগতে উপকরণকে কাজে লাগানোরও প্রয়োজন আছে।

আম্বীয়ায়ে কেরাম যখন ঘোষণা করেন, 'মান আনসারী'-কে আমার সাহায্য করবে? তখনও মূলতঃ তাদের কোন সাহায্যের প্রয়োজন থাকে না। তাঁরা জগতকে শেখাতে চান যে জাগতিক উপকরণ কাজে লাগাতে হবে। এটা দোয়ারই একটা দিক। নতুবা আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁদের সম্পূর্ণ ভরসা থাকে।

আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি তারা সম্পূর্ণ আস্থা রাখেন। তারা জানেন যে, আল্লাহ্‌র এ প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে, যেমন

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা এ জগতে আমাদের রাসূলগণকে সাহায্য করে থাকি এবং যারা ঈমান আনে তারা সাহায্য করে থাকে। এটি একটি সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি যা অবশ্যই পুরণ হবে। আমি বলেছি, আল্লাহ্ যদি কারো অন্তরে রাসূলকে সাহায্য করার প্রেরণা না দেন তবে কিভাবে কেউ রাসূলকে সাহায্য করে? আসল কথা হল, প্রকৃত সাহায্যকারী ও সহায়ক তিনিই যাঁর সমস্ত গৌরব। **"নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মাল ওয়াকিলু ওয়া নি'মান নাসির"** অর্থাৎ তিনিই সবচেয়ে উত্তম অভিভাবক, সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাপক এবং সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী। পৃথিবী ও পার্থিব সাহায্য তাঁদের সামনে মৃত বস্তুর ন্যায়। এসব সাহায্য মৃত কীট-পতঙ্গের সমানও হয় না। কিন্তু জগদ্বাসীকে দোয়ার একটা মোটা পদ্ধতি বলার জন্য তারা এ পথ বেছে নেন। নয়ত তাঁরা তাঁদের কাজ কর্মের জন্য আল্লাহ্‌কেই সবচেয়ে বড় ত্রানকর্তা জ্ঞান করেন। আর এটাই সত্য কথা। **"ওয়া হুয়া ইয়াতাওয়াল্লাস্ সালিহিন"** অর্থাৎ এবং তিনিই সৎকর্মশীলদের পৃষ্ঠপোষক। (সূরা আল আ'রাফ ১৯৭) সৎকর্মশীলদেরকে

তিনিই নিযুক্ত করেন। এবং তাঁরই কর্ম অন্যদের দ্বারা প্রকাশ করেন।

আমাদের প্রিয় রাসূল (সা.) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে সাহায্যের জন্য বক্তৃতা করতেন।

এটি বড়ই লক্ষ্যনীয় বিষয়। প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্ প্রেরিতগণ মানুষের কাছে সাহায্য চান না। বরং **'মান আনসারী ইলাল্লাহে'** বলে তাঁরা সে সব ঐশী সাহায্যকে স্বাগত জানাতে চান এবং অত্যন্ত উচ্ছসিত আবেগে আপুত হয়ে ঐশী সাহায্য অন্বেষণ করেন। নির্বোধ লোকেরা মনে করে তাঁরা (নবীরা) মানুষের সাহায্য চান। বরং এভাবে সেই মর্যদাপূর্ণ অবস্থানে থেকে কোন কোন হৃদয়ের জন্য সাহায্য এবং কল্যাণ ও রহমতের কারণ হন।

সূতরাং আল্লাহ্ প্রেরিতগণ যে সাহায্যের আবেদন করেন এটাই হল সেই রহস্য এবং এটা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য নবীগণ অন্যদের কাছে কেন সাহায্য চান? নিজ কর্তব্য পালনের খাতিরে মানুষের মনে যেন খোদার মহিমা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। নয়তো একথা তো প্রায় কাফের বানানোর পর্যায়ে পরে যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো প্রতি ভরসা কর। সেই শ্রেণীর পবিত্র আত্মার ক্ষেত্রে এটি সম্ভব নয়। (মালফুযাত, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১২-১৪)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, দোয়ার উদাহরণ একটি সুপেয় পানির ঝর্ণার মত যার কিনারায় সে বসে আছে। সে যখন ইচ্ছা সেই ঝর্ণার পানি দিয়ে নিজকে সিক্ত করতে পারে। মাছ যেভাবে পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না। একই ভাবে একজন মুমিনের জন্য সেই পানি হল তার দোয়া যাকে বাদ দিয়ে সে বাঁচতে পারে না। দোয়ার সঠিক সময় নামায, যার মাঝে মুমিন আনন্দ অনুভব করে। এটি এমন আনন্দ যে, কোন পাপীর সবচেয়ে আনন্দপ্রদ পাপকর্মও এর কাছে তুচ্ছ।

দোয়ার মাধ্যমে সবচেয়ে বড় যে জিনিসটি লাভ হয় তা হল আল্লাহ্‌র নৈকট্য। দোয়ার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্‌র খুব কাছে চলে যায় এবং তিনি তাকে নিজের দিকে আকর্ষন করেন। যখন কোন মুমিন দোয়ার মাঝে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়, সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতি সদয় হন এবং তিনি তার অভিভাবক হয়ে যান। মানুষ যদি নিজ জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তবে সে দেখবে, আল্লাহ্ যার অভিভাবক না হন তার জীবনধারন প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়। একটু চিন্তা করে দেখুন, মানুষ যখন সাবালক হয়, নিজের ভাল মন্দ বুঝতে পারে, তখন বিভিন্ন রকম ব্যর্থতা, বিভিন্ন প্রকার পরাজয় ও বিপদাপদ শুরু হয়ে যায় এবং সে এসব থেকে মুক্তি পেতে বহু চেষ্টা প্রচেষ্টা করতে থাকে।

সম্পদ, প্রশাসন ও নানা ধরনের চালাকীর মাধ্যমে সে চেষ্টা করতে থাকে। (পৃথিবীতে যখন বিভিন্ন ধরনের বিপদাপদ আসতে শুরু করে তখন সে কত কি না করে! ধনদৌলত থাকলে তা সে কাজে লাগায়, বড় কোন কর্মকর্তার সাথে তার সম্পর্ক থাকলে সে তা কাজে লাগায় অথবা বিভিন্ন ধরনের চেষ্টা প্রচেষ্টা, ধোকাবাজি বা অন্য কোন উপায়ে) সে বাঁচার পথ খুঁজে। কিন্তু তার জন্য সফলতা খুব কঠিন হয়ে যায়। অনেক সময় সেই তিক্ত কর্মের পরিনামে আত্মহত্যাও ঘটে যায়। এখন যদি সংসারে ডুবে থাকা এসব মানুষের দুঃখ কষ্ট ও দুর্দশার তুলনা আহলুল্লাহ্ (আল্লাহ্ ওয়ালা) বা আম্বিয়ায়ে কেরামের বিপদাপদের সাথে করা হয় তবে আম্বিয়া কেরামের বিপদাপদ বা সংকট সংসারে বিভোর সেই মানুষের তুলানায় খুবই তুচ্ছ।

আম্বিয়া কেরামের বিপদাপদ ও কষ্ট কাঠিন্য তাঁদেরকে দুঃখে ভারাক্রান্ত করে না। (আম্বিয়া বা আউলিয়া কেরামের উপর বিপদাবলী আপতিত হয়, কিন্তু তাঁরা সে বিপদাদের ফলে মর্মাহত হন না।) তাঁদের আনন্দের অবস্থাকে নষ্ট করতে পারে না। কেননা তাঁরা দোয়ার মাধ্যমে খোদার সহায়তা ও আশ্রয়ে জীবনযাপন করেন।

দেখ! যদি শাসন ক্ষমতার অধিকারী কোন ব্যক্তির সাথে কারো সুসম্পর্ক থেকে থাকে যিনি বিপদের সময় তাকে সাহায্য করতে পারেন তবে এমন ব্যক্তি সাধারনত বিপদের সময় তত বেশি কষ্ট বা ভয় পাবে না, বিশেষ করে সেই শাসন ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তির হাতে যদি তার বিপদ দূর করার মত সুযোগ থাকে। অতএব একজন মুমিন যার সম্পর্ক আহকামুল হাকেমিন আল্লাহ্‌র সাথে, সে কেন বিপদের সময় দুশ্চিন্তা গ্রস্থ হবে? আম্বিয়া কেরামের ওপর যে ধরনের মহাসংকট আপতিত হয়- তার দশ ভাগের এক ভাগ বিপদও যদি অন্যদের ওপর আপতিত হয় তবে সে তার বেঁচে থাকার শক্তিই হারিয়ে ফেলবে। তাঁরা যখন পৃথিবীতে সমাজ সংস্কারের জন্য আবির্ভূত হন তখন দুনিয়ার সবাই তার শত্রু হয়ে যায়, লাখ লাখ মানুষ তার রক্ত পিপাসু হয়ে ওঠে। কিন্তু এমন ভয়ংকর শত্রুও তার শান্তিকে বাঁধাগ্রস্থ করতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তির একজন শত্রুও থাকে তবে সে নিজেকে এক মুহূর্তের জন্যও নিরাপদ মনে করে না। অথচ নবী (আ.)গণের শত্রু তো পুরো দেশ জুড়ে থাকে অথচ তাঁরা শান্তিতে বসবাস করেন।

সকল প্রকার তিক্ত ও যন্ত্রনাদায়ক পরিস্থিতির বিপরীতে তারা শান্ত থেকে সহ্য করে চলেন। তাঁদের এই সহনশীলতাও এক প্রকার মোজেযা বা কারামতস্বরূপ। নবী করীম (সা.)-এর দৃঢ় ও অবিচল অবস্থানই তো তাঁর লাখ লাখ নিদর্শনের মধ্যে বড় নিদর্শন। পুরো জাতি এক দিকে একত্রিত হয়ে বলল, জাগতিক সম্পদ, রাজত্ব, প্রভাব প্রতিপত্তি, সুন্দরী রমনীর সাথে বিয়ে ইত্যাদি যা চাও তাই দেয়া হবে– কিন্তু কলেমা **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"** বলা থেকে বিরত থাক। কিন্তু এসব কিছু বাদ দিয়ে মহানবী (সা.) বললেন, আমি তো নিজ থেকে কিছু বলছি না, আল্লাহ্‌র নির্দেশে বলছি। যদি নিজ থেকে বলতাম তবে তোমাদের প্রস্তাব মেনে নিতে পারতাম। কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করতে পারি না। এরপর যে অসহনীয় নির্যাতন সহ্যকরে যাওয়া– এ তো সাধ্যাতীত মোজেযা, যা তিনি দেখিয়েছিলেন। এত ধৈর্য্যশক্তি তো সেই দোয়ার ফল ছিল যা একজন মুমিন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পেয়ে থাকে। এমন মানুষের হৃদয়গ্রাহি দোয়া তো অনেক সময় রক্তপিপাসু খুনিদের প্রাণবিনাশী আক্রমনকেও ব্যর্থ করে।

নিশ্চয় আপনারা নবী করীম (সা.) কে হত্যার উদ্দেশ্যে হযরত ওমর (রা.)-এর যাত্রার ঘটনা শুনেছেন। আবু জেহেল একধরণের বিজ্ঞাপন দিয়ে রেখেছিল, 'যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করবে তাকে বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত ওমর (রা.) আবু জেহেলের সাথে চুক্তি করেছিলেন এবং নবী করীম (সা.)-কে হত্যার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। কোন সুবিধাজনক সময়ের অপেক্ষা করছিলেন। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন, হুযুর (সা.) মধ্যরাতে কা'বা গৃহে নামায পড়তে আসেন। একদিন সন্ধ্যার পর ওমর (রা.) কা'বা গৃহে ওৎ

পেতে রইলেন।

মধ্যরাতে জঙ্গল থেকে **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"** ধ্বনি শুনতে পেলেন। হযরত ওমর (রা.) ভেবেছিলেন, মহানবী (সা.) সিজদারত হলে তাঁকে হত্যা করবেন। মহানবী (সা.) হৃদয় বিদারক দোয়া শুরু করেছিলেন। সিজদারত অবস্থায় তিনি (সা.) এমন ভাবে আল্লাহ্‌র হামদ(প্রশংসা) ও যিকরে এলাহি করছিলেন যে, ওমরের হৃদয় গলে গেল। তাঁর সকল সাহস হারিয়ে গেল, হত্যার জন্য উদ্ধ্যত হাত থেমে গেল। নামায শেষে মুহাম্মদ (সা.) বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, পিছনে পিছনে ওমর (রা.)। নবী করীম (সা.) সাড়া পেয়ে জিজ্ঞাসা করে জানলেন, পিছনে হযরত ওমর (রা.)। হুযূর (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আমার পিছু ছাড়বে কি না? বদ-দোয়ার ভয়ে ওমর (রা.) বলে উঠলেন, আপনাকে হত্যার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেছি, দয়া করে আমার বিরুদ্ধে বদদোয়া করবেন না। পরবর্তিতে হযরত ওমর (রা.) বলতেন, এ ছিল প্রথম রাত, যখন আমার মনে ইসলামের প্রতি ভালবাসা জেগেছিল।

(মালফুযাত, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৯-৬১)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কথা প্রসঙ্গে বললেন, আমাদের বিরোধিতা কেবলই বিরোধিতা বশতঃ। সব বিষয়ে তারা আমাদের কথার বিপরীতে অভিযোগ করে। কারণ তাদের অন্তরে দুষ্টামি। ফলে চারিদিকে অন্ধকার দেখে। নির্বোধেরা বলে, তিনি নিজ অবস্থানে বসে আছেন কিছু করেন না। কিন্তু ভেবে দেখে না যে মসীহ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে কোথাও লেখা নেই, তিনি যুদ্ধ করবেন বরং লেখা আছে মসীহ্‌র নিঃশ্বাসে কাফের মারা পড়বে। অর্থাৎ তিনি দোয়ার মাধ্যমে সমস্ত কাজ সম্পাদন করবেন। আমি যদি জানতাম, আমার বাইরে ঘুরে বেড়ালে, শহরে ঘুরে বেড়ালে মানুষের উপকার হবে তবে আমি এক মুহূর্তও এখানে বসতাম না। কিন্তু আমি জানি বাইরে ঘুরে বেড়ালে জুতা ক্ষয় ছাড়া আর কোন লাভ নেই। আমরা যা অর্জন করতে চাই তা কেবল দোয়ার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। দোয়ার মধ্যে অনেক শক্তি আছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, একবার এক বাদশাহ্ এক দেশের উপর আক্রমনের জন্য যাত্রা করে। রাস্তায় এক ফকির বাদশাহ্‌র ঘোড়ার লাগাম ধরে বলেন, সামনে এগুলে আমি তোমার সাথে যুদ্ধ করব। বাদশাহ্ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমার মত সহায়-সম্বলহীন মানুষ আমার সাথে যুদ্ধ করবে কিভাবে? ফকির উত্তর দেন, আমি ভোর রাতের দোয়ার অস্ত্র দিয়ে তোমার সাথে যুদ্ধ করব। বাদশাহ্ বলে, আমি তোমার সাথে লড়তে পারব না- এই বলে সে ফিরে চলে যায়। মোটকথা দোয়ার মধ্যে আল্লাহ্ অনেক শক্তি রেখেছেন।

আল্লাহ্ তাআলা ইলহামের মাধ্যমে আমাকে বার বার বলেছেন, যা কিছু হবে দোয়ার মাধ্যমে হবে। আমাদের আসল অস্ত্রই হল দোয়া। এ ছাড়া আমাদের কাছে আর কোন অস্ত্র নেই। গোপনে আমরা যা কিছু প্রার্থনা করি সেটাই আল্লাহ্ প্রকাশ করে দেন। ইতোপূর্বেও নবীদের যুগে আল্লাহ্ কোন কোন বিরোধীকে নবীর মাধ্যমে শাস্তি দিয়েছেন। আল্লাহ্ জানেন আমরা খুবই হীনবল এবং অমাদের দুর্বলতা অনেক। তাই তিনি আমাদের সমস্ত কাজ নিজ হাতে নিয়ে নিয়েছেন। কাঠমোল্লা ও শুষ্ক দার্শনিকরা বোঝে না ইসলামই এখন একমাত্র পথ।

আমাদের জন্য যদি যুদ্ধের পথ খোলা থাকত তবে সমস্ত উপকরণও পাওয়া যেত। আমাদের দোয়াগুলো এক কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছালে মিথ্যাবাদীরা নিজে নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে। অজ্ঞ শত্রুদের অন্তর কালিমা যুক্ত। তারা বলে খাওয়া দাওয়া আর ঘুমানো ছাড়া তাদের আর কোন কাজ নেই। কিন্তু আমাদের কাছে দোয়া ছাড়া আর কোন ধারালো অস্ত্র নেই। যে বুঝে, আল্লাহ্ তাআলা আজ যে কোন ভাবে ইসলামের উন্নতি করতে চান, সে ভাগ্যবান। (মালফুযাত, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৭-২৮)

আজ আমি আপনাদের সামনে দোয়ার কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরেছি। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকেও দোয়ার বিষয়টি বুঝার তৌফিক দান করুন। সদা সর্বদা আমাদের সামনে খোদা অবস্থান করুন। স্বাচ্ছন্দ্য ও কঠিন উভয় সময়েই যেন আমরা খোদার সামনে অবনত মস্তকে দোয়ায় রত থাকি এবং দোয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর হতে বয়আতের ফলে যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য আমাদের ওপর ন্যাস্ত হয়েছে তা যেন আমরা বুঝতে পারি। এখন যেন আমরা আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করি। আল্লাহ্ আমাদের তৌফিক দান করুন। আমরা যেন আমাদের ধর্মকে সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে থাকি আর এজন্য দোয়াও করতে থাকি। বর্তমানে যখন বিরোধিরা আমাদের ওপর জোরালো আক্রমন চালাচ্ছে তখন জামা'তের নিরাপত্তার জন্য আমাদের অনেক বেশি দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ তাআলা যেন শত্রুদের আক্রমণকে তাদের ওপরেই উল্টে দেন এবং আমাদের জামা'তের হেফাযত করেন।

اللهم انا نجعلك في نحورهم
و نعوذبك من شرورهم

হে আল্লাহ্! আমরা তোমাকে বিরোধিদের সামনে রাখছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

رب اني مظلوم فانتصر

হে আমাদের প্রভু! আমরা বড় অত্যাচারিত, তুমি আমাদের পক্ষথেকে প্রতিশোধ গ্রহন কর।

رب كل شيء خادمك رب فاحفظني
و انصرني و ارحمني

হে আমাদের প্রভু! প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেকটি জিনিস তোমার আজ্ঞাবহ। সুতরাং তুমি আমাকে নিরাপদ কর, আমাকে সাহায্য কর, আমাকে হেফাযতে রাখ এবং আমার প্রতি দয়া কর।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর একটি বিশেষ দোয়া হল-

رب توفني مسلما و
الحقني بالصالحين

হে আমার প্রভু! আমাকে মুসলমান করে মৃত্যু দাও এবং পুণ্যবানদের সাথে শামিল কর।

আমরা সর্বদা সালেহীন বা পুণ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত হতে থাকি। আল্লাহ্ আমাদের দোয়া কবুল করুন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রদর্শিত পথে আমাদেরকে পরিচালিত করুন, যে পথে তিনি (আ.) আমাদেরকে দেখতে চেয়েছেন।

অনুবাদ :

মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।

[পূণর্মুদ্রিত]

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

PRESS RELEASE **20th May 2013**

In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Al Islam

Love for All, Hatred for None.

Muslim leader says first 'Charter for the Protection of Religion and Religious Rights' found in Quran

Hazrat Mirza Masroor Ahmad addresses Reception marking opening of the Baitur Rahman Mosque in Vancouver

On 18 May 2013, the Worldwide Head of the Ahmadiyya Muslim Jamaat and Fifth Khalifa, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, addressed a Special Reception held to celebrate the opening of the Baitur Rahman Mosque in Vancouver, Canada.

During his address, Hazrat Mirza Masroor Ahmad reassured the audience that they had no reason to fear Ahmadiyya Mosques because they were built only for the worship of God and for the sake of serving humanity.

Speaking about the new Mosque, Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

"I would like to proclaim and declare that this Mosque will prove to be a source of spreading love, affection, peace and brotherhood for all people irrespective of whether they are Ahmadi or non-Ahmadi or whether they are Muslim or non-Muslim. The doors of our Mosque will always be open to the people of all religions, because this Mosque is a means of manifesting God's Grace, Mercy, Love and Compassion for mankind."

The Khalifa also addressed the issue of Jihad by explaining that when permission for defensive war was given to the early Muslims, it was given as a means to protect *all* religions and *all* places of worship.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

"In essence, it can be said that the first

ever 'Charter for the Protection of Religion and Religious Rights' is found in the Holy Quran and it has been associated directly to the Mosque. In other words, whenever a new Mosque is built, a new chapter for religious freedom is opened."

The world leader also used his address to congratulate the Canadian Government for recently opening an 'Office of Religious Freedom'.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

"In my view, the Government deserves praise and congratulations for opening a designated 'Office of Religious Freedom'. We fully support the Government of Canada in this endeavour. We will fully cooperate with them in every possible effort to establish religious freedom throughout the world."

Prior to the keynote address a range of politicians and dignitaries also took to the stage.

Kerry-Lynne Findlay, Associate Minister for Defence, read out a message on behalf of Prime Minister Stephen Harper congratulating the Ahmadiyya Muslim Jamaat on the opening of the new Mosque.

Dr Andrew Bennett, Ambassador of Canada's Office of Religious Freedom said he was amazed "***by the message of the Ahmadiyya Muslim Jamaat and its commitment to Love for All, Hatred for None.***"

Lois Jackson, Mayor of the Corporation of Delta said the Mosque had become "***an instant landmark***". She said it was "***a great honour to have Hazrat Mirza Masroor Ahmad in the city.***"

Mobina Jaffer, Senator from British Columbia read out a message from Justin Trudeau, leader of Canada's Liberal Party in which he called the Mosque "***a welcome addition***"to British Colombia and Canada at large.

Judy Sgro, Member of Parliament, said the fact that so many dignitaries were in attendance illustrated ***"the love and respect we all hold for the Ahmadiyya Muslim Community."*** She said the Ahmadiyya Community was ***"an example for the entire world.***

Jinny Sims, Member of Parliament, said that if the Ahmadi motto of 'Love for All, Hatred for None' was adopted by all ***"the world will be a better place".***

Jim Karygiannis, Member of Parliament, said that the persecution faced by the Ahmadiyya Muslim Jamaat ***"should not be forgotten."*** He said it was imperative that all parties worked together to ensure religious freedom for all people.

Rob Norris, Member of Legislative Assembly, said he was "***humbled and honoured to take part in the celebration.***" He said that the Ahmadiyya Muslim Jamaat "***enriches our entire country***".

Manmeet Bhullar, Member of Legislative Assembly, said meeting Hazrat Mirza Masroor Ahmad marked a "***profound moment***" in his life. In a message to the Ahmadiyya Community he said "***we are with you, just as you are with us.***"

Marilyn Iafrate, Councillor City of Vaughan, said the local community was "***very blessed***" to have Ahmadi Muslims amongst them. She said the Ahmadiyya Muslim Jamaat was "***totally devoted to giving back to their community."***

Ron Starr, Councillor City of Mississauga, announced that his Council had decided to recognise May 18 as "*Ahmadiyya Day*". He said that in Ahmadi Mosques there is "***peace, hope and a recognition that by working together will make the world a better place.***"

Prior to the event, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, answered questions during a 30minute press conference.

Amongst the media outlets included were 'CBC', 'CTV', 'Global TV' as well as 'The Province' and 'Vancouver Sun' newspapers.

Press Secretary AMJ International

আহমদীয়া খিলাফত
অশান্ত-অস্থির পৃথিবীর মুক্তির দিশারী

ভাষান্তর ঃ *মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্*

[আহমদীয়া খিলাফতের শত-বার্ষিকী জুবিলী-উৎসব উদযাপনের ধারাবাহিকতায় কানাডার অন্টারিও রাজ্যের মারখাম নগরস্থ হিলটন কনফারেন্স সেন্টার-এ ২৫ জুন ২০০৮ এক নৈশ-ভোজসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সেদেশের অন্টারিও রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রী Hon. Dalton McGuinty, কেন্দ্রীয়-সরকারের Multiculturalism & Canadian Identity বিষয়ক সেক্রেটারী অব ষ্টেট Hon. Jason Kenny সহ বহু গণ্যমান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অশান্ত ও অস্থির এ পৃথিবীতে শান্তি ও স্বস্তি প্রতিষ্ঠার পথ নির্দেশ দান করে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) সেই ভোজ সভায় যে অমূল্য ঐতিহাসিক-ভাষণ দান করেছেন, নিম্নে তা পত্রস্থ করা হলো]

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

(পরম করুণাময় ও বার বার কৃপাকারী আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি)

সম্মানিত ভদ্র-মহোদয় ও বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, *আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু*

আপনাদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার শান্তি ও আশিস বর্ষিত হোক।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

সর্বপ্রথম আমি আমাদের সম্মানিত-অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, তারা আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন আর বহু কষ্ট স্বীকার করে আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন। আমি জানি, সাপ্তাহিক কর্মদিবসের এ দিনটিতে এখানে এসে আমাদের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়াটা আপনাদের জন্য বেশ কষ্টকর হয়েছে বটে, তবে এটি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, আপনারা মানবতার সেবায় বিশেষভাবে উজ্জীবিত এবং আপনারা উন্নত-মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। অতএব, এটাই সঠিক যে, এমন সমুন্নত-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের প্রতি অবশ্যই আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

এই অনুষ্ঠানের বিশেষ তাৎপর্য

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কানাডার জলসা উপলক্ষ্যে এর পূর্বেও আমি দু'বার এখানে এসেছি। তখন আপনাদের কারো কারো সাথে আমার সাক্ষাৎও হয়েছে। যা হোক, আজ যে অনুষ্ঠান উদযাপিত হচ্ছে ইতোপূর্বে তা কখনো হয়নি। আজও আমি সেই সুধী বৃন্দকে সম্বোধন করে সরাসরি বক্তব্য রাখছি, যারা জামা'তের প্রতি সহমর্মিতা রাখেন বা জামা'তের সদস্যদের সাথে যাদের ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা সাহচর্য রয়েছে। এছাড়া আজকের এই অনুষ্ঠানে এমন গণ্যমান্য নেতৃবৃন্দ রয়েছেন, যাদের সাথে জামা'তের পূর্বে কোন পরিচয় ঘটেনি। আপনারা জানেন, স্থানীয়-প্রশাসন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। কারণ, জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার ইন্তেকালের পর এই জামা'ত–২০০৮ এ খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার শত বার্ষিকী উদযাপন করছে।

খিলাফত ঃ ইসলাম – আহমদীয়া

স্থলাভিষিক্ত হওয়ার নাম খিলাফত। এরই কারণে আমরা খিলাফত শত-বার্ষিকী উদযাপন করছি। যেমনটি আমি এই মাত্র বললাম। আপনাদের মাঝে এমন অনেকেই আছেন জামা'তের সাথে যাদের সম্পর্ক রয়েছে, তারা আহমদীয়াত সম্পর্কে উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ইসলামের অন্তর্ভুক্ত, যারা মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আবির্ভূত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত জামা'তের সদস্য। তারা ইসলামী-শিক্ষা ও আদর্শ মান্যকারী এক জামা'ত।

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মিশন

মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভূত হওয়া নির্ধারিত। তিনি মুসলমান এবং অ-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে তাদের প্রকৃত-স্রষ্টা সম্পর্কে সতর্ক করে তাদের মাঝে এমন পবিত্র-পরিবর্তন সাধন করবেন যে, তারা তাদের প্রকৃত-স্রষ্টার সমীপে সেজদাবনত হয়ে পড়বে।

কালের পরিক্রমায় মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের শিক্ষা ও নীতিমালা অনুধাবনে সুনির্দিষ্ট দূর্বলতা ও বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে, যা নিরসন করা জরুরী।

আবার পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও নীতিমালার বিরুদ্ধে আপত্তিকর চক্রান্তের যে জট পাকানো হচ্ছে, তা থেকেও একে (ইসলাম) রক্ষা করা আবশ্যক।

স্রষ্টার প্রতি বিশ্বস্ততা আর মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা

সামগ্রিকভাবে মানবজাতির অধিকার সম্পর্কে মানুষকে সজাগ করা প্রয়োজন। প্রেম-প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব আর শান্তি ও সম্প্রীতির এক পরিমন্ডল বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। অন্য কথায়, মহান আল্লাহ্ তাআলার প্রতি বিশ্বস্ততার হক আদায়ে এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি দায়বদ্ধ-আচরণের মাধ্যমে এ বিশ্ব এক স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত হতে পারে।

আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে যারা ততটা অবহিত নন এবং ইসলামের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে যারা এর নির্মূল হওয়ার বাসনা অন্তরে পুষছেন, তাদের ভুল-ধারণা দূর করতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সংক্ষিপ্ত এই পরিচিতি ও বিশ্লেষণটুকু তুলে ধরা হলো।

কতিপয় মুসলমানের ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন

ইসলামের নাম নিলে অবশ্য এ-যুগে স্বাভাবিক ভাবেই ভয়-ভীতিকর এক চিত্র সাধারণভাবেই

ফুটে ওঠে। ভীত-শঙ্কিত হয়ে পড়ে যারা, এ দোষ তাদের নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে তথাকথিত কিছু ইসলামী-দল এবং তাদের সহযোগী অন্যান্যরা ইসলামকে এমন ভাবে কালিমাযুক্ত করেছে, যেন এটা এক অসভ্য-অশালীন, বর্বর ও চরমপন্থী, বিদ্রোহী ও বিদ্বেষপরায়ণ, মারমূখী এক ধর্ম। ইসলামের নাম শুনলেই তরবারীর ঝন-ঝনানী, বোমাবাজি আর আত্মঘাতি-হামলার এক ছাপ মানুষের হৃদয়পটে ভেসে ওঠে।

ধর্মে জোর-জবরদস্তি নেই

'জোর-জবরদস্তি কোনক্রমেই নয়'-এটা প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্বই মুহাম্মদী মসীহ্ (আ.)-এর ওপর ন্যস্ত। তাঁর খিলাফত সেই কাজটিই সম্পন্ন করবে–তবে বল প্রয়োগে নয় বরং সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির দ্বারা মানুষের হৃদয় জয় করার মাধ্যমে। বল প্রয়োগ করলে অন্যের অধিকার যেমন দেয়া যায় না, তেমনি আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য-লাভও এর দ্বারা সম্ভব নয়। ধর্মে বল প্রয়োগ না করতে পবিত্র কুরআন সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। যেমন সূরা বাকারার ২৫৭ নং আয়াতে রয়েছে 'ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নেই'।

সৌহার্দ্যপূর্ণ এই শিক্ষা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা বিশদ-ভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন সুস্পষ্ট করে নির্দেশ দিয়েছে যে, ধর্ম-বিশ্বাসের বিস্তার ঘটাতে তরবারী ধারণ করো না, বরং ধর্ম-বিশ্বাসের অনুপম বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সুন্দর-শিক্ষা প্রত্যেকেরই উপস্থাপন করা উচিত, যাতে তার অনুকরণীয় উত্তম-আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে অন্যরাও তা গ্রহণ করে নেয়।

মহানবী (সা.) যুদ্ধ কেন করেছিলেন?

কোনক্রমেই এ ধারনার উদ্রেক করবেন না যে, ইসলাম-প্রচারে তরবারী প্রয়োগের নির্দেশ রয়েছে। ধর্ম- বিশ্বাসের বিস্তার ঘটাতে নিশ্চিত ভাবেই তরবারী ব্যবহৃত হয়নি। শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়েছিল, এটাই সত্য-ঈমানের বিষয়ে বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে অবশ্যই এটি (তরবারী) কখনও ব্যবহৃত হয়নি। কারণ, ঈমানী-বিষয়গুলো তো মানব-হৃদয়ের সাথে সম্পর্কিত। ধর্মের টানে নিজেকে উৎসর্গ করতে হয়। মক্কার প্রথম তের বছর মুসলমানদের জীবন উৎসর্গ করতে হয়েছে। এমনকি, মদীনায় হিজরত করার পরও শত্রুরা তাদের ওপর চড়াও হলে সম্পূর্ণ অসজ্জিত অবস্থায় থেকেও তাদেরকে ফিরতি-যুদ্ধ করতে হয়েছে।

চাপ প্রয়োগে মুসলমান হলে কেউ কী এমন কুরবানী করতে পারে? বরং হওয়া তো উচিত ছিল এমন– যে ব্যক্তি চাপে পড়ে মুসলমান হয়েছে, ইসলাম আক্রান্ত হলে সে মহা-আনন্দিত হবে, সে ভাববে, ভালই হয়েছে, তাকে উদ্ধারের জন্য কেউ না কেউ এসে গেছে। যেহেতু তাদের কুরবানী সমূহ সাক্ষ্য দিচ্ছে–

যে-কেউই মুসলমান হচ্ছে, সে সর্বান্তকরনেই ইসলাম গ্রহণ করছে। এজন্য যদি সে যুদ্ধও করে, তা-ও এক বিশেষ-উদ্দেশ্যের জন্যই করে।

এবারে সেই উদ্দেশ্যসমূহ কী?

'ইসলাম' অর্থ যদি শান্তি-ই হবে, তবে মুসলমানরা যুদ্ধ করেছে কেন?

প্রথম উদ্দেশ্য ছিল-আত্মরক্ষা করা। শত্রুরা সর্বদা উত্যক্ত করেছে, করেছে আগ্রাসী-আক্রমণ, আর মুসলমানরা আত্মরক্ষা করতে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল– নিরস্ত্র মুসলমানদেরকে যখন অবলীলায় পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হচ্ছিল, তখন অহেতুক এই রক্তপাত ঠেকাতে এবং নির্মম নিষ্ঠুরতার শাস্তি দিতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আরবদের রীতি ছিল এটা, আর শান্তি বজায় রাখতে এর অবশ্য প্রয়োজনও ছিল–এবং সে ধারা আজও সর্বত্র স্বীকৃত।

তৃতীয়ত, যুদ্ধ করা হলে তা করা হবে বিরোধীদের দুর্বল করতে, কেননা তারা একত্রিত হচ্ছে মুসলমানদেরকে নির্মূল করতে, শুধু এ কারণে যে, তারা এক-আল্লাহর ইবাদত করে। এ অবস্থায় যুদ্ধ করা না হলে কাফিররা একজন মুসলমানকেও বাঁচতে দিবে না। মহান আল্লাহ্ তাআলা যথার্থই বলেছেন, 'ঠেকানো না হলে তারা মঠ, মন্দির, গির্জা, সিনেগগ এবং মসজিদগুলোকে ধূলিস্যাৎ করবে আর নির্মম নিষ্ঠুরতা ক্রমেই বেড়ে চলবে।'

মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে যুদ্ধের প্রয়োজন কখনও ছিল না

ইতিহাস এই সাক্ষ্যই বহন করছে যে, মুসলমানরা কোন যুদ্ধে জড়িয়ে গেলেও কোন একজনকেও মুসলমান হতে কখনও বাধ্য করা হয়নি। প্রত্যেক ব্যক্তিরই ইবাদতের স্বাধীনতা আছে। যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে মহানবী (সা.) সুনির্দিষ্ট করে বলে দিতেন যে, "বয়োবৃদ্ধদের, নারীদের এবং শিশুদের অনিষ্ট করবে না, আর উপসনালয়ের ক্ষতি সাধন করবে না।" এমনকি বৃক্ষরাজি পর্যন্ত তিনি কর্তন করতে নিষেধ করেছেন।

মুসলমান দেশগুলোতে খ্রীষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা যাতে তাদের অধিকার সঠিকভাবে ভোগ করতে পারে, সেজন্য অমুসলমানদের থেকে 'জিজিয়া'–'নিরাপত্তা ঝুকি কর' নেয়া হতো। আর কারও যদি তা দেয়ার সামর্থ না থাকতো, তবে তা আদায় করা থেকে তাকে অব্যাহতিও দেয়া হতো।

মহানবী (সা.)-এর দ্বিতীয়-খলীফা হযরত ওমর (রা.) এর যুগে অজ্ঞাত এক খুনী, ইহুদী এক ব্যক্তিকে হত্যা করলে হযরত ওমর (রা.) খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তাই, তিনি (রা.) সবাইকে মসজিদে-নববীতে ডেকে একত্রিত করলেন এবং খোদাভীতির কথা স্মরণ করিয়ে খুনীর ব্যাপারে অনুসন্ধান করলেন।

এতে উপস্থিত মুসলমানদের একজন সেই হত্যাকান্ডের দায় স্বীকার করে নিল। অবশেষে সেই ইহুদী পরিবারের সম্মতিতে খুনের মুক্তিপণ আদায় করে সেই খুনী অব্যাহতি পায়।

ইসলামে মুসলমান ও অমুসলমানের সম-অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে

গুটি কয়েক ঘটনা মাত্র, যা আমি বর্ণনা করলাম, তবে সেগুলো প্রমাণিত-সাক্ষ্য বিশেষ যে, ইসলাম শত্রুদের সাথেও দয়ার্দ্র আচরণ করে, তা শান্তিকালীন সময়েই হোক বা যুদ্ধাবস্থায়-ই হোক। সর্বাবস্থায় ইসলাম অমুসলমানদের অধিকার মর্যাদার সাথে সংরক্ষণ করে।

ইসলামে বল প্রয়োগ করা হলে, মহানবী (সা.) বা তাঁর (সা.) খলীফাগণের যুগে সংঘটিত এমন দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যেতো না।

আহমদীয়া ইসলামের শিক্ষা হলো– ভালবাসার শিক্ষা, শান্তিদানের শিক্ষা

ইসলাম একটি সন্ত্রাসী-ধর্ম–এ অপবাদ নিরসণ করতেই এ ইতিহাস তুলে ধরা হলো। মহান এসব শিক্ষা কার্যকর করতে আর তা ছড়িয়ে দিতে অবিরাম প্রচেষ্টায় রত থাকতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে তাগিদ-পূর্ণ নির্দেশ দান করেছেন। বর্ণিত উদ্ধৃতিসমূহ, যা আমি শুধু পাঠ করেছি, কেবলমাত্র সেই ইসলাম বা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তই মান্য করে, যা হলো প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ও সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির ইসলাম, শান্তি ও নিরাপত্তা দানের প্রত্যয়ী বাণীতে সমৃদ্ধ ইসলাম।

আমি এখন পবিত্র কুরআন থেকে কয়েকটি নির্দেশনা উপস্থাপন করছি, যা সমাজে নির্বিঘ্ন-শান্তি বিরাজমান রাখার পথ-নির্দেশ দেয়।

ইসলাম একটি যুদ্ধংদেহী ধর্ম-এটি অপবাদ ও সর্বৈব-মিথ্যা। বাস্তবতা হলো, কী পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছিল, যখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্

‘জোর-জবরদস্তি কোনক্রমেই নয়’-এটা প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্বই মুহাম্মদী মসীহ্ (আ.)-এর ওপর ন্যস্ত। তাঁর খিলাফত সেই কাজটিই সম্পন্ন করবে–তবে বল প্রয়োগে নয় বরং সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির দ্বারা মানুষের হৃদয় জয় করার মাধ্যমে। বল প্রয়োগ করলে অন্যের অধিকার যেমন দেয়া যায় না, তেমনি আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য-লাভও এর দ্বারা সম্ভব নয়।

মুসলমানদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দিলেন? আসুন, আমরা দেখে নিই। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেন, “এবং আল্লাহ্‌র পথে তোমরা ঐ সকল লোকদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, কিন্তু তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না।” (বাকারা ঃ ১৯১)

বিদ্বেষ ছড়ানো ও আক্রমণের অধিকার ইসলামে নেই

চড়াও হওয়া বা আক্রমণ করার অধিকার ইসলামে নেই। ইসলামের বাস্তব-শিক্ষা হলো, কেবল আক্রান্ত হলেই তুমি যুদ্ধ করতে পার। অধিকন্তু, এখানে এ নির্দেশও রয়েছে যে, আক্রমণকারী বা আগ্রাসী হয়ো না, চুক্তি ভঙ্গকারী হয়ো না।

আগ্রাসন বলতে কী বুঝায়?

সে-যুগে ইসলাম-বিরোধীরা পরাজিত-সৈন্যদের দেহ ছিন্ন-ভিন্ন করে বিকৃত করতো, এটা সমর-নীতির পরিপন্থী, জিঘাংসা-মূলক অত্যন্ত গর্হিত এক কর্ম। ইসলামে এটি নিষিদ্ধ। শিশু ও নারীদের হত্যা করাও নিষিদ্ধ। ধর্মীয় নেতাদের–পাদ্রী-পুরোহিত, রাব্বী, প্রমুখদেরকে তাদের উপসনালয়ে হত্যা করা সম্পূর্ণ- অবৈধ। অন্য কথায়, যুদ্ধ কেবলমাত্র সমরক্ষেত্রেই সংঘটিত হতে পারে। অথবা অন্য কোন বিকল্প খুঁজে না পেয়ে যদি শহর বা নগরে যুদ্ধ করতে বাধ্যও হতে হয়, তবুও কেবল তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করা যেতে পারে, যারা বিরোধিতায় আগ-বাড়িয়ে অস্ত্র ধারণ করে আক্রমণ চালিয়েছে।

আত্মঘাতী বোমা-হামলা ইসলাম সমর্থিত বা অনুমোদিত নয়

আমরা আজ এটাই দেখছি যে, সুন্দর-সাবলীল ও সুগঠিত এই সব ইসলামী-শিক্ষার ওপর কোন দলই আমল করছে না। আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীরা শিশু, নারী, বৃদ্ধ, নির্বিশেষে সবাইকে হত্যা করছে, অপরদিকে, আগ্রাসী-বাহিনী, শহর-নগর-বন্দরে বোমা বর্ষণ করছে, গুলি চালাচ্ছে, করছে অতর্কিত-আক্রমণ। তারা নগরগুলোতে ব্যাপক ধ্বংস-যজ্ঞ চালিয়ে নগর-অবকাঠামো সমূলে বিনাশ করছে। এতে নাগরিক অধিকারের কিছুই আর অবশিষ্ট থাকছে না।

পারমাণবিক বোমার দানবীয় আতঙ্ক

প্রতিটি বৃহৎ-শক্তিই এখন পারমাণবিক বিপুল অস্ত্র-সম্ভারের অধিকারী, এমনকী দরিদ্র-দেশগুলো পর্যন্ত অস্ত্রসম্ভার মজুত করণের এই দৌড়ে শামিল হচ্ছে। মানবজাতি একেবারে ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে গেছে, যেখানে কী-না পবিত্র কুরআন আমাদেরকে নিরপরাধ, নিরীহদের কোন ক্ষতি না করার শিক্ষা দেয়, সেখানে পারমাণবিক-বোমার বিস্ফোরণ তাৎক্ষণিকভাবে জান-মালের বিপুল ক্ষতি সাধন করা ছাড়াও শারীরিক প্রতিবন্ধীতা ঘটায়, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলতেই থাকে। সুতরাং এটা তো হত্যা করার চেয়েও জঘন্যতর অপরাধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক বোমা ব্যবহৃত হওয়ার পর মানুষ ভেবেছিল বিশ্ব এমন এক মারাত্মক মারণাস্ত্র বানানো থেকে হয়তো বিরতই থাকবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো–সেসব অস্ত্রের প্রাণ- সংহারী ক্ষমতা বাড়াতে তারা আরও এগিয়ে গেছে। আর নিশ্চিতভাবেই বিশ্ব সামগ্রিক ধ্বংসলীলা সাধনকারী মারণাস্ত্রের উন্নত-সংস্করণ উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে অস্ত্র-প্রতিযোগিতার দৌড়ে ছুটেই চলছে।

যুদ্ধে পরাজিত-শক্তিকে অবশ্যই মর্যাদা দিতে হবে

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাআলা শান্তি প্রতিষ্ঠিত রাখতে বিজিত-জাতির ওপর অযৌক্তিক বাধ্যবাধকতা আরোপ না করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তদুপরি শান্তি-স্থাপনের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে যুদ্ধে অগ্রগামীদের গোলাবর্ষণ অবিলম্বে অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। কোন বাহানা যেন খোঁজা না হয়। আবার এমন শর্ত যেন আরোপ করা না হয়, যা কোন জাতি-সত্তার জন্য অবমাননাকর। কেননা, এমনটি করা হলে তা মারাত্মক-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কোন জাতিকে এভাবে অবদমিত করতে সাময়িকভাবে সমর্থ হওয়া গেলেও এমন সময় অবশ্যই আসে, যখন তাদের আত্মমর্যাদা জাগ্রত হবে আর পুরনো সেই ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ পুনরায় শুরু হবে।

বৈষম্যসূচক এমন শর্ত আগ্রাসী-জাতিই কেবল চাপিয়ে দিতে পারে, যাতে বিজিত জাতিগুলো পুনরায় মাথা চাড়া দিতে না পারে। এভাবে বিজিত-জাতিগুলোর মাঝে এতটা ভীতির সঞ্চার করা হয় যে, তারা বিজয়ীদের অনুমতি ছাড়া আর কোন-একটি পদক্ষেপও গ্রহণ করতে পারে না। ফলে তারা সবাই তাদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

এ সুযোগে বিজয়ী-জাতি বিজিতদের ওপর নজরদারী চালাতে সক্ষম হয়–আর বাস্তবে হয়ও তা-ই। এজন্যই ক্ষমতা দখলের পর আগ্রাসীরা ক্ষমতায় টিকে থাকতে বিজিত-দেশের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় গুপ্তচর বৃত্তি চালায়।

অন্য দেশ বা জাতির সম্পদের প্রতি লালসা করো না

আজকাল আবার ভিন্ন দেশের সহায়-সম্পদ থেকে ক্ষমতাধর কিছু রাষ্ট্র নিজেদের ফায়দা লুটে নেয়ার শক্তি রাখে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, পার্থিব লোভ-লালসা তোমাদের যুদ্ধের কারণ হওয়া উচিত নয়। মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেন, "বিস্ফারিত নয়নে তাদের দিকে তাকাইও না – স্বল্প মেয়াদ-কাল উপভোগ করতে আমরা কতিপয় শ্রেণীকে সুযোগ দিয়ে থাকি' (১৫ ঃ ৮৯)।

মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ শিক্ষা দেন যে, পার্থিব এই সম্পদ ক্ষণস্থায়ী বৈ কিছু নয়। প্রতিনিয়ত তোমরা তা প্রত্যক্ষও করছ। তোমরা যদি তা লাভও করো, তবে এর অবশ্যম্ভাবী-পরিণতি হলো-এই সম্পদ বিলীন হয়ে যায়। আর কেবল বিলীন-ই হয় না, বরং এক আলোড়ন ও নিরন্তর এক অশান্তি পিছনে ছেড়ে যায়। এজন্য বিশ্বে শান্তি-প্রতিষ্ঠায় প্রত্যেক দেশ ও জাতির নিজ-সম্পদের উত্তম-ব্যবহারের মাধ্যমে কল্যাণ লাভে সচেষ্ট হওয়া উচিত। অন্যের বিত্ত-বৈভবের প্রতি লালসার দৃষ্টিতে হাত বাড়ানো মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

ইসলাম–সমরে শান্তিতে

সংক্ষেপে, একজন মুসলমানের যুদ্ধে লিপ্ত হবার অনুমতি নেই, যদি না তা এমন লোকদের বিরুদ্ধে হয়, যারা আল্লাহ্‌র দ্বীন পালনে ও প্রচারে বাধা দেয় অথবা বিশ্বে শান্তি-বিনাশের কারণ হয়। শান্তি বজায় রাখতে এটা অনুপম সৌন্দর্যমন্ডিত শিক্ষা নয় কী?

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে আরও বলেন, "যদি তারা শান্তির দিকে ঝুঁকে তাহলে তুমিও এর দিকে ঝুঁকবে এবং তুমি আল্লাহ্‌র ওপরে নির্ভর করবে" (৮ ঃ ৬২)।

সুতরাং এটা হলো ইসলামী-শিক্ষা। চরমপন্থী মতাদর্শের কোন স্থান এখানে নেই। ইসলামী-শিক্ষার আলোকে খুবই বিশ্বস্ত এক হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদেরকে সর্বদা এই শিক্ষা দিতেন যে, তারা যেন গায়ে পড়ে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে মুখোমুখি-যুদ্ধে লিপ্ত হবার আকাঙ্ক্ষা না করে, সর্বদা তারা যেন আল্লাহ্ তাআলার কাছে শান্তি ও সাহায্য যাচ্না করে। শান্তি প্রতিষ্ঠার অতুলনীয় সুন্দর- শিক্ষা এটি, যার সমকক্ষ কিছু নেই।

সর্বাবস্থায় সবার প্রতি ন্যায় বিচার

ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে মহান আল্লাহ্ তাআলা খুবই মর্যাদাপূর্ণ এক উচ্চমান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মুসলমানরা যাতে সেই গুরুত্বপূর্ণ-দায়িত্ব পালন করতে পারে, সেজন্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায়পরায়ণতার ওপর সাক্ষী হিসেবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও এবং কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদেরকে এই অপরাধ করতে আদৌ প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায়বিচার না কর। তোমরা সুবিচার কর, এটা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী" (৫ ঃ ৯)।

বৈরীতার বিলোপ সাধন করে সামনে এগিয়ে যেতে এবং শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এ শিক্ষা অত্যন্ত ব্যাপক প্রভাব-সম্পন্ন ও ফলপ্রসূ। নিজ আত্মীয়-স্বজন বা আপনজনদের সাথে করা একই ব্যবহার ন্যায়-বিচারের চাহিদা পূরণে শত্রুদের সাথে করাটা নিশ্চয়ই অসম্ভব কঠিন এক কাজ। তবুও ইতিহাস এ সাক্ষ্য বহন করছে যে, সেই আদর্শ ও নমুনাই মহানবী (সা.) স্থাপন করে গেছেন। এমনকী, তিনি (সা.) তাঁর শত্রুদের অভাব-অভিযোগের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন।

মহানবী (সা.) এর মানব-দরদ, ধৈর্য ও সহমর্মিতা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদীনায় হিজরত করার পর মক্কায় একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মুসলমানরা তখন মক্কায় বসবাস করতো। আড়াই বছর ধরে মক্কাবাসী কাফিররা তখন মুসলমানদের খাদ্য ও পানি সরবরাহ নির্মমভাবে বন্ধ করে দিয়েছিল। এত্‌দসত্তেও মহানবী (সা.) মক্কার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত মানুষের জন্য পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী পাঠিয়েছিলেন।

আরেকবারের ঘটনা, আরবের এক গোত্র-প্রধান ইসলাম গ্রহণ করেছিল। সে মক্কায় হজ্জ পালন করতে থাকা কালে তাকে আটক করার পর মারধর করে বন্দী করা হয়। পরে মক্কার কয়েকজন নেতার অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। নির্যাতিত ওই ব্যক্তির গোত্র যে এলাকায় বসবাস করত, সেখান থেকে খাদ্য-শস্য নিয়মিত ভাবে মক্কায় আসতো। মুক্তিপ্রাপ্ত ওই গোত্র-প্রধান স্থির করে যে, মক্কায় আর কোন খাদ্য শস্য পাঠানো হবে না। নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে সেই গোত্র প্রধান মক্কায় খাদ্য-শস্য প্রেরণ পুরোপুরি বন্ধ করে দিল। ফলে মক্কায় খাদ্য-শস্যের ঘাটতি দেখা দিল। মক্কাবাসীরা মহানবী (সা.) এর কাছে এসে বললো, "তাকে নির্দেশ দিন–খাদ্য-শস্য পাঠানো যেন সে বন্ধ না করে।"

মুসলমানদের সাথে মক্কাবাসীরা বৈরী ও শত্রুতামূলক আচরণ করা সত্তেও মহানবী (সা.) বার্তা পাঠালেন যে, সে যেন খাদ্য শস্য প্রেরণ বন্ধ না করে। এটা হল সেই শিক্ষার বাস্তব-প্রতিফলন, যা ঘোষণা করে "কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ন্যায়-পন্থা ভিন্ন অন্য কিছু অবলম্বন করাতে না পারে"। অতএব, এই হলো পবিত্র কুরআনের নীতিমালা, আর এটাই হলো মহানবী (সা.) এর প্রদর্শিত-দৃষ্টান্ত।

সন্ত্রাসবাদ– ইসলামের বিরুদ্ধে কেন এ অভিযোগ

এতসব নমুনা ও আদর্শ বিদ্যমান থাকা সত্তেও আপত্তি হলো–পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.) চরমপন্থা অবলম্বন করা আর সন্ত্রাসী-কর্মকান্ড ঘটানোর শিক্ষাও দেয়। পড়ালেখা জানা সুশীল ও শিক্ষিত সুধীজন হয়েও, এমন কথা কী করে বলতে পারে? ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে উদাসীনতা ও অজ্ঞতাই এমন সমালোচনার কারণ হতে পারে।

ঈর্ষা-পরায়ণ হয়ে বাস্তবে হিংসা-বিদ্বেষ পুষে রাখার জন্য তারা এ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানতে চান না, আর এরাই সেই সব লোক, যারা শান্তি বিঘ্নিত করার কারণ হয়ে থাকেন।

সন্ত্রাসীরা ইসলামকে বিকৃত করে

'ইসলাম' এর প্রকৃত-চেহারা বিকৃত করছে কতিপয় সন্ত্রাসী-দল, আমি এটা মানছি। তাদের সেসব কার্যকলাপ ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী, যদিও তারা ধর্মযুদ্ধের নামে হত্যাযজ্ঞ চালাতে পবিত্র কুরআনের সমর্থনের ধুঁয়া তুলে থাকে। কিন্তু তারা জিহাদের সাথে অখন্ডরূপে একাত্ম যেসব শর্তাবলী রয়েছে, সে বিষয়টি একেবারেই ভুলে যায়।

আত্মঘাতি-হামলা চালানো পবিত্র কুরআন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এর ফলে বেসামরিক জনগণের জানমালের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে যুদ্ধের অনুমতি থাকলেও তা নির্ধারণের দায়িত্ব দেশীয়-সরকার, কতিপয় সংস্থা, গোষ্ঠী বা ব্যক্তি বিশেষের নয়। এজন্য তারা যা করছে, তা জিহাদ নয় বরং সন্ত্রাস।

কোন ধর্মের ক্ষেত্রে বিচার্য-বিষয় হোল সে ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার আমলী-নমুনা আদর্শ

কোন ধর্মের সত্যাসত্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠ-পন্থা এটাই যে, সেই ধর্মের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার প্রদত্ত- শিক্ষা ও আদর্শের নমুনা দেখা উচিত। বহুকাল পর যারা মান্য করেছে, তাদের কার্যকলাপকে বিচারের মানদন্ডের ভিত্তি রূপে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে না।

জিহাদ ঃ ইসলামের প্রকৃত-শিক্ষা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

কথিত জিহাদ এবং সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার কতিপয় শিক্ষা আমি আবারও উপস্থাপন করছি, যা ইতোপূর্বেও বর্ণনা করেছি।

সেই শিক্ষা, যার অংশবিশেষ আমি উল্লেখ করে এসেছি, তা ইসলামেরই প্রকৃত-শিক্ষামালা। বাস্তবে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইসলামের শিক্ষা ও নীতিমালা সমূহ সঠিকরূপে উপস্থাপন করেছেন, যাতে বিশ্ব তার স্রষ্টাকে চিনতে সক্ষম হয় আর পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিমন্ডল সৃষ্টি করে এ পৃথিবীটাকে নৈসর্গিক এক বিশ্বরূপে গড়ে তোলে।

মোল্লারা বৃটিশদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রচারণা চালায়

আপনারা অবগত আছেন যে, ভারতীয় উপমাহাদেশ এক দীর্ঘকাল যাবত বৃটিশ-রাজত্বের শাসনাধীন ছিল।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা মসীহ্ ও ইমাম মাহদী-র দাবী করে এ জামা'ত তখন প্রতিষ্ঠা করেন, যখন বৃটিশ-সরকারের কর্তৃত্ব তুঙ্গে অবস্থান করছিল। ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে বৃটিশ-সরকারের নিয়ন্ত্রণ বলবৎ থাকা সত্তেও মুসলিম জনগোষ্ঠীর এক বড় অংশ বৃটিশ-সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, আর তারা এ জামা'তের বিরুদ্ধেও ব্যাপকভাবে বিষোদগার করে।

মোল্লারা ঘৃণা-বিদ্বেষপূর্ণ শিক্ষা দেয়

সে যুগেও কট্টর মুসলমান-মোল্লারা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের আগুনে ইন্ধন দিতে তাদের মসজিদগুলো ব্যবহার করতো। তারা একের পর এক বিদ্রোহের চেষ্টা চালিয়েছে। সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার অস্থিরতা সৃষ্টিতে তারা উৎসাহ যুগিয়েছে।

এতসব ঘটনা ঘটার পরও মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দাবী যে মহানবী (সা.) কৃত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাদানেই তিনি আবির্ভূত হয়েছেন যথাসময়ে, আর সেই মহাপুরুষের আবির্ভূত হওয়া নির্ধারিত ছিল খ্রীষ্টধর্ম সহ অন্যান্য ধর্ম-পুস্তকেও এবং অন্যান্য ধর্ম-সাহিত্যেও। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর জামা'তকে উপদেশ দান করে ঘোষণা দিয়েছেন যে, সন্দেহ নাই যে এই বৃটিশ-সরকার খ্রীষ্ট- ধর্মাবলম্বীদের সরকার। তবে বাস্তবতা, হলো এ সরকার তার নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করছে। অতএব, এর বিরুদ্ধে চরম কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা নীতি-সিদ্ধ নয়, সেজন্য জিহাদের নামে কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ।

খ্রীষ্ট ধর্ম বনাম ইসলাম-এর ওপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং খ্রীষ্টান মিশনারীদের মধ্যে ব্যাপক মুবাহেসা (তর্কযুদ্ধ) হয় এবং সেসব তর্কযুদ্ধের কথা তাঁর রচনায় বর্ণিত রয়েছে। তবে সর্বদাই তিনি ইসলামের অনুপম ও মনোরম তাৎপর্যময় শিক্ষার প্রতি সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন গভীর মমতা, বিনয়, এবং প্রজ্ঞার সাথে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বৃটিশ-রানী ভিক্টোরিয়াকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান

রানী ভিক্টোরিয়া তার রাজত্বের হীরক-জয়ন্তী উৎসব পালনকালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জীবিত ছিলেন। সেই উৎসব উপলক্ষে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা বৃটেনের রাণীকে অভিনন্দন জানান এবং সেই সাথে বিশ্বে স্থায়ী-শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিভিন্ন ধর্মের পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, প্রতিষ্ঠিত করার রূপরেখা বাতলে দেন। বৃটিশ-সরকারের ন্যায়-ভিত্তিক শাসন পরিচালনার নীতিকে তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়াকে ইসলামের শাশ্বত-নীতি গ্রহণের আহ্বান জানান। বৃটিশ শাসনাধীনে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার তাঁর নির্দেশটি কোন ভয়-ভীতির জন্য ছিল না, বরং তা ছিল পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও নীতিমালারই বাস্তব-প্রতিফলন।

এ প্রসঙ্গে তাঁর লিখনী থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি আমি উপস্থাপন করছি।

তিনি বলেছেন:

'ঈসা-মসীহ্-এর নাম নিয়ে এ ধরাধামে আবির্ভূত, দোয়ায় অবনত এই অধম, ভারতের এই মহারানীর রাজত্বকাল পেয়ে গর্বিত। আরও গর্ব অনুভব করছি দুই জাহানের নেতা মহানবী (সা.) এর সাথে সাদৃশ্য লাভ করার কারণে, যেভাবে তিনি (সা.) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্ নও শেরওয়াঁ-র রাজত্বকাল পেয়ে গর্ব অনুভব করতেন। মান্যবর রাণী হীরক-জয়ন্তী পূর্ণ করায় এবং তাঁর রাজত্বকালে প্রজাকূলের সাথে কৃত দয়ার কথা স্মরণ করে এই অধমও গর্ব বোধ করছি।

মাননীয় রানীর রাজত্বকালের হীরক-জয়ন্তীতে তার বদান্যতার কথা প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত। সেই সাথে তার মঙ্গল কামনা করে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাকে কোন প্রীতি-উপহার দেয়া উচিত।

যাহোক, আমি পর্যালোচনা করে দেখলাম, এ-দায়িত্ব আমার কাঁধেই বেশী বর্তায়। খোদা তাআলা আমার প্রতি এ অনুগ্রহ করেছেন যে, এই ঐশী-কার্যক্রমের জন্য আমি মহানুভব-রানীর শান্তিপূর্ণ-শাসনকাল পেয়েছি। তাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা আমাকে এমন এক স্থানে আবির্ভূত করেছেন আর এমন এক যুগে আবির্ভূত করেছেন, যখন মহানুভব-রাণীর সাম্রাজ্য জনগণের জীবন, ধন-সম্পদ আর মর্যাদা রক্ষায় ইস্পাত-কঠিন সদৃশ এক দূর্গ। আমার ওপর অতি গুরু এক দায়িত্ব ন্যস্ত, আর আমি অবশ্যই আমার কৃতজ্ঞতা এভাবে প্রকাশ করব যে, এই রাজত্বকালে আমরা যেমন শান্তিপূর্ণ-ভাবে জীবন-যাপন করতে পারছি, তেমনি সত্যের-বাণী নির্বিঘ্নে প্রচারও করতে সক্ষম হচ্ছি।'

তোহফায়ে কায়সারীয়া নামে একটি পুস্তক রচনা করে তিনি রাণীকে পাঠান, যাতে উপরোক্ত সব বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে।

আন্ত-ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাকারী মৌলিক-নীতিমালা

সুতরাং বিভিন্ন ধর্মের মাঝে বিদ্যমান ঘৃণা-বিদ্বেষ, হিংসা ও হানাহানির পরিসমাপ্তি ঘটাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন:–

'সুতরাং এই নীতিমালা সবচেয়ে উপযোগী ও কল্যাণমন্ডিত, আর এটাই শান্তি-প্রতিষ্ঠার ভিত্তি যে, আমরা ওই সব মহাপুরুষকে সত্য বলে মেনে নেবো, যাঁদের আনীত-ধর্মের মূল গভীরে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের যোগদানে, যা এক পরিপক্কতা লাভ করেছে। এটি অত্যন্ত দূরদর্শী ও বিচক্ষণতাপূর্ণ কল্যাণকর এক নীতি। সমগ্র বিশ্বে এ-নীতি প্রতিপালিত হলে হাজারো বিশৃংখলা ও ধর্মীয়-অবমাননা, যা সাধারণ জনগণের শান্তিকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়, তা বাষ্পের ন্যায় উবে যাবে। এটা অবশ্যম্ভাবী যে, অন্য-ধর্মের অনুসারীদের আধ্যাত্মিক-নেতাকে যারা যুক্তির মার-প্যাঁচে প্রকৃতই একজন মিথ্যাবাদী ও প্রতারক জ্ঞান করে, তারাই বহু দ্বন্দ্ব-সংঘাতের হোতা এবং সুনিশ্চিত ভাবে তারা ধর্ম-অবমাননার অপরাধে দোষী। তারা নবী বিশেষের বিরুদ্ধে এত জঘন্য ভাষা ব্যবহার করে যে, তা চরিত্র-হননের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়। আর এভাবে তারা সাধারণ মানুষের সুখ-শান্তিকে বিনাশ করে ছাড়ে, যদিও তাদের মনগড়া সেসব কথা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিমূলক। আর তাদের অসৌজন্যমূলক অশালীন ভাষার কারণে তারা আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে নির্দয় ও নিষ্ঠুর।

এই নীতি খুবই আকর্ষণীয় এবং শান্তি-সঞ্চারী, আর এটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বীজ উপ্ত করে এবং নৈতিকতার মানকে বাড়িয়ে দেয়। আমাদের উচিত, বিশ্বে আবির্ভূত সব নবী-রসূলদেরকে সত্য বলে জানা, তারা ভারতে, পারস্যে বা চীনে, যেখানেই অবতীর্ণ হোন। কেননা আল্লাহ্ তাআলা লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরে তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে তাদের মাহাত্ম্য সাব্যস্ত করেছেন এবং তাদের ধর্মের মূলকে দৃঢ়তা দান করেছেন। ফলে তাদের

সেসব ধর্ম শত শত বছর ধরে চলে আসছে।

এই হলো মূলনীতি, যা পবিত্র কুরআন আমাদের শিখিয়েছে। যেমন–

এই নীতিমালার আওতায় প্রত্যেক ধর্ম ও তার প্রতিষ্ঠাতাকে বা সেই ধর্ম পালনকারীদের নেতাকে আমাদের সম্মান করতে হবে–

হোক না তিনি হিন্দু-ধর্মের নেতা, বা পারসীয়-ধর্মের, বা চীনা-ধর্মের অথবা ইহুদী বা খ্রীষ্ট-ধর্মের–কিন্তু দুঃখজনক হলো, আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা আমাদের সাথে তদনুরূপ আচরণ করে না।

এ হলো তাঁর (আ.) এক লিখনী থেকে উদ্ধৃতি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেছেন:

"ওই সব লোক, যারা এমন বিশ্বাস পোষণ করে যে, অন্যদের নবীগণকে তারা 'মিথ্যাবাদী' বলে মনে করে এবং তাদের সম্পর্কে মন্দ-কথা বলতেই থাকে, এরা সর্বদাই সহাবস্থানে থেকে শান্তিতে বসবাস করার ঘোরতর শত্রু। এর কারণ, জনমান্য সাধকবৃন্দের অবমাননা করার চেয়ে হীনতর কর্ম আর কিছুই নেই"।

নবীগণের বিরুদ্ধে অপবাদ রটনার নাম বাক স্বাধীনতা নয়

এ যুগে যেসব লোক মহানবী (সা.) ও পবিত্র কুরআনের প্রতি অবমাননাকর মতামত ছড়ায় বা ছড়ানোতে উৎসাহ জোগায়, নিঃসন্দেহে তারা শান্তির বিনাশ ঘটায়। এটার নাম চিন্তা-চেতনার স্বাধীনতা নয়, বাক স্বাধীনতাও নয়, বরং এটা অন্যের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে খেলা করা। যার ফলে শান্তি বিনষ্ট হয়।

জিহাদের স্বরূপ তুলে ধরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন–

'দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট, যার জন্য আমি আবির্ভূত হয়েছি, তাহলো কতিপয় অজ্ঞ-মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের যে ভ্রান্ত-ধারণা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, তার সংস্কার ও সমাধান করা। তাই, আল্লাহ্ তাআলা আমায় বুঝিয়েছেন যে, জিহাদ সম্পর্কে প্রচলিত-ধারণা পবিত্র কুরআনে প্রদত্ত শিক্ষার পরিপন্থী।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পবিত্র কুরআনে যুদ্ধ করবার অনুমতি রয়েছে। এটা এই বাস্তবতায় নির্দেশিত হয়েছে যে, অন্যায়ভাবে তরবারি দিয়ে যারা আক্রমণ করেছে, বিনা কারণে মুসলমানদের খুন করেছে আর মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের চরম-পথ বেছে নিয়েছে, তাদেরকে তরবারী দ্বারা হত্যা করো। তথাপি এই শাস্তি মুসা (আ.) এর যুদ্ধের ন্যায় ততটা ভয়ঙ্কর নয়।'

এরপর তিনি (আ.) আরও বলেন:–

'আমাদের নবী (সা.) এর যুগে ইসলামী-জিহাদের মূল-কারণ, আল্লাহ্-র ক্রোধ জাগিয়ে দিয়েছিল ওই সব লোকেরা, যারা নির্দয়-হামলা চালিয়েছিল তাদের ওপর, যারা তোমাদের মত মাননীয়-রানীর সাম্রাজ্য- সদৃশ এক দেশে ন্যায়-পরায়ণ সরকারের ছত্রচ্ছায়ায় শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতো। এজন্য এমন এক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করাকে কোনক্রমেই জিহাদের শ্রেণীভুক্ত করা যায় না, বরং এটা লজ্জাস্কর, চরম বর্বরতা। যে সরকারের কর্তৃত্বাধীনে মুক্ত অবস্থায় পুরোপুরি শান্তিতে বসবাস করা যায়, যার শাসনাধীনে ধর্মীয়-অনুশাসনগুলো সম্পূর্ণরূপে পালন করা যায়, সেই সরকারের বিরুদ্ধে অসৎ-অভিপ্রায় কার্যকর করার ইচ্ছা হবে অপরাধ, জিহাদ নয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এই নীতির ওপর আমায় দন্ডায়মান করেছেন, যে বৃটিশ সরকারের ন্যায় প্রজা সাধারণের কল্যাণকামী এক সরকারের আনুগত্য করতে হবে আর তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। অতএব, আমি এবং আমার জামা'ত এই নীতিতেই রয়েছি'।

আহমদীয়াত ইসলামের আহ্বান

এটা হলো সেই শিক্ষা, যা পবিত্র কুরআনের আলোকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা আমাদেরকে দিয়েছেন। এই শিক্ষা আমাদেরকে ওই মহান ব্যক্তি দান করেছেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা যাঁকে এই যুগে মসীহ্ মাহদী রূপে প্রেরণ করে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পাঠিয়েছেন। আপনাদের মধ্যে যারা আহমদীয়া জামা'তের শিক্ষা ও আদর্শের বিষয়ে সচেতন, আমি আশা করি যে, তারা এর সাক্ষী হবেন যে, 'আহমদী মুসলিম আর অ-আহমদী মুসলিম'-এ দু'য়ের মধ্যে খুবই সুস্পষ্ট এক পার্থক্য রয়েছে, আর সেই পার্থক্য অবশ্য অন্যান্যদের সাথেও আহমদীদের রয়েছে।

যেহেতু, শান্তি ছাড়া অন্যকিছুই আমাদের প্রত্যাশিত নয়, তাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা হলো মানবজাতি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাআলাকে শনাক্ত করুক। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আমরা আফ্রিকা, ইউরোপ আর দুই-আমেরিকাতে এবং বিভিন্ন দ্বীপ অঞ্চলেও অত্যন্ত কর্মতৎপর রয়েছি। মানবতার সেবা হলো আমাদের মূল উদ্দেশ্য।

মানবতার সেবা

অধিকন্তু, পার্থিব-পুরস্কারের প্রত্যাশি না হয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বরং নিঃস্বার্থ-সেবা দান করে থাকে। আমরা তো কারো মৌখিক-প্রশংসা পাবার ব্যাপারেও আগ্রহী নই। জামা'তের মধ্যে বিদ্যমান এই উন্নত-মনোবলের কারণ এ জামা'ত খিলাফতের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় সুশৃংখলরূপে সজ্জিত, আর এই খিলাফত সর্বদা জামা'তের সদস্যদের এই সব শান্তিপূর্ণ নীতিমালার সাথে জীবন যাপন করতে অনুপ্রাণিত করে।

সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে এই অনুপম-শিক্ষামালা প্রতিষ্ঠিত করতেই প্রেরণ করেছেন।

অন্য কথায় –

"ভালবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয় কারো 'পরে"।

আজকের যুগে–এটি এক সস্তা-কথা নয়, যা আমরা কেবল হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছি, বরং শান্তির এই অমোঘ বাণী কার্যকর করতে আমরা প্রকৃতই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

কানাডার জন্য দোয়া

এই দোয়ার সাথে আমি শেষ করছি যে, মুসলমান ও অমুসলমান সবাই নিজ নিজ অন্তরে তাদের সৃষ্টিকর্তার ভয় লালন করে তাঁর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিশীল হোন। সেই সাথে আমি কানাডা-সরকার এবং কানাডার জনগণের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, যারা সকল ধর্মের সব মানুষকে প্রসারিত-বক্ষে পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দিচ্ছেন। এখানে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যরা শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করছেন এবং তারা তাদের ধর্ম পালনে যেমন স্বাধীন, তেমনি তারা খোলাখুলিভাবে তা প্রকাশও করতে পারছেন।

কানাডার সংকীর্ণতা-মুক্ত বহুমাত্রিক এই অবস্থা, যাতে বিভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাস ও মতাদর্শের জনগণ শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারছে, তা দেখে আমার পূর্বসূরী চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) কানাডা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করে এ আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করেন যে, 'গোটা বিশ্ব কানাডা হয়ে উঠুক অথবা কানাডাই হোক সমগ্র বিশ্ব'।

আল্লাহ্ তাআলা এই মান বজায় রাখার তৌফিক আপনাদেরকে দান করুন। আপনারা, কানাডার জনগণ ও সরকার, ন্যায়-বিচারের এই মান সমুন্নত রেখে এগিয়ে যান আর প্রসারিত-বক্ষের নমুনা প্রদর্শন করতে থাকুন, আর এর ফলস্বরূপ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের বারি বর্ষণ আপনাদের ওপর হতেই থাকুক।

খেলাফতে আহমদীয়া ইসলামীয়ার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ

মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তাআলা তাঁর জামাতের মাধ্যমে যে খেলাফত কায়েম করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সে সম্পর্কে লিখেছেন,

"অতএব, হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল হতে আল্লাহ্ তাআলার বিধান এই যে, তিনি দু'টি কুদরত বা শক্তি প্রদর্শন করেন, যেন বিরোধীদের দু'টি মিথ্যা-উল্লাসকে ব্যর্থ করে দেন। অতএব, এখন এটা সম্ভবপর নয় যে, তিনি তাঁর চিরন্তন-নিয়ম পরিহার করবেন । কারণ, তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখারও প্রয়োজন রয়েছে এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা এটা স্থায়ী, যার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয়-কুদরত অর্থাৎ-খেলাফত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। আমি যখন চলে যাব, তখন খোদা তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয়-কুদরত (খেলাফত) প্রেরণ করবেন, যা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকবে" *(আল-ওসীয়্যত; পৃ:১৫ বাংলা)।*

হযরত (আ.)এখানে সুস্পষ্ট করে বলেছেন, 'এ খেলাফত চিরদিন থাকবে'। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেছেন, "ইসলামের বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে খেলাফত। খেলাফত প্রতিষ্ঠা ব্যতীত ইসলাম কখনও উন্নতি করতে পারে না। সব-যুগে খেলাফতের মাধ্যমে ইসলামের উন্নতি হয়েছে। আগামীতেও খেলাফত তথা খলীফাদের হাতেই উন্নতি হবে এবং সব যুগেই তিনি খলীফা নিযুক্ত করতে থাকবেন।

সুতরাং তোমরা ভালভাবে স্মরণ রেখ, তোমাদের উন্নতি খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত। যেদিন তোমরা এ সত্যকে বুঝবে না এবং একে কায়েম রাখবে না, সেদিনই তোমাদের ধ্বংস ও সর্বনাশের দিন হবে। ....." । *(দারসুল কুরআন, প্রকাশিত ১৯২১ইং)*

হুযুর (রা.) আরো বলেনঃ

"খেলাফত অর্থ এই যে, খলীফার মুখ থেকে যখন কোন কথা প্রকাশিত হয়, তখন অন্য যে-কোন স্কীম, যে কোন প্রস্তাব বা পরিকল্পনাকে দূরে ফেলে দিতে হবে এবং জানতে হবে, খলীফার মুখনিঃসৃত বাণীই কল্যাণজনক হবে, যা তিনি এখন নির্দেশ করেছেন।'

(জুমুআর খুতবা; ২৪ জানুয়ারী ১৯৩৬ইং। আল-ফযল ৩১ জানুয়ারী ১৯৩৬ইং)

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেছেন,

"আমি স্বপ্নে দেখেছি, এক ব্যক্তি খেলাফতের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছে। আমি তাকে বললাম, যদি তুমি খুব খোঁজাখুঁজি করে আমার বিরুদ্ধে কোন সঠিক-আপত্তিও দাঁড় করাও, তবুও আল্লাহ্‌র অভিশাপ তোমার ওপর পড়বে এবং তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহ্ আমাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন, এর প্রতি আল্লাহ্‌র গায়রত (আত্মসম্মান-বোধ এবং আত্মাভিমান) আছে। মূল কথা হচ্ছে, আল্লাহ্ এই সম্মানজনক মর্যাদা (খেলাফত) রক্ষার খাতিরে বিরুদ্ধবাদীদেরকে ধ্বংস করে দেন। দেখ, ইতিপূর্বে খলীফাগণের ওপর যারা অভিসম্পাত দিয়েছে, তারা আল্লাহর গজবের আওতায় এসে গেছে। তোমাদের মধ্যেও যদি কেউ খলীফার বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে সে ধরা পড়ে যাবে।" *(দারসুল কুরআন প্রকাশিত ১৯২১)*

এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, নেযামে খেলাফতের আনুগত্য, অর্থাৎ-নেযামের সকল স্তরের সকল কর্মকর্তার প্রতি আনুগত্য এবং নেযামের যে-কোন স্তরের যে-কোন কর্মকর্তার আনুগত্য না করার অর্থ খেলাফতের আনুগত্য না করা। হ্যাঁ, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তির অভিযোগ থাকলে তা কর্তৃপক্ষকে লিখে জানাবার বিধান রয়েছে। কিন্তু আনুগত্য না করার সুযোগ নাই।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেছেন:

"আমি তাদের (ইউরোপ) এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলাম, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি আকৃষ্ট না হও, তবে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। এক সাংবাদিক আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনি কি আশা করেন? আমি বলেছিলাম, আমি তো নিরাশ হতেই পারি না। কারণ, আল্লাহর এ শুভ-সংবাদ আমাদের নিকট রয়েছে যে, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ্‌র হাতের এক চড় খেয়ে তারপর ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা তার পূর্বে আল্লাহর ভালবাসায় সিক্ত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে?

আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আহমদীয়া জামাতে খেলাফত কায়েম থাকবে। কোন খলীফা এমন আসবে না, যে তোমাদেরকে ইসলামী শরীয়তের সাথে ঠাট্টা করার সুযোগ দিবে। কেননা, ঐ অবস্থায় খেলাফত কায়েম থাকবে না। অতএব, তোমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা খেলাফতের গুরুত্ব বুঝার সৌভাগ্য দান করুন এবং খেলাফতের কল্যাণরাজি থেকে ভাগ পাবার সুযোগ দান করুন"

(খুতবা জুমআ, ২৫শে আগষ্ট ১৯৭৮, মসজিদ ফযল, আল-ফযল, বিশেষ সংখ্যা মার্চ ১৯৮৩ইং রাবওয়াহ)।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ , খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) তাঁর প্রথম জুমআর খুতবায় বলেছেন:-

"হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বলেছেন, 'আমি আপনাদেরকে শুভ-সংবাদ

দিচ্ছি, এরপর আহমদীয়া খেলাফত কখনও ভয়ংকর বিপদে পড়বে না ইনশাআল্লাহ। আহমদী জামাত এখন আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে পরিপক্কতা লাভ করেছে। শত্রুর কোন কুদৃষ্টি, শত্রুর কোন চক্রান্ত, শত্রুর কোন চেষ্টা এ জামাতের একটা কেশও বাঁকা করতে পারবে না। আহমদীয়া খেলাফত ইনশাআল্লাহ্‌ ঐ সমস্ত শান শওকত ও মান-মর্যাদা নিয়েই বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ করতে থাকবে, যে শান-শওকতের প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে দিয়েছেন। কমপক্ষে এক হাজার বছর পর্যন্ত এ জামাত জীবিত থাকবে। সুতরাং দোয়া করতে এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসার গীত গাইতে থাকুন এবং নিজেদের (বয়আতের) প্রতিজ্ঞার নবায়ন করুন" *(আল ফযল, ২৮ জুন, ১৯৮২ইং), [লন্ডন আল-ফযল; ১৩ জুন ২০০৩ইং]।*

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ খামেস (আই.) তাঁর প্রথম জুমআর খুতবায় (২৫ এপ্রিল ২০০৩ইং) হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর ভবিষ্যদ্বাণী পড়ে শোনান-

" আমি বড় দাবি ও দৃঢ়তার সাথে বলছি, আমি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর আল্লাহ্‌ তাআলার ফযলে এ ক্ষেত্রে আমারই বিজয় অবধারিত। যতদূর আমি আমার দূরদৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখেছি, সমস্ত পৃথিবীকে আমি আমার সত্যতার পদতলে সমর্পিত দেখতে পেয়েছি। আর নিকট-ভবিষ্যতে আমি এক মহান বিজয় লাভ করতে যাচ্ছি। কেননা, আমার কথার সমর্থনে আরেকজন কথা বলছে....." *(এযালায়ে আওহাম;পৃ ৪০৩)*

হযরত আকদাস (আ.) আরো বলেছেন:

'খোদা তাআলা আমার কাছে প্রকাশ করেছেন, "শেষ পর্যন্ত আমি তোমাকে বিজয় দান করব, আর প্রত্যেক অভিযোগ থেকে তোমাকে দায়মুক্ত করব এবং তুমিই বিজয়ী হবে, আর বিরোধীদের ওপর তোমার জামাত কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে।" তিনি আরো বলেছেন, "আমি বড় পরাক্রমশালী আক্রমণ দ্বারা তোমার সত্যতা প্রকাশ করবো।"

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বলেছেন,

"খেলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য অপরিবর্তনীয়, অটল, যার পরিবর্তন হতেই পারে না, নষ্ট হতে পারে না, অন্য রকম কিছু হতে পারে না। খেলাফতের ফল, শেষ-ফল। যা তোমাদেরকে দান করা হবে তা হচ্ছে "তোমরা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক (অংশীদার বানাবে না) করবে না। পরিপূর্ণ তৌহিদের উপর দাঁড়িয়ে তোমরা আমার ইবাদত করতে থাকবে। আমার প্রশংসা, আমার হাম্‌দ ও সানার গীত গেয়ে যাবে। এটাই সেই জান্নাত, সেই শেষ-জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে, আহমদীয়া জামা'তকে দেয়া হয়েছে। আমিই নিশ্চিত বিশ্বাস করি, যে-দৃশ্য আমরা দেখছি, যা দেখে দুঃখের সাথে হাম্‌দ ও শুকর গুযারীর ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে, তা এমন আশ্চর্যজনক যে, আজ পৃথিবীর অন্যান্য জাতি এর ধারে কাছেও পৌঁছতে পারবে না। আহমদীয়া জামাতের যে মর্যাদা, এ মর্যাদা অন্য কারো নাই। আল্লাহ্‌র প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে বলছি, তিনি এ জামাতকে কখনই বিনষ্ট হতে দিবেন না। চিরকাল কায়েম রাখবেন। হাম্‌দ (আল্লাহ্‌র শুকর) ও আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ একটা চিরস্থায়ী বিষয়, যা কখনও সমাপ্ত হবার নয়। এটা কোন ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত-বিষয় নয়, কোন খলীফার সাথে সম্পর্কিত বিষয় নয়, আমার সাথেও সম্পর্কযুক্ত নয়, আমার পরের কোন খলীফার সাথেও সম্পর্কযুক্ত নয়। এটা মসনদে (মনসবে খেলাফত) খেলাফতের সাথে সম্পর্কযুক্ত-বিষয়। এ দিকটা চির-জীবিত, চির-জাগ্রত দিক। এর ওপর কখনই মৃত্যু আসবে না, ইনশাআল্লাহ্‌।

তবে হ্যাঁ, একটা শর্ত আছে। শর্তটি এই, দেখ আল্লাহ্‌ তোমাদের সাথে অঙ্গীকার করেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে তিনি পৃথিবীতে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করবেন। কিন্তু তোমাদের উপরও তিনি দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন। তোমাদের মধ্যে তাদের সাথে এ অঙ্গীকার যারা ঈমান রাখে এবং সৎকর্ম করে থাকে, ন্যায়পরায়ণ হয়ে পুণ্যকর্ম করে। সুতরাং জামাত যদি পুণ্যকর্মের ওপর কায়েম থাকে, আমাদের দোয়া এবং সর্বদা আমাদের চেষ্টা থাকবে, চিরদিনের জন্য এ জামাত পুণ্যের ওপর যেন ধৈর্যের সাথে, বিশ্বস্ততার সাথে কায়েম থাকে; তাহলে খোদা তা'লারও অঙ্গীকার আমাদের সাথে পূর্ণতা লাভ করতে থাকবে। আহমদীয়া খেলাফত 'শাজারায়ে তাইয়্যেবা' (পবিত্র গাছ) হয়ে এমন বৃক্ষের ন্যায় সদা সবুজ ও সতেজ হয়ে দোল খেতে থাকবে, যার শাখা-প্রশাখা আকাশে উর্ধ্বলোকের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে।"

[দৈনিক আল ফযল; রাবওয়াহ; ২২ জুন ১৯৮২ইং, পুনঃ প্রকাশ, আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন, জুমআর খুতবা, খলীফাতুল মসীহ্‌ আল খামেস ; ১৩ই জুন ২০০৩ইং]

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেছিলেন,

"এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্‌ তাআলা তৃতীয়-খলীফা বানাবেন, আমি আজই তাকে শুভ-সংবাদ দিচ্ছি, যদি তিনি আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান রেখে দন্ডায়মান হন, তাহলে পৃথিবীর রাষ্ট্রীয়-ক্ষমতার অধিকারীরাও যদি তার বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তবে তারা ধ্বংস হয়ে ধুলিস্যাত হয়ে যাবে"–

(খেলাফতে হাক্কা ইসলামীয়া: পৃ:১৮)।

ইতিহাস স্বাক্ষী আছে যে, এমনই হয়েছে। আজকের মানুষ মানতে চায় না যে, এ বিরাট-পৃথিবীকে আল্লাহ নিয়ন্ত্রণ করছেন। শক্তিধর রাষ্ট্র-প্রধানরা মনে করছে, তারা যা খুশী তা-ই করতে পারে। তারা ইতিহাসকে স্মরণ করে না, মিশরের ফেরাউন মুসার (আ.) যুগে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল। কিন্তু হযরত মুসা (আ.) জয়যুক্ত হয়েছিলেন।

কখনও কখনও কারো কারো মনে প্রশ্ন জাগে, খেলাফত কত কাল স্থায়ী হবে? এ ব্যাপারে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) লিখেছেন-

"মহানবী (সা.) এর পরে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার কথা ছিল এবং খেলাফতের পরে রাজত্ব কায়েম হবার কথা ছিল। এবং তেমনই হয়েছে। এথেকে এ কথা প্রমাণ হয় না যে, প্রত্যেক নবীর পরে এমনই হবে। কুরআন করীমে যেখানে খেলাফতের উল্লেখ আছে, সেখানে একথা বলা হয়েছে, এটি একটি পুরস্কার। সুতরাং কোন জাতি যতদিন এ পুরস্কারের উপযুক্ত থাকে, ততদিন তাদের মাঝে এটি কায়েম থাকে। সুতরাং বিধান এই, নবীর পরে খেলাফত হবে এবং খেলাফত ততকাল চলবে, যতকাল এর মান্যকারীরা নিজদেরকে এ পুরস্কারের যোগ্য বলে প্রমাণ করতে থাকবে এবং একতা হারাবে না। কিন্তু এর থেকে একথা কোনভাবেই প্রমাণ হয় না যে, খেলাফত ভেঙ্গে যাবেই যাবে। হযরত ঈসা (আ.) এর খেলাফত এখনও জারি আছে। এতে সন্দেহ নাই এবং আমরাও বলছি না যে, এই খেলাফত হযরত ঈসা (আ.) এর প্রতিনিধিত্ব করছে। কিন্তু সাথে সাথে আমরা একথাও স্বীকার করছি যে, বর্তমান খ্রীষ্টান- জাতিও

সঠিক-অর্থে হযরত ঈসা (আ.) এর উম্মত নয়। সুতরাং যেমন অবস্থা, তেমন ব্যবস্থা। আমরা একথা অবশ্যই মনে করি, হযরত মূসা (আ.) এর পরে তাঁর খেলাফত দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিন্তু তবুও হযরত ঈসা (আ.) এর খেলাফত কোন না কোন আকারে হাজার বছরের বেশি স্থায়ী হয়েছে। অনুরূপভাবে হযরত মহানবী (সা.) এর পরে তাঁর (সা.) খেলাফত অবিরত অনবরত দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিন্তু মোহাম্মদী-মসীহর খেলাফত মসীহর খেলাফতের মতই এক অনির্ধারিত-কাল পর্যন্ত চলতে থাকবে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এ বিষয়টির প্রতি বার বার তাগিদ দিয়ে বলেছেন যে, মুহাম্মদী-মসীহ মুসায়ী-মসীহর ঐ সমস্ত বিষয়ে সাদৃশ্য রাখবে, যেসব বিষয় পূর্ণতা লাভও সম্মান জনক। ঐ সমস্ত বিষয়ে নয়, যা যন্ত্রণাদায়ক ও পরীক্ষামূলক।

এদিক থেকে মুহাম্মদীয়াতের বিষয়গুলো মুসায়ীয়্যতের বিষয়গুলোর ওপর বিজয় লাভ করে যাবে এবং শুভ ও পুণ্যময়-পরিবর্তন সাধিত হবে। প্রথম মসীহ (আ.) কে ক্রুশে টাঙ্গানো হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় মসীহ কে ক্রুশে টাঙ্গানো হয়নি। কারণ, প্রথম মসীহর পেছনে মূসায়ী (রূহানী-শক্তি) ক্রিয়াশীল ছিল এবং মুহাম্মদী-মসীহর পেছনে মুহাম্মদী (রূহানী) শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল। খেলাফত যেহেতু পুরস্কার, ঈমানের পরীক্ষা নয়, সুতরাং প্রথম মসীহর যুগে ভাল যা কিছু ঘটেছিল, তার চেয়ে বেশি ভাল জিনিস আহমদীয়া জামাতে আসতে পারে । প্রথম-মসীহ (আ.) যেসব নেয়ামত পেয়েছিলেন, দ্বিতীয় মসীহ এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকতে পারেন না। তাঁর উম্মতও না। কারণ, প্রথম-মসীহর পেছনে মূসা (আ.) এর কল্যাণরাজি বিরাজমান ছিল এবং মুহাম্মদী-মসীহ্‌র পেছনে মুহাম্মদী-কল্যাণরাজি বিরাজমান আছে। সুতরাং, আমার মতে এ বিতর্ক অনর্থক, বরং ভয়ংকর হবে যে, আহমদীয়া জামাতের খেলাফত কতকাল চলতে থাকবে। এ কথা খুবই স্পষ্ট যে, আহমদীয়া জামাতের খেলাফত অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত চলতে থাকবে, যা এখন অনুমান করাও সম্ভব নয়। (অর্থাৎ এটা কতকাল দীর্ঘ হবে তা চিন্তাও করা যায় না।) ইসলামের প্রথম-যুগে যা ঘটেছিল, তা ঐ অবস্থার সাথে নির্ধারিত ছিল, সকল যুগের সাথে এর কোন সম্পর্ক নাই।

(আল ফযল, রাবওয়াহ্, ৩রা এপ্রিল ১৯৫২)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) উপরোক্ত উদ্ধৃতি পড়ার পর বললেন:

"হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর ব্যাখ্যা আমার মনে হয় যথেষ্ট হবে। কারণ, তিনি অবশ্যই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দিক-নির্দেশনা লাভ করতেন। তিনি একজন মহান-খলীফা ছিলেন, 'মুসলেহ মাওউদ' ছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে আল্লাহ্ তাআলা বলেছিলেন, 'হযরত মুসলেহ মাওউদ কে যাহেরি ও বাতেনী-জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে।' মোট কথা, অন্য কোন ব্যক্তির জ্ঞানের সাথে খলীফার জ্ঞানের তুলনা করা যায় না। আমাদের জামাতের উন্নতির জন্য আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর খলীফাকে দিয়ে এমন কথা প্রকাশ করিয়েছেন, যা আল্লাহ নিজে ইচ্ছা করেছেন। অতএব, প্রত্যেক আহমদীর উচিত, যেমন ওপরে বলা হয়েছে, বেহুদা-তর্কে লিপ্ত হবে না এবং দোয়া করতে থাকবে, যেন খেলাফতের সমস্ত কল্যাণরাজি আমরা চিরকাল লাভ করতে থাকি।'

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) আরো বললেন -

"হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) আর এক জায়গায় লিখেছেন, " আহমদীয়া জামাত যদি খেলাফতের ওপর ঈমান রাখে এবং এর জন্য সঠিক অর্থে সংগ্রাম করতে থাকে, তাহলে এ ব্যবস্থা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। শয়তান কখনই এর মাঝে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না"

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন, ১০ জুন ২০০৫ইং)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা

- কনের বাড়ীতে বিবাহ ভোজ সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, যদি মেয়ে পক্ষের সাধ্য ও সামর্থ থাকে তাহলে সীমিত গন্ডিতে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ঋণ করে অন্যের দেখা-দেখি কখনও বড় ভোজের ব্যবস্থা করা উচিত নয়। সবকাজে তরবিয়তের দিকটা সামনে রাখা চাই। যাদের আর্থিক সামর্থ নেই তাদের কোনভাবেই হীনমন্যতায় ভোগা উচিত নয়।
- মেয়েদের চাকুরী করা সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, আমি এক্ষেত্রেও ঢালাওভাবে অনুমতি দেই না। যদি কোন উপায় না থাকে সেক্ষেত্রে মহিলা চাকুরী করতে পারেন কিন্তু তা-ও করতে হবে পর্দার ভেতর থেকে। কোনভাবেই পর্দার মান পদদলিত হতে দেয়া যাবে না।
- পর্দার শর্ত সাপেক্ষে সহশিক্ষার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ভাবে অনুমতি নিতে হবে।
- ফটো সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, বিয়ের জন্য যদি ফটো দিতে হয় দিন কিন্তু পরে তা ফেরত নিতে হবে। পত্রিকায় কোন আহমদী মহিলার ছবি ছাপা ঠিক হবে না।

এ বিষয়গুলো জামা'তের সর্বস্তরের সদস্যদের অবগতি ও প্রতিপালনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

[সূত্র : জি.এস/আমুজাবা/৭১৮, তারিখ: ২৫/১১/২০০৯]

আহমদী ছেলে-মেয়েদের উদ্দেশ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর অমূল্য উপদেশ বাণী

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

যুগ-খলীফার নির্দেশ পালন করা প্রত্যেক আহমদী নারী পুরুষ ও ছেলেমেয়েদের জন্য অপরিহার্য এক কর্তব্য। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে প্রত্যেক আহমদী এসব নির্দেশ পালন করে থাকে। এ প্রবন্ধে আহমদী ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এর কিছু উপদেশ-বাণী তুলে ধরছি, যাতেকরে আহমদী ছেলেমেয়েরা নিজেদের পরখ করে নিয়ে এসব উপদেশ-বাণীর ওপর আমল করার ক্ষেত্রে আরও সচেতন ও সজাগ হয়ে ওঠে। আমাদের শ্লোগান হলো–

"যে মুহূর্তে আমরা খলীফার আহ্বান শুনি
সে মুহূর্তেই আমরা জীবন উৎসর্গ করি।
কারো কারো মুখে পৃথিবীর প্রশংসা
কিন্তু আমাদের মুখে খিলাফতের জয়গাঁথা"

খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস খলীফা নির্বাচিত হবার পর সর্বপ্রথম যে নির্দেশ প্রদান করেন, তা আমাদের প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত। বিশেষ করে আহমদী ছেলে-মেয়েদের তো সর্বদাই এর ওপর আমল করা প্রয়োজন।

অনেক বেশী দোয়া করুন

২০০৩ সনের ২২শে এপ্রিল খিলাফতের আসনে সমাসীন হবার পর হুযূর (আই.) তাঁর প্রথম বক্তব্যে বলেন, "জামা'তের সদস্য-বৃন্দের কাছে আমার আবেদন, বর্তমানে তারা যেন দোয়ার প্রতি বেশি বেশি মনোনিবেশ করে। দোয়ার প্রতি মনোনিবেশ করুন! বেশি বেশি দোয়া করুন! বেশি বেশি দোয়া করুন!!! আল্লাহ্ তাআলা নিজ সাহায্য ও সমর্থনে ভূষিত করুন এবং আহমদীয়াতের এ কাফেলা যেন উন্নতির পথে দ্রুতগতিতে ধাবমান থাকে। আমীন।'

তিনটি কথা

'রাবওয়ার ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্য আমার তিনটি উপদেশ-বাণী হলো, প্রথমত সালামের প্রচলন করুন, দ্বিতীয়ত মসজিদে বেশি বেশি যান এবং বড়দেরকে সঙ্গে নিয়ে যান। তৃতীয়তঃ রাবওয়াতে বেশি বেশি গাছ লাগান। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এর এই আশা ছিল যে, রাবওয়ার প্রতিটি ঘরে তিনটি করে ফলের গাছ থাকবে। হুযূর (রাহে.)-এর এই আশার বাস্তবায়ন হওয়া উচিত।" (আল ফযল, ১০ই জুন ২০০৩)

আহমদী যুবক ও ছেলেমেয়েরা! নিজেদের ইবাদতের মান ও চারিত্রিক-মান উন্নত করুন।

"অতএব এ ব্যাপারেও বিশেষভাবে প্রয়াস চালানো প্রয়োজন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সত্যিকার- অর্থে আমদীয়াতের সেবক বানান। শুধু নারা লাগানো, গীত গাওয়া ও অঙ্গীকার করাই যেন সার না হয়, বরং আপনারা যেন বাস্তবে তাই পরিলক্ষিত হয়, যা এক আহমদী-খাদেমের হওয়া উচিত। আগামীতে বাচ্চারাও সংশোধিত হবে, অল্প বয়সের খাদেমরাও সংশোধিত হবে। এ সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি না দিলে ভবিষ্যতে আপনারা নিজেদের মাঝে হীনমন্যতার প্রকাশ দেখবেন। কারণ, ইনশাআল্লাহ্ এ জামা'ত উন্নতি করবে, সম্প্রসারিত হবে।

সুতরাং, নিজেদের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে সজাগ হোন। নিজেদের মর্যাদাকে বুঝুন। আপনারা যদি নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত হতে পারেন এবং নিজেদের দায়িত্বাবলী বুঝতে পারেন, তবে শত্রুরা হাজারো প্রচেষ্টা চালিয়ে জামা'তের ক্ষতি করতে পারবে না। অতএব, হে আহমদী যুবক ও ছেলেমেয়েরা, জাগ্রত হও, নিজেদের ইবাদতের মানকে উন্নত কর। নিজেদের চারিত্রিক মানকেও উন্নত কর। আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।" (খালেদ-নভেম্বর সংখ্যা ২০০৫)

ছোট বেলা থেকেই সত্য বলার অভ্যাস গড়ে তুলুন

"আরো একটি মৌলিক-বিষয় হলো, সত্য বলা। এ বিষয়ে আমি পূর্বেও কয়েকবার বলেছি। প্রত্যেক আহমদীর এ চেষ্টা হওয়া উচিত। প্রত্যেক আহমদী, সে ছোট হোক বা বড় হোক, সবারই এ চেষ্টা হওয়া উচিত। শৈশব থেকেই এ অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন যে, আমি সত্য বলবো। কোন কথাতে, কোন ঠাট্টায় কারো সাথে মিথ্যা বলবেন না। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, "যদি তুমি বল তোমার মুঠোয় কিছু আছে, আর মুঠো খুললে তাতে যদি কিছু না থাকে, তবে এটাও মিথ্যা। এতটুকু মিথ্যাও বলবে না। ছোট বেলা থেকেই সত্য বলার অভ্যাস করুন।"

প্রত্যেক বাচ্চাই যেন খেদমতে খালক করে

আহমদীদের কাজ, এবং ধর্মের দৃষ্টিতেও যা এক বড় কাজ, আর ইসলামও সেই শিক্ষা দেয় এবং আহমদীরা এর ওপর আমল করে, আর তাহলো 'খেদমতে-খালক' (সৃষ্টির সেবা)। আপনারা যারা ছোট, তারা 'খেদমতে-খালক' করতে পারেন ছোট-খাটো বিষয়গুলো পালন করে। আপনি যে-রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, তাতে কোন ময়লা পড়ে আছে বা পাথর পড়ে আছে, সেগুলো সরিয়ে দিন, যেন কেউ হোঁচট না খায়। কেউ রাস্তা জিজ্ঞেস করলে তা বলে দেয়া...এরপর স্কুলে যদি কেউ বলে, পড়াটা বুঝিয়ে দাও, আমি বুঝছি না, প্রশ্নটা পারছি না। তাকে বুঝিয়ে দেওয়াও 'খেদমতে খালক'। এরূপ ছোট ছোট 'খেদমতে-খালক' করা শিখুন। এগুলো হওয়া উচিত আহমদী-বাচ্চাদের কাজ ।

পরিশ্রমের সাথে লেখাপড়া করা

"জাগতিক-লেখাপড়ার সাথে ধর্মীয়-শিক্ষার দিকেও পুরোপুরি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। পূর্ণ-মনোযোগের সাথে দুইটি বিষয়ের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এতে করে আপনারা জাগতিক-শিক্ষা অর্জন করার পর যেন মানুষকে বলতে পারেন যে, সঠিক ইসলামী শিক্ষা কি। আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের ভালো পথ কোনটি? এজন্য এ দুধরনের শিক্ষা অর্জন করা অত্যাবশ্যকীয়।"

সর্বদা মাতাপিতার অনুগত থাকুন

"আপনাদের জন্য সবচেয়ে বড় বিষয় হলো পিতামাতার কথা মান্য করা। কিছু বাচ্চাদের জিদ ধরার অভ্যাস আছে। কোন কিছুর প্রয়োজন নেই, তবুও গোঁ ধরে বসে আছো, আমি অমুক কাপড়টাই নিব। আমি তের-চৌদ্দ বছরের ছেলে-মেয়েদেরকেও এরূপ করতে দেখেছি। এমনটি যারা করে, তাদের পিতামাতার হয়তো সামর্থ নাই বা কিনে দিতে পারেন না। তাই অযথা জিদ করা উচিত নয়। তাদের কথা সর্বদা মান্য করা উচিত। তাদের সেবা করা দরকার। তারা যেন কখনো আপনাদের কাছ থেকে কষ্ট না পায়। আমাদেরকে এ নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে, আমরা যেন সবচেয়ে বেশী মাতাপিতার সেবা করি এবং তাদের কথা মেনে চলি" (মাশআলে রাহ, পঞ্চম খন্ড, পৃ ১৮০-১৮২)।

বড়দের সম্মান করুন

হযরত রসূল করীম (সা.) আমাদেরকে নসীহত করেছেন: "হযরত আনাস বিন মালিক বলেন, এক বৃদ্ধ- ব্যক্তি হযরত রসূল করীম (সা.)-এর সাথে দেখা করতে আসেন। সাহাবারা তাকে বসার জায়গা দিতে অলসতা করলে রসূল করীম (সা.) বললেন, যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি দয়া করে না ও বড়দেরকে সম্মান করে না, সে আমাদের কেউ নয়।" (তিরমিযী কিতাব বির্‌র ওয়াস সিলা) অতএব, যেখানে লোক-সমাগম ঘটে, জুমুআতে, জলসায় অনেক সময় ঘরেও হয়ে থাকে। আনসারুল্লাহ্‌র ইজতেমাতে আমি একবার খোদ্দাম আতফালদেরকে 'বড়দের বসতে দাও' বলেছিলাম, যেখানে বড়রা দাঁড়িয়ে ছিল ও ছোটরা বসেছিল। এগুণটিও সকল আহমদী বড়, ছোট, নারী-পুরুষদের মাঝে পরিলক্ষিত হওয়া উচিত (আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল ১৬-২২ ফেব্রুয়ারী ২০০৭)।

ওয়াকফে নও-রা ওয়াকফ নবায়ন করুন

"যে সব ওয়াকফে নও পনের বছরের হয়েছেন তাদের উচিত, তারা যেন ওয়াক্‌ফ নবায়ন করে।" "ওয়ক্‌ফে নও-রা যেন নিয়মিত নামায পড়েন ও কুরআন তেলাওয়াত করেন"।

"ওয়াক্‌ফে নওদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদি পাঠ করার দিকেও মনোযোগ আকর্ষণ করছি'।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে যুগ-খলীফার প্রতিটি নির্দেশ পালন করার শক্তি দিন এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস যেন তাঁরই দাসত্বে ত্যাগ করান, আমীন।

শুভ বিবাহ

* গত ০৭/১২/২০১২ রোকসানা আক্তার, পিতা-শাহ আলম ভূইয়া, বাদুরিয়া, কুটির হাট, সোনাগাজী- ফেনী'র সাথে তারেক আহমদ সবুজ, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, দক্ষিণ শ্রীপুর, আশুলিয়া, ঢাকা'র বিবাহ ১৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৫৯/১৩

* গত ০৫/০২/২০১৩ রুনা লায়লা, পিতা-মোহাম্মদ আলী, ফুলতলা, পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, পিতা-মোহাম্মদ সিরাজ মিয়া, ফুলতলা, পঞ্চগড়-এর বিবাহ ১৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৬০/১৩

* গত ১০/০২/২০১৩ শাহজাদী খালেদা, পিতা-মরহুম আকিল আহমদ, কিদিরপুর, তীসখালি বাজার, সুনামগঞ্জ-এর সাথে মোহাম্মদ নসরত এলাহী, পিতা-মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী, ৩১০, কাজি পাড়া মিরপুর-এর বিবাহ ২০০,০০১/- (দুই লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৬১/১৩

* গত ১০/০২/২০১৩ নও সাবাহ ইয়াসমিন, পিতা-খন্দকার মাহবুব উল ইসলাম, নামাটারী, লালমনিরহাট-এর সাথে মোহাম্মদ আহসানুজ্জামান, পিতা-মরহুম রফিউজ্জামান, ২৫৫ পূর্ব নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম-এর বিবাহ ৪৫০, ০০১/- (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৬২/১৩

প্রকাশিত হয়েছে

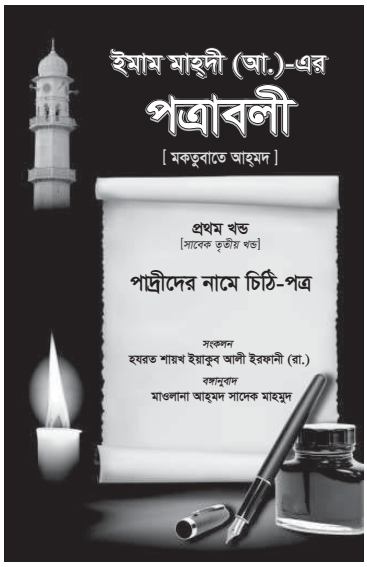

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বিভিন্ন স্তরের লোকদের কাছে যেসব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার প্রথম খন্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় ও দ্বিতীয় খন্ডের প্রথম অধ্যায় বাংলা অনুবাদ **"ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর পত্রাবলী"** নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

বঙ্গানুবাদ করেছেন **মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ**।

বই দু'টির মূল্য যথাক্রমে ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) এবং ৭৫/- (পচাত্তর টাকা)।

বই দু'টি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

মানবাত্মার ব্যাধি ও তার চিকিৎসা

সরফরাজ এম.এ. সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। অবস্থাভেদে সে ব্যাধিগ্রস্ত হয়। কিন্তু দেহের ব্যাধির চেয়ে আত্মার ব্যাধি অধিক গুরুতর। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি জানে না যে, সে রোগাক্রান্ত। ইহার কারণ এই যে, আত্মার ব্যাধির পরিণাম-ফল চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না। শারীরিক-ব্যাধির পরিণাম যে মৃত্যু, তা দেখা যায়। কিন্তু মৃত্যুর পরে যা ঘটবে, তা দেখা যায় না, তজ্জন্যই অন্যায় কাজ বা পাপের প্রতি মানুষের ভয় এবং ঘৃণা কম। "আত্মা এবং তাকে যা বিশুদ্ধ করে, তার কসম, তিনি তাকে মন্দ ও ভালকে অবগত করান। যে কেহ আত্মাকে নির্মল করে, সেই সফলকাম হয় এবং যে তাকে কলুষিত করে, সে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।" (সূরা শাসম) মানবাত্মা যখন কলুষিত ও ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তখনই মানব-সমাজে নেমে আসে অন্যায়, অবিচার, স্বার্থপরতা, অত্যাচার, ব্যাভিচার, কলহ-কোন্দল, দলাদলি, হানাহানি, হিংসা-বিদ্বেষ, ঝগড়া-বিবাদ, খুন-খারাবি, ইত্যাদি।

মানবতা বিরোধী ক্রিয়া-কর্ম সমাজকে পর্যুদস্ত করে ফেলে। সংসারের ভোগ-বিলাসের মোহে মত্ত প্রবৃত্তি মহান মানবাত্মাকে ব্যাধিগ্রস্ত করে ফেলে। তখন মানব-সমাজে নেমে আসে অন্যায়, অবিচার, ব্যাভিচার, কলহ-কোন্দল, দলাদলি, হানাহানি, হিংসা-বিদ্বেষ, ঝগড়া-বিবাদ, খুন-খারাবি ইত্যাদি। আত্মিক-প্রেরণার সঙ্গে প্রবৃত্তির যুদ্ধ লেগেই আছে।

মানব-হৃদয় এক যুদ্ধ-ক্ষেত্র। আত্মিক-শক্তি আসে ফিরিশ্‌তা থেকে আর প্রবৃত্তির উত্তেজনা আসে ইবলিস এবং শয়তান থেকে। শয়তান বলেই রেখেছে, "আমি মানুষকে বিপথগামী করার জন্য সম্মুখ, পেছন, ডান ও বাম দিক, তথা চতুর্দিক থেকে তাদেরকে ঘেরাও করে আসবো।" (সূরা-আনআম) মানুষের অভ্যন্তরেই ইবলিসের দোসর রয়েছে নফ্‌স বা প্রবৃত্তি। কাম, ক্রোধ, মোহ, ইত্যাদি বড় বড় রিপু, যেগুলি মানুষের অন্তরে থাকে এবং আল্লাহ্‌র পথে অগ্রসর হওয়ার প্রতিবন্ধক হয়। এগুলিকে বের করা বড়ই কঠিন কাজ। পুথিগত-বিদ্যায় তা সম্ভব নয়। বাহ্যিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এমন কোন চিকিৎসা-পদ্ধতি নেই, যদ্বারা মানবাত্মার চিকিৎসা ও সুদ্ধিকরণ হতে পারে। এমতাবস্থায় মানবাত্মার চিকিৎসা ও শুদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাগণের জন্য তাদেরই মধ্য থেকে একজন মহাপুরুষকে মনোনীত করেন। তাই আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পাক কালামে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন : 'তিনি তাঁর বান্দাগণের ভিতর যার ওপর ইচ্ছা ওহী অবতীর্ণ করেন' (সূরা মোমেন)।

তিনি আরও বলেন : "অত:পর যখন তোমাদের নিকট আমার হেদায়ত পৌঁছবে, তখন যারা আমার হেদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় ও চিন্তার কারণ থাকবে না।" (সূরা বাকারা)। "হে আদম সন্তানগণ! যখন তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য কোন নবী আসেন এবং তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তখন তোমরা তাঁর অনুসরণ কর। যারা পরহেজগারী অবলম্বন করবে এবং নিজকে ও অপরকে সংশোধন করবে, তাদের চিন্তা ও ভয়ের কারণ নেই' (সূরা আ'রাফ)।

আদম সন্তানগণের জন্য ইবলীস বা শয়তান কর্তৃক ভয় ও চিন্তার যে সম্ভাবনা ছিল, আল্লাহ্ তাআলার এই অঙ্গীকারের মাধ্যমে তিনি তা দূর করে দিয়ে তাঁর বান্দাগণকে সঠিক পথের নির্দেশ প্রদান করেন। ইহাই বান্দাগণের জন্য প্রকৃত-জীবন বলে নিম্ন আয়াতের ব্যাখ্যা করে: "সে ব্যক্তি মৃত ছিল। অত:পর আমি তাকে জীবিত করলাম এবং তার জন্য আলো সৃষ্টি করলাম, যার সাহায্যে সে জনগণের মধ্যে চলাফেরা করে। সে কি তার ন্যায় হতে পারে, যে অন্ধকার পঙ্কিল-কূপের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে, যা থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা তার নেই" (সূরা আনআম)। আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী-রসূলগণ নবুওয়াতের আলোকে মানবাত্মার যে যে অঙ্গে যে যে ব্যাধি হয়েছে, তা সনাক্ত করেন এবং সেই সেই অঙ্গে সেই সেই ঔষধাদি প্রয়োগে ব্যাধিমুক্ত করে পবিত্র ও শুদ্ধ করেন। ব্যাষ্টি বা সমষ্টির সংস্কারের জন্য প্রয়োজন মানবাত্মার সুস্থতা সাধন। খারাপ কর্মের বাহ্যিক-প্রতিরোধ দ্বারা অন্তরের পবিত্রতা অর্জন ও সংস্কার সাধন সম্ভব নহে। আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষগণের জ্ঞান ও পবিত্রকরণ-শক্তির দ্বারা ইহা সম্ভব।

তাই মওলানা রুমী বলেছেন : 'অন্তর-রোগের সনাক্ত যদি অনভিজ্ঞরাও করতে পারত, তবে অসংখ্য অন্তর-রোগ মানুষকে আক্রান্ত করতে পারত না'। তিনি আরো বলেছেন : তোমার নফ্‌স বা প্রবৃত্তি বহু-মূর্তির মাতা জগদ্ধাত্রী। ব্যক্তি বা সমাজের সংস্কারের জন্য প্রয়োজন নৈতিক চরিত্রের সংশোধন দ্বারা মানুষের ভিতরের মূর্তিসমূহ ভেঙ্গে ফেলা। বাহিরের মূর্তি ভেঙ্গেই ক্ষান্ত হলে সংস্কার সাধন হবে না। কারণ ভিতরের মূর্তি ভাঙ্গা না হলে সে পুনরায় মূর্তি বানিয়ে নিবে।" "ইহা (নফ্‌সানিয়াৎ) দৃষ্টি-শক্তিকে অন্ধ করে না। কিন্তু যে হৃদয় বক্ষে আছে, সেটাকে অন্ধ করে।" হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন–"দোযখ দোযখীর মা। অতএব, পাপীদের বাসস্থান দোযখেই হবে। সন্তানের তালাসে মা ব্যস্ত থাকেই। ইবলীস আগুনের তৈরী, সুতরাং আগুনে গিয়েই মিশবে।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পবিত্র কালামে আদেশ ও উপদেশ দানের পর অবাধ্যদের পরিণাম সম্বন্ধে বলেন : "অত:পর যারা অবাধ্য হয়েছে এবং পার্থিব-জীবনকে পছন্দ করেছে, নিশ্চয় তাদের স্থান দোযখে। আর যারা স্বীয় প্রভুর সম্মুখে দন্ডায়মান হওয়ার ভয়ে ভীত হয়েছে এবং নিজকে কু-প্রবৃত্তির আকর্ষণ হতে ফিরিয়েছে, নিশ্চয় তাদের স্থান বেহেশ্‌ত।" (সূরা নাযেআত)

আখেরী-যামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর দাবী ইহাই যে, মানবকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বর্তমান কালে ব্যাধি-ভরা, জরাজীর্ণ মানবাত্মার চিকিৎসা ও শুদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে মনোনীত করেছেন। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যগণ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসার মোহকে বিসর্জন দিয়ে নিজেরা সংশোধিত হয়ে, একমাত্র আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধন-জন, সহায়-সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে অপরকে সংশোধন করার কাজে নিমগ্ন আছেন। তাঁদেরই ত্যাগ ও প্রচেষ্টায় বিশ্বের বহু রোগাক্রান্ত ব্যক্তি মুক্তির ও শান্তির স্বাদ লাভ করে। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর গোলামীর জোঁয়াল কাঁধে নিয়ে নিজেরা ধন্য হয়েছেন এবং হচ্ছেন।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)

মাহমুদ আহমদ সুমন

(১২তম কিস্তি)

গত ৬ এপ্রিল, ঢাকার শাপলা-চত্বরে কওমি মাদ্রাসার কিছু সংখ্যাক শিক্ষক এবং তাদের অধীনস্থ হাজার হাজার 'অপারগ' মাদ্রাসা-ছাত্ররা তথাকথিত 'নাস্তিকদের' বিরুদ্ধে একটি সমাবেশ করেন। সমাবেশের মূল বিষয় ছিল, কে বা কারা তাদের নিজেদের ব্লগে কয়েক বছর আগে মহানবী, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি কটাক্ষ করে অপমানজনক কথাবার্তা লিখেছিল, এদেরকে আইন পাশ করে শাস্তি দিতে হবে। তাদের এই দাবী এ পর্যন্ত এসেই থেমে থাকে নি। বরং পরবর্তী ধাপে এরা ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে তাদের মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত দাবী করেছেন। আর এর প্রমাণ হিসেবে কয়েকবার কয়েকজন তথাকথিত ইসলামী-সংগঠনের নেতৃবৃন্দ 'মাম্ বাদ্দালা দিনাহু ফাকতুলুহু' (অর্থাৎ, যে তার ধর্ম পরিবর্তন করেছে তাকে হত্যা কর)–এই বিতর্কিত হাদীসটি উদ্ধৃত করেন। কুরআন-ভক্ত ও ইসলামপ্রেমী হিসেবে স্বভাবতই মহান আল্লাহ্ ও তাঁর সবচেয়ে প্রিয়-রসূল (সা.)-এর প্রতি কটাক্ষ শুনলে যে-কোন মুসলমানের মনেই কষ্ট লাগে আর মনের ভেতর রক্তক্ষরণ হয়। কিন্তু তাই বলে কুরআন-বিরোধী দাবী-দাওয়া আদায় করে কি মহানবী (সা.)-এর সম্মান প্রতিষ্ঠা করা যায়? আজ পর্যন্ত মহানবী (সা.) ও অন্য সকল নবীর (আ.) যে সম্মান জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা কি জাগতিক কোন আইনের কারণে, নাকি এই অতুলনীয় সম্মান আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত? যাঁর সম্মান স্বয়ং আল্লাহ্ প্রতিষ্ঠা করেছেন, কারও মুখের কথায় কি তাঁর সম্মান ভেস্তে যেতে পারে? পিতা-মাতার প্রতি আমাদের যে আন্তরিক-শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ, তা কি কোন সংসদে পাশ করা আইনের কারণে?

টিভির পর্দায় সমাবেশটি দেখছিলাম। দেখলাম, তিন চারজন আলেম পর পর স্টেজ থেকে প্রথমে ব্লগারদেরকে নাস্তিক আখ্যা দিলেন। এরপর তাদেরকে 'মুরতাদ' আখ্যা দিয়ে তাদের মৃত্যুদন্ড দাবি করলেন। দাবির স্বপক্ষে কুরআনের কোন আয়াত উপস্থাপন না করে, আল্লাহ্‌র কোন বিধান না শুনিয়ে সরাসরি হাদীসের আশ্রয় গ্রহণ করলেন তারা।

ভাবতেও অবাক লাগে, নিজেকে কেউ ধর্মত্যাগী (বা মুরতাদ) ঘোষণা না করা পর্যন্ত অন্যের ঘোষণায় কেউ 'মুরতাদ' হয় কীভাবে? আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করলে একজন নাস্তিক সাব্যস্ত হয়–একথা সত্য। কিন্তু এর জন্য কি আল-কুরআনে কোন জাগতিক-শাস্তি নির্ধারিত আছে? আবার প্রশ্ন দাঁড়ায়, ধর্মজগতের সুপ্রীম-কোর্ট আল্লাহ্‌র বাণী আল-কুরআন থেকে কোন উদ্ধৃতি না দিয়ে এরা একটি বিতর্কিত-হাদীসের আশ্রয় নিলেন কেন? এরা কি তাহলে কুরআনের মাঝে তাদের কল্পিত বিধানের সমর্থনে কোন দলিল বা শিক্ষা খুঁজে পান নি?

হ্যাঁ, বিষয়টি ঠিক তাই। 'হিফাজতের' পক্ষ থেকে যদিও ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ইসলাম-রক্ষার নামে 'মুরতাদ্‌দের' মৃত্যুদন্ড দাবি করা হয়েছে, তথাপি নাস্তিক-মুরতাদ্‌দের জন্য পবিত্র কুরআনে এহেন কোন জাগতিক-শাস্তির বিধান খুঁজে পাওয়া যাবে না। পবিত্র কুরআনে যেখানে ধর্মত্যাগ বা 'ইরতিদাদের' উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় সেগুলোতে ঘুণাক্ষরেও জাগতিক কোন শাস্তির বিধান খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন সূরা বাকারা ১০৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন: ...'এবং যে কেউ ঈমানের পরিবর্তে কুফরী গ্রহণ করে, নিশ্চিতভাবে সে সরল পথ হারায়।' ঈমান আনার পর ধর্মত্যাগ করে কুফরী মতবাদ গ্রহণ করার নাম 'ইরতিদাদ' বা ধর্মত্যাগ। এই আয়াতে ঠিক সেই অপরাধের কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও কোন জাগতিক-শাস্তির বিধান এখানে রাখা হয় নি।

একইভাবে সূরা নিসার ১৩৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেছেন, 'যারা ঈমান আনে ও পরে কুফরী করে এবং আবার ঈমান আনে, আবার কুফরী করে, অতঃপর তাদের কুফরী-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ্ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন না।' লক্ষ্য করুন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা প্রথমে একদল মানুষের ঈমান আনার পর কুফুরী অবলম্বন করার কথা বলেছেন, অর্থাৎ-তাদের ধর্মত্যাগ করে কাফের হয়ে যাবার কথা বলছেন, এরপর বলছেন, 'সুম্মা আমানূ সুম্মা কাফারূ'... অর্থাৎ, 'তারা আবার ঈমান আনে, আবার কুফুরী করে'। মুরতাদের শাস্তি যদি মৃত্যুদন্ডই ধার্য হয়ে থাকে, তাহলে প্রথমবার মুরতাদ্ হবার সঙ্গে সঙ্গে এদের মরে যাবার কথা। কিন্তু না, এরা জীবিত ছিল, যার কারণে এরা পুনরায় ঈমান আনার সৌভাগ্য পেয়েছিল। পরবর্তীতে এরা আবার কুফরী করেছে। স্পষ্ট বুঝা গেল, মুরতাদের জন্য মৃত্যুদন্ডের বিধান নেই। এরপর আল্লাহ্ বলছেন, তিনি এদেরকে কিছুতেই ক্ষমা

আজ পর্যন্ত মহানবী (সা.) ও অন্য সকল নবীর (আ.) যে সম্মান জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা কি জাগতিক কোন আইনের কারণে, নাকি এই অতুলনীয় সম্মান আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত? যাঁর সম্মান স্বয়ং আল্লাহ্ প্রতিষ্ঠা করেছেন, কারও মুখের কথায় কি তাঁর সম্মান ভেস্তে যেতে পারে? পিতা-মাতার প্রতি আমাদের যে আন্তরিক-শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ, তা কি কোন সংসদে পাশ করা আইনের কারণে?

করবেন না এবং এদেরকে হেদায়াতের কোন পথও দেখাবেন না। অতএব, এদেরকে জগতের কারও হাতে তুলে দেয়া হয় নি বরং আল্লাহ্ এদের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে নিজের হাতে রেখেছেন।

সূরা মায়েদার ৫৫ নম্বর আয়াতটিও দেখুন। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, 'হে মোমেনগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ দ্বীন হতে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন, যারা তাকে ভালবাসবে, তারা মুমিনদের প্রতি কোমল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে, তারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না; এটি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।' এখানে আল্লাহ্ তাআলা পরিস্কারভাবে বলছেন, মুসলমানদের মাঝ থেকে কেউ মুরতাদ হয়ে গেলে মুসলমানদের কোন ক্ষতি হবে না। বরং একজনের বিনিময়ে আল্লাহ্ নুতন একটি ঈমানদার-সমাজ ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসবেন। কিন্তু এখানেও তিনি মুরতাদ্‌কে কোন শাস্তি দেয়ার কথা বলেন নি।

একইভাবে, পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২১৮ নম্বর আয়াতে, সূরা আলে ইমরানের ৯১ এবং ১৪৫ নম্বর আয়াতে, সূরা নিসার ১৩৮ নম্বর আয়াতে এবং সূরা মায়েদার ৯৩ নম্বর আয়াতেও ধর্মত্যাগের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কোন একটি স্থলেও মুরতাদকে মৃত্যুদন্ড দেয়ার কথা ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করা হয় নি। পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত দ্বারা যদি এই বিষয়টি সাব্যস্ত না হয়, তাহলে তারা কিভাবে এটিকে ইসলামের পক্ষে বৈধ করাতে চায়? এর ফলে কি শান্তির-ধর্ম ইসলামে অশান্তি বিরাজ করবে না?

আসুন, এবার দেখা যাক, মহানবী (সা.) নিজে এ বিষয়ে কী আমল করেছেন? কেননা পবিত্র কুরআন তাঁর ওপরই নাযেল হয়েছে, আর কুরআন শরীফ তিনিই সবচেয়ে বেশী বুঝতেন। আমাদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত তিনিই আদর্শ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবদ্দশায় তাঁর সামনে যতজন অভাগা মুরতাদ্ হয়েছেন তাদের কাউকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) মৃত্যুদন্ড প্রদান করেন নি। এক আরব বেদুঈন মদীনায় এসে মুসলমান হবার পর জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সে এটিকে ইসলাম গ্রহণের কুফল বলে মনে করে এবং প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগের ঘোষণা দিয়ে মহানবী (সা.)-এর চোখের সামনে মদীনা শরীফ থেকে বেরিয়ে যায়। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে যেতে বাধা দেন নি অথবা তাকে হত্যাযোগ্য-অপরাধীও সাব্যস্ত করেন নি। (বুখারী, কিতাবুল হাজ্জ, বাব-আল্ মাদীনাতু তানফীল খুবুস)। হযরত রসূল করীম (সা.)-এর হাদীস দ্বারাও এটি প্রমাণিত যে, তিনি ধর্মত্যাগীকে হত্যার অনুমতি দেননি। আর তিনি (সা.) এই কাজ কিভাবে করতে পারেন, যাঁকে পাঠানো হয়েছে সমগ্র বিশ্বের জন্য শান্তি স্বরূপ।

তারপর আসে হুদায়বিয়ার সন্ধির কথা তথাকথিত এই সমস্ত হুযূররা খুব ভাল করেই জানেন। মক্কার কাফেরদের সাথে বিশ্বনবী (সা.) নিজে এই চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। মক্কার কুরায়শরা ছিল কাফের আর মদীনায় হিজরতকারী ও সেখানকার আনসাররা ছিলেন মুসলমান। হুদায়বিয়ার সন্ধির ৩ নম্বর শর্তে লেখা আছে, 'যদি কেউ তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট মদীনায় চলে যায়, তাহলে তাকে তার অভিভাবকের নিকট ফেরত পাঠাতে হবে। তবে কোনও মুসলিম কুরায়শদের নিকট চলে গেলে তাকে ফেরত দেয়া হবে না।' (ইসলামীক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'ইসলামী বিশ্বকোষ', ২০শ খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৯৯, এপ্রিল ১৯৯৬ সনে মুদ্রিত)। অর্থাৎ, একজন মুসলমান যদি ইসলাম ত্যাগ করে কাফের কুরায়শদের আশ্রয়ে চলে যেতে চায়, এতে কোন বাধা নেই। সে নির্বিঘ্নে সেখানে যেতে পারে। প্রমাণ হয়ে গেল, মহানবী (সা.) মুর্তিমান কুরআন হিসেবে নিছক ধর্মত্যাগের জন্য কোন জাগতিক-শাস্তি প্রদান করেন নি।

এ কথা অনস্বীকার্য, কোন কোন হাদীসে সাহাবীদের পক্ষ থেকে 'মুরতাদ' হত্যা বিষয়টির উল্লেখ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায়, ধর্মত্যাগের কারণে কাউকে শাস্তি দেয়া হয়নি বরং সশস্ত্র রাষ্ট্রদ্রোহের কারণে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল। ইয়েমেনে হযরত মা'য বিন জাবালকে যখন গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়, তখন এধরণের এক সশস্ত্র রাষ্ট্রদ্রোহী-মুরতাদ্‌দের হত্যার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। হযরত মহানবী (দ.)-এর মৃত্যুর পর, ইয়ামামার মুসায়লামা কায্যাব যে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগেই নবী হবার মিথ্যা-দাবী করেছিল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমেই 'কায্যাব' (বা চরম মিথ্যুক) নামে আখ্যায়িত হয়েছিল- তার নেতৃত্বে এক বিশাল-বাহিনী

মদিনার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এছাড়া আরও অনেক গোত্র ইসলাম পরিত্যাগ করে মদীনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেয়। এই সশস্ত্র-বিদ্রোহ দমনের অংশ হিসেবেই 'মুরতাদ' হত্যার বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ হযরত আবু বকরের যুগে দেখতে পাওয়া যায়। ধর্মত্যাগের অপরাধে নয় বরং সশস্ত্র রাষ্ট্রদ্রোহের কারণেই তাদেরকে শাস্তির মুখোমুখি করা হয়েছিল। যে-কোন সত্য-অনুসন্ধানী হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগের ইতিহাসটি তলিয়ে দেখলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। তা না হলে কুরআন পরিবেশিত শিক্ষা, মহানবী (সা.) প্রতিষ্ঠিত আদর্শ এবং যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে গৃহীত ব্যবস্থার মাঝে স্পষ্ট দ্বন্দ্ব ও বিরোধ সাব্যস্ত হবে, যা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। আজও যদি কোন দল বা গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র-বিদ্রোহ ঘোষণা করে, ইসলামের শিক্ষানুযায়ী তারাও হত্যাযোগ্য অপরাধী।

এখন বিতর্কিত হাদীসটির বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কথা বলে শেষ করতে চাই। ৬ এপ্রিলের সমাবেশে তিনজন আলেম পর পর মুরতাদের শাস্তি দাবী করে যে হাদিসটি উপস্থাপন করেন, সেটি ছিল: মাম্ বাদ্দালা দীনাহু ফাক্‌তুলুহু.। অর্থাৎ যে-ই নিজ ধর্ম ত্যাগ করবে, তাকে তোমরা হত্যা কর। রাজনৈতিক মাওলানারা এটি তাদের মোক্ষম খড়্গ হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু তাদের জন্য দুঃসংবাদ, বুখারীসহ অন্য চারটি উল্লেখযোগ্য হাদীস-গ্রন্থে এটি সংকলিত হওয়া সত্ত্বেও কুরআনের শিক্ষার পরিপন্থি হবার কারণে হাদীসটি আক্ষরিক-অর্থে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, এই রসূল নিজ পক্ষ থেকে কোন মনগড়া কথা বলেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর প্রতি ওহী করা না হয় (সূরা নাজম-৪-৫)। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন যে উৎস থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, সেই একই উৎস থেকে ওহী লাভ করে মহানবী (সা.) আমাদেরকে ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান দান করেছেন। অতএব কুরআনের সাথে রসূলুল্লাহ (সা.)-প্রদত্ত শিক্ষার কোন বিরোধ থাকতেই পারে না। যেক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ মুরতাদ-নাস্তিকদের জাগতিক কোন শাস্তির বিধান দেন নি, সেক্ষেত্রে এমন শিক্ষা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি কিভাবে আরোপ করা যেতে পারে?

বিখ্যাত তাফসীর-গ্রন্থ মুহাররার আল ওয়াজীয-এর প্রণেতা ইবনুল আতিয়া আল কুরতবী মুরতাদ্‌দের বিষয়ে নবীজী (সা.)-এর সমগ্র জীবনের আচরণ বর্ণনা করে বলেছেন, মহানবী (সা.) মুরতাদ বা কোন জিন্দিককে হত্যা করেছেন বলে কোন প্রমাণ কিতাবে নেই'... (ইসলামীক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'সীরাত বিশ্বকোষ'ঃ ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৫৭, জুন ২০০৩ সনে মুদ্রিত)।

আলোচ্য হাদীসের বর্ণনাকারীদের অর্থাৎ সনদের মাঝে 'ইকরামা' নামক একজন তাবেঈ আছেন। তিনি আবু জাহলের পুত্র ইকরামা নন বরং হযরত ইবনে আব্বাসের মুক্ত কৃতদাস এবং তাঁর এককালের দূর্বল ছাত্র। কিন্তু এই ইকরামা তার উত্তরসূরীর কাছ থেকে শেখা বা শোনা-বিষয় বর্ণনা করার ক্ষেত্রেও অবিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছেন। একবার হযরত ইবনে আব্বাসের (রা.) ছেলে আলী তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের প্রতি মিথ্যারোপের কারণে তাকে প্রকাশ্যে শাস্তিও দিয়েছিলেন। তিনি ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.)-এর কেবল বিরুদ্ধাচরণই করেন নি বরং তিনি খারিজী মতবাদের সক্রিয়-সদস্য ও প্রচারক ছিলেন, অর্থাৎ হযরত আলী (রা.)-এর প্রকাশ্য-শত্রু ছিলেন। অনেক হাদীস-বিশারদ তার খারিজী বা অধার্মিক-মতবাদ পোষণ করার জন্য তার বরাতে বর্ণিত হাদীসকে নির্ভরযোগ্য বা বিশ্বাসযোগ্য বলে গন্য করতেন না। (ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'ইসলামী বিশ্বকোষ'ঃ ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৬৯ জুন ২০০৬ সনে মুদ্রিত)। একইভাবে, হযরত মালেক বিন আনাস (রহ.) যিনি প্রাথমিক-যুগের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাদীসের সংকলন 'মুয়াত্তা'র সংকলক- তিনিও এ-ব্যক্তি অর্থাৎ ইকরামার সূত্রে কোন হাদীস গ্রহণ করতে বারণ করতেন। (দেখুন-বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার প্রকাশিত ড. মোহাম্মদ আব্দুল মাবুদ রচিত 'তাবেঈদের জীবন কথা'ঃ পৃষ্ঠা ৯৮।)

সুতরাং ইকরামার মত একজন খারেজী, অবিশ্বস্ত ও অনির্ভরযোগ্য রাবী (বা বর্ণনাকরী)-এর সূত্রে বর্ণিত কোন হাদীসের ওপর ভিত্তি করে মৃত্যুদন্ডের মত গুরুতর শাস্তির বিষয়টি মোটেও বিবেচ্য নয়।

ধর্ম হতে বিমুখ হওয়া এমন গর্হিত এক অপরাধ, যার শাস্তি আল্লাহ্ তাআলা নিজের হাতে রেখেছেন। আর জাগতিকভাবে প্রত্যেককে নিজের জ্ঞান অনুযায়ী নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দিয়েছেন। কেউ যদি কোন ধর্ম অবলম্বনের পর জ্ঞানের দিক থেকে তার সন্তুষ্টির কারণ না হয়, তাহলে সেটিকে বর্জন করারও অধিকার মানুষকে আল্লাহ্ তাআলা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, কুলিল হাক্কু মির রাব্বিকুম ফামান শাআ ফালইউমিন ওয়া মান শাআ ফালইয়াকফুর। অর্থাৎ কারো সামনে সত্য সমাগত হলে তার দু'টি অধিকার আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। একটি হল, সে এই সত্যকে সনাক্ত করে একে গ্রহণ করবে আর দ্বিতীয়টি হল তার মনপুত না হলে সে এটিকে বর্জন করবে। কিন্তু জাগতিক কোন শাস্তির বিধান কোথাও রাখেননি। অতএব এটা স্পষ্ট হল যে, ধর্মত্যাগের বা ধর্ম-বিমুখতার বা নাস্তিকতার জন্যে জাগতিক কোন শাস্তির বিধান ইসলামী-শরীয়তে নাই। এর শাস্তি শিরকের মতই স্বয়ং আল্লাহ্ নিজ হাতে রেখেছেন। অতএব, যে শাস্তি আল্লাহ্ স্বয়ং দিবেন, সেই শাস্তির ব্যবস্থা যদি ইহকালেই করা হয়, তাহলে কি, নাউযুবিল্লাহ, আল্লাহর বিধান-পরিপন্থি কাজ করছেন না?

masumon83@yahoo.com

(চলবে)

"আর কথা বলার ক্ষেত্রে তার চেয়ে উত্তম কে হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে ডাকে, সৎকর্ম করে এবং বলে, 'নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীদের একজন'?"

(সূরা ঃ হামীম আস্ সাজ্‌দা : ৩৪)

সত্যতার শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান

কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

আমার জন্মেরও ৫০ বছর আগের কথা। ১৯১২ সাল। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নিবাসী মরহুম সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব (রহ.) ঐ সনের ২৫ নভেম্বর খলীফাতুল মসীহ্-র নির্দেশে আহমদীয়াতের বয়আত গ্রহণ শুরু করেন যেভাবে আজো খলীফাতুল মসীহ্র পক্ষ থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন বুযুর্গব্যক্তি সত্যান্বেষীদের বয়আত গ্রহণ করে থাকেন। অত:পর জামা'ত প্রতিষ্ঠা হয় ১৯১৩ সালে । সেই সুবাদে এই বছর বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত (১৯১৩–২০১৩) এ দেশে আহমদীয়াতের শতবর্ষ পালন করার আয়োজন করেছে। মোহতরম আমীর, বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর নিকট আরজ করলে হুযূর আকদাস আমাদেরকে বাংলাদেশের আহমদীয়াতের শতবর্ষ পূর্তি-অনুষ্ঠান পালনের অনুমতি প্রদান করেন, (আলহামদুলিল্লাহ্)।

সেদিন যাঁরা এই যাত্রা শুরু করেছিলেন এবং আবেগের উচ্ছ্বাসে ভেবেছিলেন যে, এই শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে তাঁরাও উপস্থিত থাকবেন, প্রাকৃতিক-বিধানে আজ তাঁদের কেউ-ই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেই। তাঁদের অনেক প্রজন্মও বেঁচে নেই। পরবর্তিতে আমরা, যারা তাঁদের স্টার্ট করা যানে মাঝ-পথে আরোহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি, তাদের একটি দল গত ২৪ নভেম্বর তারিখ ট্রেন, বাস ও মটর যানে করে ঢাকা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাই। উদ্দেশ্য হচ্ছে, অদ্য রাতের শেষাংশে বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায ও ফজরের নামায পড়ার পর মরহুম মৌলানা সাহেবের কবর যিয়ারত করা ও তৎপর শতবর্ষের উদ্দেশ্যে তৈরী লগো উন্মোচন-উত্তর দোয়া করা এবং মিষ্টি-মুখের মাধ্যমে দ্বিতীয় শতবর্ষের দিনটির সূচনা করা। অনুষ্ঠান গাহে বেশী লোকের স্থান সংকুলান হবে না বিধায় এ মহতি অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য আমভাবে সবার অনুমতি ছিল না, যার কারণে অনেকেই ব্যথিত হয়েছেন। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নির্দেশক্রমে কেবল মাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমেলার সদস্যবর্গ, বিভিন্ন স্থানীয় জামাতের আমীর ও প্রেসিডেন্ট, মুরব্বী, মোয়াল্লেমগণ এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতের আমেলার সদস্যগণ এ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সৌভাগ্যক্রমে অনাড়ম্বর এ অনুষ্ঠানে পাকিস্তানবাসী দুই আহমদী বন্ধু মোহতরম জনাব লিয়াকত আলী শামসী ও শেখ সাঈদউল্লাহ্ সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। নির্ধারিত জামাতী অনুষ্ঠানাদির শেষে বেলা ১১টায় সেখানে প্রায় ৪০ জন সাংবাদিকের সমন্বয়ে দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্যের ওপর একটি সাংবাদিক সম্মেলন হয়। পরবর্তীতে তার কিছু প্রতিবেদন স্থানীয় ও জাতীয়-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ট্রেন যাত্রীদের জন্য টিকেট সরবরাহকারী জনাব জাহাঙ্গীর বাবুল বাংলাদেশ রেলওয়ের একজন কর্মী, আমাদেরকে জানালেন যে, বিকাল ৪টায় কমলাপুর হতে আমাদের নির্দিষ্ট ট্রেন মহানগর গোধূলী চিটাগাং-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। সেমতে (২৪/১১/২০১২ তারিখ) কেউ কমলাপুর স্টেশন, আবার কেউ বিমান বন্দর স্টেশন হতে ঐ ট্রেনে আরোহণ করেন। খাকসার বিমান বন্দর স্টেশন হতে ঐ কাফেলায় যোগদান করে। কামরা নং-'ঢ'। কামরায় প্রবেশ করে আমি হতবাক হয়ে যাই। ৩০ জনের একটি দল কামরার প্রায় অর্ধেকাংশ দখল করে বসে আছেন, যাদের অধিকাংশই ন্যাশনাল আমেলার সম্মানিত-সদস্য। একজন আরেকজনকে দেখে পুলকিত, আনন্দিত ও উল্লসিত। সালাম বিনিময় ও কোলাকুলির হিড়িক। এক অভিনব, অসাধারণ পবিত্র-অনুষ্ঠানে যোগদান করার নিমিত্তে তথায় যাওয়ার সুযোগ পেয়ে সবাই বিমল-আনন্দে আত্মহারা। প্রত্যেকের বদন প্রাণবন্ত-খুশিতে পরিপূর্ণ। মহান এক অনুষ্ঠানে যোগদান করার লক্ষ্যে সবাই মিলে যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করায় সবার মন প্রাণই আজ মহানন্দে ভরপুর থাকবে, এটাই স্বাভাবিক।

ট্রেনের কামরায় এহেন এক পরিবেশ বিরাজিত দেখে আমিও আনন্দাপ্লুত। আনন্দের আতিশয্যে কেউ উচ্চস্বরে গলাবাজি করছে, কেউ গুনগুন নযম গাচ্ছে, কেউ আবার হাস্য-কৌতুক পরিবেশন করে রসেভরা যাত্রাপথকে আরো রসালো করছে। আমাদের বন্ধু, বিশিষ্ট-ক্যামেরাম্যান জনাব খালেদ আবদুল বারী আমাদের ভবিষ্যৎ-প্রজন্মকে এ ভ্রমণের স্মৃতি উপহার দেওয়ার নিমিত্তে ট্রেনের এসব সুখের স্মৃতিগুলিকে ক্যামেরা বন্দি করছেন। আনন্দের আধিক্যে কেউ কেউ আবার বন্ধুদেরকে কলা, চিপস, বাদাম কিংবা চা দিয়ে আপ্যায়ণ করছেন। কেউ আবার অর্ধাঙ্গিনীর স্বহস্তে-তৈরী বিস্কিট, কেক খাওয়াচ্ছেন। সবমিলে ট্রেনের 'ঢ' নং কামরায় স্বর্গীয়-আনন্দের এক মহা-সমাবেশ! ভ্রমণ পথে কতক খোদ্দাম, লাজনা-ইমাইল্লাহ্-এর সদস্যাও আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। সবার সমন্বয়ে মহানন্দ উপভোগ করে করে স্বল্প-সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ-সন্ধ্যে ৭টায় আমরা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া স্টেশনে এসে পৌঁছলাম। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার আমীর সাহেবের নির্দেশে তদীয় জামাতের কতক খাদেম ও নাসের এসে আমাদেরকে আন্তরিক-আলিঙ্গনে রিসিপশন জানালেন। মটর-যানে আমরা সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটে মসজিদুল ওয়াহেদ-এ এসে মূল-অনুষ্ঠানে যোগ দিলাম।

মসজিদে ঢুকেই দেখি, সেখানে মহাসমাবেশ, আড়ম্বরপূর্ণ, আয়োজন, যেখানে তিল ধারণের ঠাঁই নাই। বন্ধুদেরকে কিছুটা বিরক্তি দিয়ে অনুযোগের মাধ্যমে কোন-রকমে এক কোণায় বসে পড়লাম। ন্যাশনাল আমীর সাহেব দিবসটির তাৎপর্যের ওপর হৃদয়-নিংড়ানো ভাষণ দিচ্ছেন। খাবারের জন্য পাশেই গরুর মাংসসহ খাদ্য রান্না হচ্ছে। মহা ব্যস্ততায় তদীয় জামাতের কর্মীগণ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। না-শীত, না-গরম আবহাওয়ার অনুকূল-পরিবেশে খাদেমগণ সচেতন মনোযোগে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করছে। অনুভব করলাম, সর্বত্রই যেন স্বর্গীয়-আনন্দের-ঢেউ। রাতের খবার গ্রহণ পূর্বক কেউ মসজিদুল ওয়াহেদ কিংবা মৌলভী-পাড়ার ঋষি-পুরুষ মৌলানা সাহেবের শতবর্ষের পুরাতন মসজিদ-মসজিদুল মাহ্দীতে নিদ্রা যাপনে গেলেন।

শেষ রাত ৩টায় নিদ্রাশেষে আমরা কতকজন মসজিদুল মাহদীতে চলে গেলাম তাহাজ্জুদ-নামাযে যোগদান করার জন্য। ভোর ৪টায় তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামায পড়ার পর ছোট-আঙ্গিকে একটি অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য সবাই মসজিদ গাহে বসে পড়লাম। সেখানে আমরা প্রায় ২০০ জন একত্রে নামায পড়লাম।

বিভিন্ন জামাতের আমীর ও প্রত্যন্ত-অঞ্চল হতে আগত প্রেসিডেন্টগণ দিবসটির গুরুত্বের ওপর যার যার অনুভূতি-মিশ্রিত বক্তব্য পেশ করলেন। এমটিএ কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটিই ধারণ করে। এটা ছিল অতিব মনমুগ্ধকর ও হৃদয়গ্রাহী একটি অনুষ্ঠান। উপস্থিত প্রত্যেক ভ্রাতা অত্যন্ত হৃদ্যতার সাথে বক্তাগণের মনোভাব ও অনুভূতি উপভোগ করলেন। জনাব আফজাল আহমদ খাদেম, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা ও জনাব হামিদুর রহমান, সেক্রেটারী ফাইনান্স, বাংলাদেশ জামা'ত, তাঁদের স্মৃতি মন্থন করতে গিয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন, যার প্রভাবে শ্রোতাদের অনেকের চোখেই অশ্রু টলমল করছিল। বক্তব্যে মাঝে আহসান হাবীব জয় ও তার সাথীদ্বয় শতবর্ষকে উপলক্ষ্য করে তারই লেখা একটি কোরাস পরিবেশন করে, যার ফলে অনুষ্ঠানটি আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। অত:পর শতবর্ষ পূর্বে প্রয়াত মৌলানা সাহেবের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে সবাই যার যার খুশীমত ছবি তোললেন। ক্ষণিক পরেই ন্যাশনাল আমীর সাহেবের হাতের পরশে শতবর্ষের লগো উন্মোচন করা হলো। পরে দোয়া-শেষে মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে দিনের নির্ধারিত অনিন্দ্য-সুন্দর একটি কর্মসূচী সমাপ্ত হলো। বেলা ১১টায় সাংবাদিক সম্মেলন হয়।

শ্রদ্ধাষ্পদ মৌলানা মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব আজ আর আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, আত্মীকভাবে তিনি ও অন্যান্যরা আমাদের সাথে ছিলেন এবং আছেন। শত-সহস্র শ্রদ্ধায় আজ আমরা তাদেরকে স্মরণ করছি। তাদের ত্যাগ ও অকৃত্রিম ভালবাসার বদৌলতেই আমরা আজ এ সওগাত লাভ করেছি। সেজন্য আমরা তাদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এ কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ অশ্রুঝরা- চিত্তে দোয়া করছি, রহমান খোদা তদেরকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন, তাদের পরকাল পরম সুখের হউক, খোদা তাাদের একান্ত- সাথী হউন।

পরিশেষে এমটিএ-কর্তৃপক্ষকে মোবারকবাদ ও দোয়া জানাচ্ছি, যার সদস্যগণ সারারাত জেগে ক্লান্তিহীন শ্রম দিয়ে অনুষ্ঠানের সবগুলি পর্ব ক্যামেরায় ধারণ করে ভবিষ্যতে আগত দ্বিতীয় শতবর্ষ উদযাপনকারীদের জন্য এ স্মৃতিসমূহ সংরক্ষণ করে রাখার চেষ্টা করেছেন। মহান আল্লাহ্ তাদেরকে এ নেক-প্রচেষ্টার উত্তম-পুরস্কার দান করুন, আমীন।

ইসলাম-ই আমাদের ধর্ম

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন:

"আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারাংশ ও সারমর্ম হলো- **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্**। এ পার্থিব জীবনে আমরা যা বিশ্বাস করি এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ও তাঁরই প্রদত্ত তওফীকে যা নিয়ে আমরা এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করবো তা হচ্ছে, আমাদের সম্মানিত নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) হলেন **'খাতামান্ নবীঈন'** ও **'খায়রুল মুরসালীন'** যাঁর মাধ্যমে ধর্ম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং যে নেয়ামত দ্বারা সত্যপথ অবলম্বন করে মানুষ আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস রাখি, কুরআন শরীফ শেষ ঐশী-গ্রন্থ এবং এর শিক্ষা, বিধান, আদেশ ও নিষেধের মাঝে এক বিন্দু বা কণা পরিমাণ সংযোজনও হতে পারে না আর বিয়োজনও হতে পারে না। এখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কোন ওহী বা ইলহাম হতে পারে না যা কুরআন শরীফের আদেশাবলীকে সংশোধন বা রহিত কিংবা কোন একটি আদেশকেও পরিবর্তন করতে পারে। কেউ যদি এমন মনে করে তবে আমাদের মতে সে ব্যক্তি বিশ্বাসীদের জামাত বহির্ভূত, ধর্মত্যাগী ও কাফির। আমরা আরও বিশ্বাস রাখি, সিরাতে মুস্তাকীমের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া তো দূরের কথা, কোন মানুষ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ছাড়া এর সামান্য পরিমাণও অর্জন করতে পারে না। আমরা আমাদের নবী (সা.)-এর সত্যিকার ও পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া কোন ধরনের আধ্যাত্মিক সম্মান ও উৎকর্ষ কিংবা মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করতে পারি না।"

[ইযালায়ে আওহাম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮]

নারী-স্বাধীনতা : ইসলামী প্রেক্ষিত

এস, এম, মাহমুদুল হক

আধুনিক-বিশ্বে পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের উন্নয়নের স্বার্থে নারী, পুরুষ-উভয়কে যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে অবদান রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়। বর্তমান সমাজকে সভ্য-সমাজ বলতে পারছি না। কেননা, সভ্য-সমাজে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানী, দূর্নীতি, আত্মসাৎকারী, খুনী, ধর্ষণকারী, মদখোর এবং সামাজিক-অপরাধী'র বিচরণ- ভূমি থাকে না, যা আমাদের প্রতিটি সমাজে আছে। আমাদের ডানে আছে, আমাদের বামে আছে। নারীদের আজ আর পূর্বের অবস্থা নেই যে, তাকে পিতা-মাতা একটা নির্দিষ্ট বয়সে উপনীত হওয়ার পর বিয়ে দিয়ে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন বলে মনে করেন। আর মেয়েকে এ শিক্ষা দেওয়া হত তোমার কাজ সন্তান জন্ম দেয়া এবং সংসার সামলানো। যদিও এটা নারী-পুরুষদের মৌলিক কাজ, কিন্তু ইসলাম কেবলমাত্র নারীকেই এগন্ডিতে আবদ্ধ রাখে নি। ইসলাম এমন একটি পবিত্র-ধর্ম, যা নারী-পুরুষ প্রত্যেকের অধিকার অত্যন্ত সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করে এবং একটি সুন্দর সমাজ গঠনে প্রত্যেক নারী পুরুষের অবদান রাখার ওপর গুরুত্ব দেয়। যেমন-ইসলামের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন- "দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত প্রতিটি মুসলমান নর-নারীর বিদ্যা অর্জন করা ফরজ। এখানে সমানভাবে নারী-পুরুষ উভয়ের শিক্ষার বিষয়ে তাগিদ করা হয়েছে।

আমাদের প্রিয়-নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'সমগ্র পৃথিবীটাই সম্পদ। আর পৃথিবীর সর্বোত্তম সম্পদ হল সৎকর্ম-পরায়ণা স্ত্রী।

পর্দার ব্যাপারে নারীর আগে পুরুষকে পর্দা করার, তারপর নারীদেরকে পর্দার তাগিদ করা হয়েছে। পর্দার উদ্দেশ্য কি? পর্দার মূল-উদ্দেশ্যই হল প্রত্যেকের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা। সামাজিক-কদাচার হতে বাঁচার জন্যই পর্দা পালনের এ নির্দেশনা। নারী এবং পুরুষ উভয়েরই মর্যাদা বৃদ্ধি করে পর্দা।

পবিত্র কুরআনের কোথাও এমন শিক্ষা দেয়া হয়নি, যা নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য তৈরী করে। বরং প্রত্যেক নর-নারীকে তার নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের গন্ডি নির্ধারণ করে তা পালনের মাধ্যমে ব্যক্তি-জীবনে, সামাজিক- জীবনের, এবং রাষ্ট্রীয়-জীবনের শান্তি ও কল্যাণকে নিশ্চিত করার একটি বৈষম্যহীন-শিক্ষা উপস্থাপন করা হয়েছে, যা অবলম্বনের মাধ্যমে প্রতিটি নর-নারী প্রতিটি পরিবার একটি 'শান্তির বার্তা' বহনকারী হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও আজ আমরা সত্যি এমন একটি শ্রেণীকে দেখতে পাই, যারা নারী-নীতির নামে ইসলামের বিধানের ওপর আপত্তি তোলে। আর যারা আপত্তি তোলে, তাদের অধিকাংশই আসলে ধর্মের ধার ধারে না। নিজে মুসলমান হলেও বিয়ে করেন হিন্দু বা খৃষ্টানকে। ধর্ম তাদের কাছে উপেক্ষিত। ধর্ম নিয়ে কোন গবেষণা নেই। কোন বিষয়কে তাৎপর্য সহকারে বুঝুক বা না-ই বুঝুক, আপত্তি এবং অপব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত পটু।

যেমন, কোন কোন নারী বলেন, কুরআনে বলা হয়েছে, 'একজন ছেলে পিতার সম্পত্তিতে যা পাবে, মেয়ে পাবে তার অর্ধেক'-এখানে বৈষম্য করা হয়েছে, আল্লাহ্ ন্যায় বিচার করেন নাই (নাউযুবিল্লাহ)। আরেকটু বাড়িয়ে বললে ইসলাম ন্যায় বিচার করেন নাই।

অথচ পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত, নির্ভুল এবং বৈষম্যহীন। কেননা, একজন পুরুষ কেবলমাত্র তার পিতার সম্পত্তি থেকে অংশ লাভ করে, অপরপক্ষে একজন নারী তার পিতা, স্বামী এবং মায়ের নিকট হতে অংশ লাভ করে থাকেন।

একজন নারী-নেত্রী টেলিভিশনের পর্দায় কথা বলছিলেন। আপত্তি তুলেন 'ইসলামে নারী-পুরুষের বৈষম্য করা হয়েছে, আর এটা এভাবে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "ছেলে জন্ম নিলে ২টি ছাগল আকিকা করতে হবে, আর মেয়ে জন্ম নিলে ১টি'। অত্যন্ত যৌক্তিক কথা তিনি (সা.) বলেছেন, কেননা-আমাদের সমাজে কারো ছেলে- সন্তান জন্ম নিলে তার আনন্দের ইয়াত্তা থাকে না এবং সে মনে করে, 'অনেক বড় ধন পেলাম। আর এ জন্যই মুহাম্মদ (সা.) এর নির্দেশ, 'যেহেতু তোমরা মনে কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে অনেক বড় নেয়ামত দিয়েছেন, সুতরাং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য বেশি খরচ কর'।

বর্তমানে দেখা যায় অধিকাংশ মায়েদের সন্তান প্রসব কাজ সম্পন্ন হয় ক্লিনিক বা হাসপাতালে। যদি ডাক্তার বলেন মেয়ে জন্ম নিলে ১০,০০০/- টাকা দিতে হবে, আর ছেলে জন্ম নিলে ২০,০০০/- তাহলে কি কেউ তা মেনে নিবেন? নিবে না। কেননা, বাহ্যিক-দৃষ্টিতে এটা জরিমানা ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং এখানে মেয়েদের মর্যাদা কম হয়নি বরং পরোক্ষ ভাবে বাড়ানো হয়েছে।

বর্তমান যুগে নারী-স্বাধীনতার নামে মেয়েদের কারণে-অকারণে পর্দাহীন ভাবে বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়, যার মাধ্যমে নারীদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট-নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও ধর্মের অনুশাসনের পরওয়া না করে তাদের সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হচ্ছে।

একটি উদাহরণ দিচ্ছি,–রাজা-বাদশাহ্‌দের যুগে তাদের বিনোদনের জন্য প্রমোদ-শালা থাকত। আর সেখানে মেয়েদের নাচ-গান হত, রাজা বাদশাহরা তা দেখতেন এবং আনন্দ উপভোগ করতেন। রাজার পমোদ শালায় যে মেয়েরা নাচত, তাদেরকে ভাল চরিত্রবতী-নারী, বলে কেউ মনে করত না। আর তাদের সংখ্যাও খুব কম। কিন্তু আজ আমরা কি দেখতে পাই? সরকারী-বেসরকারী বড় বড় অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে শত শত মেয়েদের নাচানো হয়, আর হাজার হাজার মানুষ বসে তা উপভোগ করেন। আধুনিক-বিশ্বে সংস্কৃতিক-অনুষ্ঠানের নামে মেয়েদেরকে আনন্দ-উপভোগের বস্তু বানিয়ে তাদের সম্মান নষ্ট করা হচ্ছে, কোন নারী কি তা বোঝে? টেলিভিশনের প্রতিটি বিজ্ঞাপনে, খেলার মাঠে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নামে টাকা দিয়ে ভাড়া করে হাজার হাজার মানুষের সামনে মেয়েদেরকে নোংরাভাবে প্রদর্শন করে নারীদের সম্মান কি বৃদ্ধি করা হচ্ছে? 'আইয়ামে জাহেলিয়াতে' মেয়েদেরকে নাকি পন্য-দ্রব্যের ন্যায় বিক্রি করা হত। আর আধুনিক বিশ্বে মেয়েরা নিজদেরকে পণ্য-দ্রব্যের ন্যায় বিক্রি করে। পার্থক্য কেবল এতটুকু, তখন নারীদেরকে বাধ্য করা হত, আর আজ আধুনিকতার ছোঁয়ায় নারীরা নিজেরাই নিজদেরকে পণ্য-দ্রব্যের ন্যায় বিক্রি করে। এটা কি নারীর সম্মান বৃদ্ধির কোন কারণ হতে পারে?

আর ইসলাম একজন নারীর মর্যাদা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেখুন। আমাদের প্রিয়-নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'সমগ্র পৃথিবীটাই সম্পদ। আর পৃথিবীর সর্বোত্তম সম্পদ হল সৎকর্ম-পরায়ণা স্ত্রী। কোন নারী যদি সৎকর্ম-পরায়ণা, আদর্শবান এবং স্বামীর অনুগত হয়, তবেই তো সে সর্বোত্তম সম্পদ হবে স্বামীর কাছে।

তিনি (সা.) আরও বলেন, 'মায়ের পদতলে সন্তানে বেহেশ্‌ত'। কোন মা যদি ইসলামী-আদর্শ ধারণ, লালন এবং অনুশীলন করে জান্নাতি-মা হতে পারে, তবে তখনই তিনি তার সন্তানকে জান্নাত উপহার দিতে পারেন। কেননা, সুমিষ্ট-ফলের আশা আমরা তখনই করতে পারি, যদি গাছটি ভাল হয়।

আল্লাহ্ তাআলা "পুরুষদেরকে নারীদের ওপর অভিভাবক করেছেন।" আর তা এজন্য যে, নারী কোন ভাবেই পুরুষ-অভিভাবক ছাড়া চলতে পারে না। আর পুরুষকে এজন্য অভিভাবক করা হয়েছে, যেন সে সার্বিক ভাবে স্ত্রীকে হেফাযত করতে পারে। তার মৌলিক-চাহিদা, তার নিরাপত্তা, তার সুষ্ঠু জীবন-ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা একজন নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন, কোন ভাবেই তাদের মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হয়নি। যেমন–সূর্য এবং চন্দ্র, উভয়ই আল্লাহ্ তাআলার একটি অপূর্ব-সৃষ্টি সূর্যের বৈশিষ্ট হল সে নিজেই আলো ছড়াতে পারে। কিন্তু চন্দ্র সূর্যের দ্বারা আলোকিত হয়ে পৃথিবীতে আলো ছড়ায়। আর এজন্য কোন ভাবেই চন্দ্রের যে সৌন্দর্য, তা বিনষ্ট হয় না বরং অন্ধকার-রাতে চাঁদের আলো-ই মানুষকে বেশি পুলকিত করে।

সুতরাং, আল্লাহ্ তাআলা-প্রদত্ত যে বিধান রয়েছে, তা অপূর্ব-সুন্দর এবং সাবলীল। যদি সঠিক ধর্মীয়-জ্ঞান থাকে, তাহলে এর দ্বারা মানবজাতি কেবল উপকারই পেতে পারে। আর তা না হলে মনে কেবল কু-চিন্তা দানা বাধতে থাকবে, যা ব্যক্তি, তথা সামাজিক-জীবনে সর্বনাশের কারণ হবে।

আল্লাহ্ তাআলা ইসলামের অনুসারী প্রত্যেক নর-নারীকে ইসলামের সঠিক ধর্মীয়-জ্ঞান অর্জনের সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে
আপনিও অংশ নিন

পাক্ষিক আহমদী'র 'নবীনদের পাতা'র পাশাপাশি প্রতি মাসের শেষ সংখ্যায় পাঠকদের লেখা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে **'পাঠক কলাম'**। এবারের পাঠক কলামের বিষয়-

"সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সর্বাবস্থায় ইসলাম পরিপন্থি"

আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। লেখা পাঠানোর আগে মনে রাখবেন- লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে। লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২০ জুন, ২০১৩-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১,
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

"যদি কেউ পর্দা পরিত্যাগ করে তাহলে এর অর্থ হচ্ছে সে কুরআনের অবমাননা করে"

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)

নবীনদের পাতা-

খলীফা নির্বাচন করেন আল্লাহ্

রশিদ আহমদ
শিক্ষার্থী, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।

প্রথমে আমরা জেনে নেই 'খলীফা' শব্দের অর্থ কি? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'খলীফা' বলা হয় 'স্থলাভিষিক্তকে', যিনি ধর্মকে পুনর্জীবন দান করেন। নবীগণের অন্তর্ধানের পর যে অন্ধকার ছেয়ে যায়, তা দূর করার জন্য নবীর স্থানে যিনি দাঁড়ান, তাঁকে 'খলীফা' বলা হয় (মলফুযাত, ২য় খন্ড, পৃ: ৬৬৬)।

খলীফা স্বয়ং আল্লাহ্ নির্বাচন করেন। যদিও বাহ্যিক-দৃষ্টিতে আমরা দেখি, মু'মিনদের নিজস্ব রায়ে খলীফা নির্বাচিত হন। কিন্তু এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, ঐ সময় মু'মিনদের হৃদয় আল্লাহ্‌র ঐশী-হস্তক্ষেপের ফলশ্রুতিতে তারা তাঁকেই নির্বাচিত করেন, যাকে মূলত: খোদা তাআলা পূর্বেই নির্বাচন করে রেখেছেন।

কুরআন করীমের সূরা নূরের ৫৬নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

'ওয়াআদাল্লা হুল্লাযিনা আমানু মিনকুম ওয়া আমেলুস সালেহাতে লাইয়াসতাখলেফন্নাহুম ফিল আরদে কামাস তাখলাফাল্লাযিনা মিন কাবলেহিম।'

অর্থাৎ তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের খলীফা বানাবেন, যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে খলীফা বানিয়েছিলেন। এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, 'খলীফা আল্লাহ্ তাআলাই নির্বাচিত করে থাকেন'। এখানে 'লামে তাকীদ' ব্যবহার করে এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, খলীফা বানানো কোন মানুষ বা রাষ্ট্রের কাজ নয়, বরং তা স্বয়ং আল্লাহ্‌র কাজ। আর এ কারণেই এই যুগের নামধারী আলেম এবং রাষ্ট্রপতিদের জোর চেষ্টা-প্রচেষ্টার পরেও তারা কোন খলীফা দাঁড় করাতে পারেনি। নামেমাত্র যে খেলাফত অবশিষ্ট ছিল, তা-ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

অপর এক সূরায় ফেরেশ্‌তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ তাআলা বলেন– ***'ইন্নী জায়েলুন ফিল আরদে খালিফাতা'*** নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করতে যাচ্ছি, (সূরা বাকারা : ৩১)।

আরেক সূরায় আল্লাহ্ তাআলা হযরত দাউদ (আ.)কে উদ্দেশ্য করে বলেন, ***'ইয়া দাউদু ইন্না জাআলনাকা খালীফাতান ফিল আরদি'***- 'হে দাউদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছি' (সূরা সাদ : ২৭)।

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ বার বার এই ঘোষণাই দিয়েছেন যে, খলীফা স্বয়ং তিনিই নির্বাচন করে থাকেন। এখন আপনাদের সামানে আমি কিছু হাদীস উপস্থাপন করবো, যেগুলোতে আল্লাহ্-ই যে খলীফা নির্বাচন করেন, তা স্পষ্ট করা হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন– রসূল করীম (সা.) তাঁর শেষ অসুস্থতার সময় বলেন, 'আমি আবু বকরকে আমার পর খলীফা নিযুক্ত করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমি পরক্ষণেই চিন্তা করলাম এটি খোদার কাজ। খোদা আবু বকর ব্যতীত অন্য কাউকে খলীফা হতে দিবেন না। আর খোদার ইচ্ছার অধীনে মু'মিনদের জামাত আবু বকর ব্যতীত অন্য কারো খেলাফতে সন্তুষ্ট হবে না' (বুখারী কিতাবুল আহকাম)।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন– মহানবী (সা.) হযরত ওসমান (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাকে একটি জামা পরিধান করাবেন। আর যদি মুনাফিকরা তোমার কাছ থেকে সে জামা খুলে ফেলার দাবী জানায়, তবে তা কখনও খুলিও না। সেই পর্যন্ত, এমনকি এভাবেই তুমি আমার সাথে মিলিত হবে'। এই কথা তিনি (সা.) তিনবার বলেন (মুসনাদ আহমদ)।

হযরত ওসমান (রা.) সাহাবাদের এক বৈঠককে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আল্লাহ্ তাআলা আবু বকরকে খলীফা বানিয়েছেন। আল্লাহ্‌র কসম, আমি না কখনো তাঁর অবাধ্য হয়েছি, আর না কখনও তাঁকে ধোকা দিয়েছি। তারপর আল্লাহ্ ওমরকে খলীফা নিযুক্ত করলেন। খোদার কসম, আমি কখনও তার হুকুমকে অস্বীকার করিনি, আর কখনও ভুল-ব্যাখ্যাও করিনি। তারপর আল্লাহ্ আমাকে খলীফা বানালেন। আমার কি তোমাদের ওপর সেই অধিকার নাই, যা পূর্বের খলীফাদের আমার ওপর ছিল' (বুখারী কিতাবুল মুনাকেব)।

মুনাফিকরা যখন হযরত ওসমান (রা.)-কে খেলাফত থেকে সরে দাঁড়ানোর দাবী জানায়, তখন তিনি বলেন– "খোদা আমাকে যে জামা পরিধান করিয়েছেন, আমি তা কখনও পরিত্যাগ করতে পারি না" তবাকাতে কুবরা খ-৩ পৃ: ৭২)।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) হযরত হাফ্‌সা (রা.) কে বলেন, 'আমার পর আবু বকর খলীফা হবে। তারপর তোমার পিতা [অর্থাৎ ওমর (রা.)] খলীফা হবে'। হাফসা (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাকে এই সংবাদ কে জানিয়েছে'? রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন–'আমাকে আলীম ও খাবীর খোদা সংবাদ দিয়েছেন' (তফসীরে সাফি খ-২ পৃ: ৭১৬)।

উপরোক্ত হাদীস সমূহে যারা প্রথম তিন খলীফার খেলাফত নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তাদেরকে উপযুক্ত-জবাব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌র নিকট তাদের গ্রহণীয়তা এবং আল্লাহ্‌ই যে খলীফা নিযুক্ত করেন, তা স্পষ্ট

করা হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন–

'মহানবী (সা.) তাঁর পর কেন কোন খলীফা নিযুক্ত করেন নি? এর মাঝে এই রহস্য ছিল যে, তিনি (সা.) খুব ভালভাবে জানতেন, আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং একজন খলীফা নিযুক্ত করবেন। কেননা, এটি খোদারই কাজ। খোদার নির্বাচনে কোন ত্রুটি নাই। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)কে এই কাজের জন্য খলীফা নিযুক্ত করেন। এবং সত্য সর্বপ্রথম তার হৃদয়েই অবতীর্ণ করেছেন' (মলফুজাত, ৫ম খন্ড পৃ: ৫২৪)।

তিনি (আ.) আল্ ওসীয়্যত পুস্তকে বলেন–

"সার কথা হলো, খোদা তাআলা দুই-প্রকার কুদরত প্রকাশ করেন, ১। নবীদের মাধ্যমে তাঁর শক্তির এক হাত প্রকাশ করেন, ২। অপর হাত এরূপ সময় প্রদর্শন করেন, নবীর মৃত্যুর পর যখন বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রু শক্তি লাভ করে মনে করে যে, এখন নবীর কাজ ব্যর্থ হয়ে গেছে। তখন তাদের এ প্রত্যয়ও জন্মে যে, এখন জামাত ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এমন কি, জামাতের লোকজনও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন, তাদের কোমর ভেঙ্গে পড়ে এবং কোন কোন দূর্ভাগা মুরতাদ হয়ে যায়। খোদা তাআলা তখন দ্বিতীয়বার নিজ মহা কুদরত প্রকাশ করেন এবং পতনোম্মুখ জামা'তকে রক্ষা করেন। সুতরাং শেষ-নাগাদ যারা ধৈর্য অবলম্বন করে, তারা খোদা তাআলার এই মু'জিযা দেখতে পায়। যেভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর সময় হয়েছিল।"

হাঁ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মৃত্যুর পর শত্রুরা যখন জামাতের ধ্বংস দেখার জন্য খুশিতে বগল বাজাচ্ছিল, তখন খোদা তাআলা ***'কামাস তাখলাফাল্লাযীনা মিন কাবলেহীম'***-ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পূনরায় সত্য জামাতকে উদ্ধারের জন্য দ্বিতীয়-কুদরত প্রকাশ করে হযরত মৌলভী হেকিম নূরুদ্দীন (রা.)কে খলীফা নিযুক্ত করেন। আর মু'মিনদের হৃদয় থেকে ভয়-ভীতি, উৎকণ্ঠা দূর করে তাদের হৃদয়কে প্রশান্ত করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) বলেন–

"এ মসজিদে দাঁড়িয়ে আমি একথা ঘোষণা করছি যে, যেরূপ আদম (আ.), দাউদ (আ.) আবুবকর (রা.) ও উমর (রা.) কে আল্লাহ্ তাআলাই খলীফা বানিয়েছেন, সেরূপ আমাকেও তিনিই খলীফা বানিয়েছেন।

যদি কেউ বলে যে, 'আঞ্জুমান খলীফা নিযুক্ত করেছে', তবে সে মিথ্যাবাদী। এরূপ ধারণা ধ্বংসন্মুখতায় উপনীত করতে পারে। তোমরা এথেকে বাঁচ। আবার শোন, কোন মানুষ আমাকে খলীফা বানায়নি এবং কোন আঞ্জুমানও খলীফা নিযুক্ত করে নি এবং আমি কোন আঞ্জুমানকে এর উপযুক্তও মনে করি না যে, তা খলীফা নিযুক্ত করতে পারে। আমাকে কোন আঞ্জুমান খলীফা করেনি এবং এর খলীফা করারও আমি কোন মর্যাদ করি না। তেমনি, তৎকর্তৃক নির্বাচিত খিলাফত বর্জনেও আমি ভ্রুক্ষেপ করি না। এখন কারো এ শক্তি নাই যে, আমার থেকে খেলাফতের এই ভূষণ ছিনিয়ে নেয়" (অল হাকাম- ১৯১২ খ্রি: ২১ ও ২৮ জুন)।

খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন–

'আমাকে তিনি সেভাবেই খলীফা বানিয়েছেন, যেভাবে পূববর্তীগণকে বানিয়েছিলেন।

আমি ভীষণ আশ্চর্যান্বিত হয়েছি যে, আমার মত অযোগ্য-লোককে কিভাবে তাঁর পছন্দ হয়েছে। যা-ই হোক, তিনি আমাকে পছন্দ করেছেন। এখন কোন মানুষ আমার থেকে এই ভূষণ খুলে নিতে পারবে না, যা তিনি আমাকে পরিধান করিয়েছেন। এটি খোদার-ধর্ম। আর কে আছে যে, আমার কাছ থেকে খোদার দান ছিনিয়ে নিবে'?

(আনওয়ারুল উলুম দ্বিতীয় খন্ড পৃ: ১৪-১৫)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহ.) ১০ মার্চ ১৯৭২ইং তারিখে মসজিদ মোবারক রাবওয়াতে জুমুআর খুতবায় বলেন–"আমি আজ সেই আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, যার নামে মিথ্যা কসম খাওয়া অভিশপ্তদের কাজ; এই মসজিদে দাঁড়িয়ে এই ঘোষনা দিচ্ছি, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে গভীর ভালবাসার সাথে বলেছেন, হে দাউদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীর বুকে খলীফা বানিয়েছি। সুতরাং আমি এজন্য খলিফা নই, তোমাদের একদল মানুষ আমাকে নির্বাচিত করেছে। বরং আমি এজন্য খলীফা হয়েছি যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে নির্বাচিত করেছেন এবং খলীফা বানিয়েছেন এবং গভীর ভালবাসা-পূর্ণ শব্দ সমূহ দ্বারা আমাকে সম্বোধিত করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা খলীফা নির্বাচিত করে থাকেন। এটা মানুষের কাজ নয়। আর যাকে আল্লাহ্ খলীফা বানান, সে তো মানুষের কাজের ওপর থুতুও ফেলে না, আর না মানুষের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে"।

খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) জুমুআর খুতবায় বলেন, 'আমার নিজ ব্যক্তিত্বের কোনই মূল্য নেই। আমার ভেতরের অবস্থা তো বলার মত নয়। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা যেহেতু খলীফা বানিয়েছেন, আমাকে খেলাফতের আসনে বসিয়েছেন, তাই যে আহমদীর অন্তরে খলীফার প্রতি ভালবাসা নেই, অথবা মাকামে খেলাফতের সাথে প্রকৃত ভালোবাসা নেই, তার পক্ষে যুগ-খলীফার দোয়াও কবুল হবে না' (দৈনিক আল ফযল-১৭ জুলাই১৯৮২)।

খলীফাগণের এমন দৃঢ়-দাবী আর তাদের দ্বারা জামা'তের উত্তরোত্তর উন্নতি এবং চরম সংকটাপন্ন অবস্থায় তাদের স্বপক্ষে খোদার সাহায্য কি এটি প্রমাণ করে না যে, তাদের দাবী সত্য? তাদেরকে আল্লাহ্ই নির্বাচন করেছেন?

আমরা কেবলমাত্র খলীফাগণের দাবীর ভিত্তিতেই বলছি না যে, আল্লাহ্ খলীফা নির্বাচন করেন। বরং খলীফা নির্বাচনের পূর্বাপর ঘটনাবলী বিশ্লেষণ এবং খলীফাগণের চালচলন, কথা-বার্তায় আল্লাহ্ তাআলার সাহায্যের স্পষ্ট-ছাপ দেখে আমাদের হৃদয় এই সাক্ষ্য দেয় যে, স্বয়ং আল্লাহ্ খলীফা নির্বাচন করেন।

হযরত আবু বকর (রা.) কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন, কথায় কথায় কেঁদে ফেলতেন। খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর অসামান্য দৃঢ়তা প্রদর্শন করে সকল প্রকার বিদ্রোহ দমন করে ইসলামের মাঝে এমন শৃঙ্খলা আনয়ন করেন, যার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী খলীফাগণ বড় বড় বিজয় অর্জন করেছেন।

এমন কোমল হৃদয়ের অধিকারী এমন দৃঢ়তা কোথা থেকে পেল? অনুরূপভাবে 'খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত'-ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে আহমদীয়া জামা'তের প্রথম-খলীফা নির্বাচন এবং তার বিরোধিতা সত্ত্বেও তার সফলতা, দ্বিতীয়-খলীফা নির্বাচনের সময় সাময়িক অনিশ্চয়তা এবং সফলভাবে খেলাফত নির্বাচন, আর তাঁর দীর্ঘ-খেলাফতকাল

অতিবাহিত করা, অনুরূপভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ খলীফা নির্বাচনের সময় শত্রুর হস্তক্ষেপ ও তাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও খলীফা নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়া, তাদের দ্বারা জামা'তের আকাশ-ছোঁয়া উন্নতি কি এটিই প্রমাণ করে না যে, খলীফা নির্বাচন করেন আল্লাহ্ এবং তার ওয়াদা অনুযায়ী তিনি খলীফাদেরকে সাহায্য করেন ও মু'মিনদের জামা'তকে উন্নতি দান করেন।

খেলাফতের বিরোধিরা আজ কোথায়? মোহাম্মদ আলী ও তার সঙ্গীদের করুণ-পরিনতি আজ কারো অজানা নয়। খেলাফতের সাথে ঔদ্ধ্যত্তপূর্ণ আচরণের জন্য ভূট্টো কিভাবে ধ্বংস হয়েছে, তা সবারই জানা। শুধু সে নয়, তার এই আচরণের জন্য আল্লাহ্ তাআলা তার বংশকেও ধ্বংস করেছেন। বর্তমান যামানার ফেরাউন জিয়াউল হক আল্লাহ্‌র খলীফার সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছিল। তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলানোর স্বপ্নে বিভোর ছিল। 'কাদের'-সর্বশক্তিমান-খোদা তার খলীফাকে আপন নিরাপত্তার চাদরে আবৃত্ত করেছেন আর জিয়াউল হককে বাতাসে মিশিয়ে দিয়ে এটিই প্রমাণ করেছেন যে, তিনি তার নির্বাচিত-খলীফার সাহায্যার্থে সর্বদা দন্ডায়মান।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন ইন্তেকাল করেন তখন উপমহাদেশের গন্ডির বাইরে গুটি কয়েক আহমদী ছিল। খোদা তাআলা তার নির্বাচিত খলীফাদের মাধ্যমে সেই সংখ্যাকে কোটি কোটিতে পৌঁছিয়েছেন এবং পৃথিবীর ২০০টির অধিক দেশে আহমদীয়াতকে পৌঁছিয়ে–

'মঁ্যা তেরী তবলীগ কো দুনিয়া কি কিনারো তাক পৌঁচাউঙ্গা' এই ইলহামের পূর্ণতা দান করেছেন। খলীফা আল্লাহ্‌ই নির্বাচন করেন। তাই তার বাক্য খলীফাদের মাধ্যমে পূর্ণ করেছেন।

আল্লাহ্ তাআলা মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে ইলহাম করেন–

"ইন্না নুবাশশিরুকা বি গুলামীন নাফিলাতাল্লাক"

'আমি তোমাকে একজন পুত্রের সংবাদ দিচ্ছি, যে তোমার পৌত্র হবে'।

আল্লাহ্ এই ইলহামকে পূর্ণ করেন হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রহ.) কে খলীফা নির্বাচিত করে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ মসীহ্ মাওউদ (আ.) শত বছর পূর্বে ইলহাম করেন–

"ইন্নি মায়াকা ইয়া মাসরূর, ওহ্ বাদশা আয়া"

"আব তু হামারি জাগাহ ব্যাঠ, আওর হাম চাল্‌তে হ্যাঁ"

বর্তমান খলীফা সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ ও হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এর খলীফা নির্বাচিত হওয়া, এগুলো কি কাকাতালীয় ব্যাপার? অবশ্যই না। বরং আল্লাহ্‌ই যে খলীফা নির্বাচন করেন তার উজ্জ্বল-প্রমাণ।

আমরা মুসলমান

আলামিন আহমদ
শিক্ষার্থী, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

সাম্প্রতিক সময়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ-গোষ্ঠী, যারা ধর্মের লেবাস পরিধান করে সরকারের নিকট তাদের বিভিন্ন দাবী উত্থাপন করছে। তাদের উত্থাপিত দাবিগুলোর মধ্যে একটি দাবি হচ্ছে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা এবং তাদের অপতৎপরতা? বন্ধ করা। প্রথমেই পরিষ্কার করে নেই যে কাদিয়ানী কারা (?) কাদিয়ান হচ্ছে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার একটি গ্রাম, যেখানে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) জন্মগ্রহণ করেন, যাকে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যরা বা আহ্‌মদীরা প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহ্‌দী বলে মান্য করে। সরকারী ভাবে আহ্‌মদীদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করা হোক, তাদের এই দাবিটি আজকের নয় বরং অনেক পূর্ব থেকেই। কাউকে অমুসলমান বলার পূর্বে আমাদেরকে মুসলমানের সংজ্ঞা কি, তা জানতে হবে। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন যে, তুমি বল, নিশ্চয় আমার নামায এবং আমার কুরবানী এবং আমার জীবন এবং আমার মরণ, সবকিছুই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালক। তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি এটাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম (৬ : ১৬৩-১৬৪)। এ আয়াত স্পষ্ট করে দিচ্ছে, যে নিজকে মুসলমান দাবী করে, সে-ই মুসলমান।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন "যে ব্যক্তি আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের কিব্‌লাকে কিব্‌লা হিসেবে গ্রহণ করে এবং আমাদের জবাই করা পশুর গোশত খায়, সে অবশ্যই মুসলমান। আর এ ব্যক্তির দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ এবং তার রাসূল নিয়েছে।" [বুখারী, কিতাবুস সালাত] অপর একটি হাদীসে এসেছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন "যার জিহ্বা ও হস্ত হতে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে, প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তিই মুসলমান। [বুখারী] আরো একটি হাদীসে এসেছে, রাসূল করীম (সা.) বলেন, "যে-ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান দাবী করে, তাকে আমাদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও।" [বুখারী, কিতাবুল জিহাদ]

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যরা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ পরিপূর্ণভাবে মেনে চলে, ঈমানে ছয়টি বিষয়ের ওপর বিশ্বাস রাখে, আর নিজদেরকে প্রকৃত-মুসলমান বলে মনে করে। এরপরও যদি আহমদীরা মুসলমান না হয়, তাহলে ধর্মের লেবাসধারী সেই সকল মোল্লাদের বলতে হবে, কারা মুসলমান? আর তার সাথে এ-ও বলতে হবে যে, তাদেরকে কে ক্ষমতা দিয়েছে একজন মুসলিমকে অমুসলিম বলা? হাদীসে এ-ও এসেছে "যে ব্যক্তি অপর একজনকে কাফের বলে, আর সে যদি কাফের না হয় তাহলে এই ঘোষণা ঐ ব্যক্তির ওপরই বর্তাবে।" [বুখারী]

"একবার এক যুদ্ধে হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) কোন এক ব্যক্তির বুকের ওপর

চেপে বসে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে সে-ব্যক্তি কলেমা শাহাদত পাঠ করে মুসলমান হবার ঘোষণা দেয়। মৃত্যু ভয়ে মুসলমান হচ্ছে ভেবে উসামা (রা.) সেই ব্যক্তিকে হত্যা করেন। রাসূল করীম (সা.) যখন এই ঘটনা শুনলেন, তখন খুবই অসন্তুষ্ট হলেন এবং উসামা বিন যায়েদকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সেই ব্যক্তির বুক চিরে দেখেছিলে যে, তার নিয়্যত কি ছিল? আমরা যতই বলি যে আমরা মুসলমান, মুসলমান, মুসলমান, তারা ততই বলে, আমরা অমুসলমান। আমরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে মানি, এ কথাটি যতই বলি, তারা বলে, আমরা তাকে মানি না। এখন আমাদের প্রশ্ন, তারা কি আমাদের বুক চিরে দেখেছিল। উল্টো এখন আমাদের বলতে হয়, আমরা যা মানি, তারা তার একশো ভাগের এক ভাগও মানে না। ইসলাম অর্থ শান্তি। ইসলাম সর্বদা একজন মুসলিমকে শান্তির সাথে বসবাস করার নির্দেশ দেয়। নিজের ক্ষতি করে হলেও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দেয়। কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "বিশৃঙ্খলা হত্যার চেয়েও জঘন্য"। কুরআন যেখানে শিক্ষা দেয় যে "কাতল বিল কাতল" অর্থাৎ হত্যার বদলে হত্যা বা প্রাণদন্ড। আর সমাজে যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তাদের জন্য একই শাস্তি প্রযোজ্য। যারা আজ জিহাদের নামে ইসলামকে কলুষিত করার চেষ্টা করছে, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলার ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে, তাদের অবশ্যই শাস্তি হওয়া উচিত। যারা আজ পবিত্র কুরআন পোড়াচ্ছে, মসজিদে অগ্নিসংযোগ করছে, মানুষ হত্যা করছে, রাষ্ট্রীয়-সম্পদ বিনষ্ট করছে, অসহায়, দরিদ্র মানুষের ক্ষতি সাধন করছে, তারা নিজদেরকে কোন্ ধরণের মুসলমান বলে দাবী করছে? আর তারা কিভাবে নিজদেরকে ধর্মের-সেবক বলছে? এটি কি সেই ইসলামের চিত্র, যা হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রতিষ্ঠা করে গেছেন?

একটু ভেবে দেখা দরকার, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ১৮৮৯ সালে খোদা তাআলার আদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় আর মাত্র চল্লিশ জন নিষ্ঠাবানকে সাথে নিয়ে এ জামা'ত খোদা তাআলা প্রতিষ্ঠা করেন। আর আজ এ জামা'ত ২০২টি দেশে প্রতিষ্ঠিত আছে, যাদের কাছে খিলাফত এবং বায়তুল মাল আছে। এই জামা'ত ১০০টির মত ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করেছে। যারা আজ ইসলামের পতাকাতলে মানুষকে সমবেত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে, যারা আজ ইসলামের অনিন্দ্য-সুন্দর শিক্ষা পৃথিবীর কোণায় কোণায় পৌঁছানোর জন্য তন মন ধন দিয়ে চেষ্টা করছে, তারাই নাকি আজ অমুসলমান। হায়রে মানুষ! এ সকল কর্মকান্ড যদি অপতৎপরতা হয়, তাহলে আমরা গত ৫ মে জিপিও, বায়তুল মোকাররমসহ এর আশেপাশের এলাকায় ধর্মের লেবাস পরিধান করে যে তান্ডব সংঘটিত করতে দেখেছি, সেগুলো কি? আমাদের কি এখনও ভেবে দেখার সময় হয় নাই? এখনও কি যাচাই বাছাই করে দেখার সময় হয় নাই? এটা কি সেই যুগের প্রতি ইশারা দেয় না, যে যুগে মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দীর আসার কথা? চলুন একটু ভেবে দেখি, একটু যাচাই বাছাই করে সত্য উন্মোচন করি। ওয়াসসালামু আলা মানিত্তাবাআলা হুদা।

এখন বাকী রইল সরকারী-ঘোষণা। এখন যদি হিন্দুরা দাবী করে যে, ভারতে বসবাসকারী সকল মুসলিমকে অমুসলিম ঘোষণা কর, তাহলে কি তারা অমুসলিম হয়ে যাবে? তেমনি, যদি বাংলাদেশ সরকার মুসলমান বাদে অন্য সকল ধর্মাবলম্বীদেরকে মুসলিম ঘোষণা করে তাহলে কি তারা মুসলিম হয়ে যাবে? নিশ্চয় নয়। আল্লাহ্ তাআলা সূরা বাকারার ১৫৭নং আয়াতে বলেন, "লা ইক্‌রাহা ফিদ্দীন। ক্বাদ্‌তা বাইয়্যানার রুশদু মিনাল গাইয়্যি" -অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে বলপ্রয়োগ নেই। সৎপথ এবং ভ্রান্ত পথ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এছাড়া সূরা কাফিরূনের ৭নং আয়াতে আছে "লাকুম দ্বীনিকুম ওয়া লিয়াদ্বীন" "তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম"। এ দুটি আয়াতে এটা সুস্পষ্ট যে, কে মুসলিম এবং কে অমুসলিম তা নিরূপন করার অধিকার আল্লাহ্ কাউকে দেন নাই। এই কলেমা ধারণ করার জন্য কেউ যদি আমাদের প্রাণ-নাশ করতে চায়, তাহলে আমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে, ইসলাম-ধর্মকে বুঝার জন্য জ্ঞান দান করুক, আমীন।

IT ACADEMY

৩য় তলা, ৪ বকশী বাজার রোড,ঢাকা-১২১১

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সে জামা'তের শিক্ষিত সদস্য/সদস্যাদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (আই.টি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৯ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়।

আমাদের বিশেষত্বঃ

১। দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
২। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কম্পিউটার
৩। ন্যুনতম কোর্স ফি
৪। মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার
৫। সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
৬। প্রত্যেক ক্লাসের পূর্বে লেকচার শিট প্রদান
৭। ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
৮। কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান

আমাদের কোর্স সমূহঃ

1. MS Office with internet
2. Hardware Maintenance and Troubleshooting
3. Graphics Design
4. Elementary English
5. Familiar with Office Etiquette & Manners

ভর্তির যোগ্যতা ও ফিসঃ

১. ন্যুনতম এস.এস.সি পাশ

২. কোর্স বাবদ প্রদেয় ঃ ভর্তি ফি -১০০ টাকা, কোর্স ফি-৫০০ টাকা এবং সার্টিফিকেট ফি -১০০ টাকা, সর্বমোট- ৭০০ টাকা।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ

মোহাম্মদ মোহাইমিনুল ইসলাম
ইন্সট্রাক্টর, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৯১৪০৪৭৬০৭
ই-মেইল ঃ
mibakul@yahoo.com

মোহাম্মদ ইউনুস আলী
কায়েদ, ম.খো.আ, ঢাকা
ইনচার্জ, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭২৭৭৭৬৮৮৩
ই-মেইল ঃ
mdyounus.ali@gmail.com

পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে-

বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে পাকিস্তানি জঙ্গিদের কানেকশন

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ১৬ চৈত্র ১৪১৯
Dhaka : Saturday 30 March 2013

মাহমুদ আহমদ সুমন

জামায়াতে ইসলামী এদেশের স্বাধীনতার সময় যেভাবে বিরোধিতা করেছে আজও একই কাজ করে যাচ্ছে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, জামায়াতিরা এদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে। আমরা জানি, ১৯৭৫ সালের আগস্ট সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের এদেশীয় এজেন্টদের ষড়যন্ত্রে বঙ্গবন্ধু নৃশংসভাবে নিহত হওয়ার পর এদেশে আবার পাকিস্তানি স্টাইলের রাজনীতি প্রবর্তন করা হয়। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখে জিয়াউর রহমানের সামরিক সরকার একটি অধ্যাদেশ ঘোষণা করেন। ১৯৭২ সালের অধ্যাদেশের অধীন যেসব স্বাধীনতাবিরোধীর কারাদণ্ড হয়েছিল কিংবা বিচার চলছিল, সামরিক সরকারের এ অধ্যাদেশে সেই বিচার এবং দালাল আইন বাতিল করা হয়। লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত রাজাকার, আলবদর ও অন্য দালালরা বেরিয়ে আসে কারাগার থেকে। জিয়াউর রহমান দালাল আইন বাতিল করায় ৪০ বছর সাজাপ্রাপ্ত আলবদর কমান্ডার আমিনুল হক, যাবজ্জীবন কয়েদি রাজাকার চিকন আলী প্রমুখ হাজার হাজার রাজাকার আলবদর সগর্বে বিচরণ করতে থাকে স্বাধীন বাংলার শহর, বন্দর ও গ্রামগঞ্জে।

এ সময় শহীদ বুদ্ধিজীবী ও মুক্তিযোদ্ধাদের পিতামাতা, বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের নিভৃতে অশ্রুপাত ছাড়া কিছুই করার ছিল না। কিন্তু এসব ঘটনার মূল নায়ক সে সময়ের সবচেয়ে শক্তিধর ব্যক্তি মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান দালালদের নিয়ে দল করে দেশের সর্বোচ্চ চেয়ারটি দখল করার ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত ছিলেন- যার জন্য শাহ আজিজ, আবদুল আলীমের মতো স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার এবং যুদ্ধাপরাধীদের স্বাধীন বাংলাদেশের মন্ত্রিসভায় নিতেও তার এতটুকু বাধেনি। তিনি শাসনতন্ত্রের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে রাজাকার আলবদরের হত্যা, লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ প্রভৃতি অপরাধ শাসনতান্ত্রিকভাবে বৈধ করে নেন। দেশের বুদ্ধিজীবী মহলের তরফ থেকেও মুক্তিযোদ্ধা জিয়ার এ দালাল পুনর্বাসনের বিরুদ্ধে তেমন কোন প্রতিবাদ ওঠেনি। কোন কোন বুদ্ধিজীবী এখন উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে বলছেন, বঙ্গবন্ধু নাকি সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে স্বাধীনতাবিরোধীদের পুনর্বাসন করে গেছেন। ইতিহাস বিকৃতির অপচেষ্টা আর কাকে বলে?

যাই হোক, ১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসে রাজনৈতিক দল অধ্যাদেশ ঘোষিত হয়। এ সুযোগে স্বাধীনতাবিরোধী দলগুলোও সামরিক সরকারের স্বীকৃতি নিয়ে বাংলাদেশে রাজনীতি করার সুযোগ লাভ করে। ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসেবে ক্ষমতাসীন হন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার প্রথম কাজ ছিল সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিদায় দেয়া। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সে সময়ের রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ছিল মোট ২১টি। এদের মধ্যে মাত্র ৫টি দল জিয়াউর রহমানের নীতির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। এ দলগুলো হলো মুসলিম লীগ, ইসলামিক ডেমোক্র্যাটিক লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম ও খেলাফতে রব্বানী পার্টি। বলা বাহুল্য, মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকার জন্য ১৯৭২ সালে এসব ধর্মভিত্তিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। জিয়াউর রহমানের আমলেই এ দলগুলোর পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। তখন থেকে শুরু হয় স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে স্বাধীনতাবিরোধী ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পুনরুত্থান। আর আজ তা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

জিয়াউর রহমান নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ও ৩০ লাখ শহীদের আত্মত্যাগের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে স্বাধীনতাবিরোধীদের রাজনৈতিক পুনর্বাসনের সুযোগ করে দিলেও জামায়াতিরা প্রথমে স্বনামে মাঠে নামার সাহস করেনি। তারা গণপিটুনি এড়ানোর কৌশল হিসেবে 'ইসলামিক ডেমোক্র্যাটিক লীগ' (আইডিএল) সাইনবোর্ড নিয়ে সংগঠিত হয়। তথাকথিত ইসলাম পছন্দ দুটি দলের সমন্বয়ে ১৯৭৬ সালের ২৪ আগস্ট আইডিএল গঠিত হয়। সাবেক নেজামে ইসলাম পার্টির নেতা মাওলানা সিদ্দিক আহমদকে দলের সভাপতি করা হয়। মাওলানা আবদুর রহিম তার জামায়াতের গোপন কাঠামো ঠিক রেখে আইডিএলের সহসভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭৭ সালের ২০ অক্টোবর মাওলানা সিদ্দিক আহমদ ও অন্যান্য অ-জামায়াতপন্থি দলগুলোর হস্তক্ষেপের দরুন বেরিয়ে যায়। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৯৭৮ সালের ১১ জুলাই গোলাম আযম পাকিস্তানি নাগরিক হিসেবে পাকিস্তানি পাসপোর্ট নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। তিনি অসুস্থ মাকে দেখার জন্য তিন মাসের ভিসা নিয়ে ঢাকায় আসেন। সে সময় থেকে এখনও তিনি বাংলাদেশে জেঁকে বসে আছেন। 'মুক্তিযোদ্ধা' জিয়ার সরকারই গোলাম আযমকে বাংলাদেশে আসার অনুমতি প্রদান করেন। (জামাতের আসল চেহারা)

১৯৭১ সালে এদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যেমনভাবে জামায়াতিরা বিরোধিতা করেছে একই কায়দায় এদেশকে আবার পাকিস্তান বানানোর জন্য মেতে উঠেছে। গত কয়েক দিনে এরা এদেশের যে পরিস্থিতি করেছে তাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় এরা কত ভয়াবহ এবং এরাই প্রকৃত জঙ্গি। বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে পাকিস্তানি জঙ্গিদের কানেকশন বরাবরই ছিল। কারণ পাকিস্তানি জঙ্গিদের কৌশলই বাংলাদেশি জামায়াতে ইসলামীর জঙ্গিরা অবলম্বন করে থাকে এবং এবারও করেছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, পাকিস্তান থেকে জঙ্গি নেতাদের বাংলাদেশে এনে এদেশের জামায়াতে ইসলামীর জঙ্গিদের বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময় প্রশিক্ষণও দেয়া হতো।

যেমন ২০০৪ সালের জানুয়ারিতে জোট সরকারের অন্যতম শরিক দল জামায়াতে ইসলামীর আমন্ত্রণে পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানি জামায়াতে ইসলামীর নেতৃস্থানীয় সদস্য বাংলাদেশে সফর করেন। ঢাকায় তারা ইসলামী ছাত্র শিবিরের বার্ষিক শূরায় অংশগ্রহণ ছাড়াও তৎকালীন সরকারের দুই মন্ত্রী আলী হাসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও মতিউর রহমান নিজামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এছাড়া জামায়াতে ইসলামীর অন্যতম উপদেষ্টা ও সদস্য শাহ আবদুল হান্নানের সঙ্গেরা মিলিত হন। সেসময় তারা জামায়াতের সাবেক আমির গোলাম আযমের সঙ্গে আলোচনা ও মতবিনিময় করেন। এছাড়া পাকিস্তানি জামায়াতে প্রতিনিধিরা বগুড়ায় গিয়ে পাকিস্তান আমলে জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের নিহত নেতা আবদুল মালেকের দেশের বাড়ি যান এবং তার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পাকিস্তানি এ প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্র শিবিরের তৎপরতা বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দখলের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে বিশদ আলোচনাও করেন। (সূত্র : মাসিক হাম কাদাম, অক্টোবর, ২০০৪, পাকিস্তান)

বাংলাদেশকে আফগানিস্তান বানানোর প্রচেষ্টারত পাকিস্তানের কুখ্যাত জঙ্গি মৌলবাদী নেতা মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ সফর করে ব্যাপক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলেন। ১৯৯৪ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত দৈনিক ভোরের কাগজ, জনকণ্ঠ, সংবাদ ইত্যাদি পত্রিকা তার সাক্ষ্য হয়ে আছে।

জামায়াতে ইসলামীর মৌলবাদীদের দ্বারা প্রফেসর হুমায়ুন আজাদ যখন আক্রমণের শিকার হন তার পরপরই মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি আবার গোপনে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তখন মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি ঢাকায় এসেই খতিব উবায়দুল হক, মুফতি আমিনী ও শায়খুল হাদিস এবং জামায়াতে ইসলামী গংদের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে গোপনে বৈঠকও করেছেন। যদিও এই জঙ্গি নেতা মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি পাকিস্তান সরকার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তার পরও এদেশে এসে তার কার্যক্রম চালিয়ে গেছেন। তার সম্পর্কে সেসময় দেশের পত্রপত্রিকায় অনেক লেখালেখি হয়েছে।

মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি যে একজন জঙ্গি নেতা ছিলেন তা খোদ পাকিস্তানেরই বিভিন্ন পত্রপত্রিকা তার সাক্ষ্য। পাকিস্তানের একটি দৈনিকে বলা হয়, মঞ্জুর চিনিউটি নিজ এলাকায় ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক হিংসার বিষ তৈরি করে পরিবেশকে দূষিত করেছে। (দৈনিক মসাওয়াত, ২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৮) এছাড়া বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিকে উল্লেখ ছিল, 'মাওলানা মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি ধর্মের নামে মানুষকে প্রতারণা করেছে, সে একজন ফতোয়াবাজ হিসেবে চিহ্নিত'। (দৈনিক দিনকাল, ১ এপ্রিল ১৯৯৪)

কুখ্যাত এই জঙ্গি নেতার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে BBC-তে প্রচারিত উর্দু সংবাদে বলা হয়, ৪৫০ ধর্মীয় নেতার ওপর নিষেধাজ্ঞা। পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার মহররম মাসে ৪৫০ জন বিভিন্ন ধর্মীয় নেতার ওপর বিভিন্ন স্থানে সফরের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। এ নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো তারা যেন এমন বক্তৃতা না করতে পারে যার দ্বারা শান্তিশৃঙ্খলা ও জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। এ নেতাদের মধ্যে মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি অন্যতম।

পাকিস্তান থেকে যেভাবে নিয়মিত জঙ্গি মৌলবাদী নেতারা এদেশে এসে তথাকথিত জিহাদি বক্তৃতায় মাঠ গরম করত, ঠিক তেমনি এদেশের জামায়াতে ইসলামীর নেতারা পাকিস্তানে গিয়ে জঙ্গি প্রশিক্ষণ নিয়ে আসত। যেমন ৫ ডিসেম্বর ১৯৯৩ সালের দি ডেইলি পাকিস্তান, লাহোর পত্রিকার একটি খবর ছিল- মজলিসে তাহাফুজে খতমে নবুওয়াত বাংলাদেশের আমির মাওলানা উবায়দুল হক করাচি পৌঁছে গেছেন। তিনি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক খতমে নবওয়ত সম্মেলনের প্রস্তুতি বিষয়ে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করেন।

এছাড়া মাওলানা সুবহানের তালেবান কানেকশন প্রসঙ্গে দৈনিক সংবাদে ২৩ জুন, ২০০৭ প্রকাশিত সংবাদটির শিরোনাম ছিল- 'মাও. সুবহানের তালেবান কানেকশন ছিল প্রকাশ্য'। সংবাদটিতে উল্লেখ করা হয়, "ত্রাণের টিন আত্মসাতের দায়ে আটক 'সৎ লোকের দল' জামায়াতে ইসলামী নেতা এবং সাবেক এমপি মাওলানা আবদুস সুবহানের তালেবান কানেকশন ছিল প্রকাশ্য। তিনি নিজেই পুস্তিকা ছাপিয়ে তা প্রচার করেছেন। জামায়াতে ইসলামীর ইসলামী জঙ্গি কানেকশন ব্যাপক প্রচারিত হলেও তারা সব সময় নিরাপদ অবস্থানে ছিলেন। জোট সরকারের সময় এক জামায়াতি মন্ত্রী পাকিস্তানে সরকারি সফরে গিয়ে সেই সফর শেষ হওয়ার পর ব্যক্তিগত কাজে দু'দিন অবস্থান করেন পাকিস্তানে। জানা যায়, সে সময় তিনি বৈঠক করেন পাকিস্তানে তালেবানপন্থি জঙ্গিদের সঙ্গে। তার এ তৎপরতা প্রকাশ্য না হলেও জামায়াতের তালেবান নেতা মাওলানা সুবহান তালেবানের সঙ্গে তার প্রকাশ্য সম্পর্কের কথা ঘোষণা করেছেন। ২০০১ সালের নির্বাচনী প্রচারণার সময় তিনি যে পুস্তিকা প্রকাশ করেন তাতে তার নানা কৃতিত্বের সচিত্র বিবরণ দেয়া হয়। এতে একটি ছবিতে দেখা যায়, পাকিস্তানের পেশোয়ারে তালেবান নেতা গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের সঙ্গে বৈঠক করছেন তিনি। এ সময় তার সঙ্গে আরও কিছু জামায়াতি নেতাকেও চিত্রে দেখা যায়। এ সূত্রগুলো জানায়, সুবহান তার এ তালেবান কানেকশনের কথা কখনো গোপন করেননি বরং জামায়াতকে সেই তালেবানি ধারায় পরিচালনার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছিল খুবই সক্রিয়।" (দৈনিক সংবাদ ২৩/৬/২০০৭)

বাংলাদেশে এই জামায়াতে ইসলামীরা একের পর এক জঙ্গি কার্যক্রম চালিয়েই যাচ্ছে অথচ এখনও তাদের নিষিদ্ধ করা হচ্ছে না। পূর্বে যেমন এদেশের জঙ্গিদের সঙ্গে পাকিস্তানি জঙ্গিদের কানেকশন ছিল গভীর এখনও একই রয়েছে। এরা চায় শান্তিপূর্ণ এ দেশটাকে পাকিস্তানের মতো ব্যর্থ রাষ্ট্রে রূপান্তর করতে। জামায়াতে ইসলামী ইসলামের নাম ভাঙিয়ে রাজনীতি করলেও এদের মাঝে ইসলামের সার বা মূল শিক্ষা নেই। জামায়াতে ইসলামী ধর্মের নামে বলপ্রয়োগ ও অস্ত্র প্রয়োগে বিশ্বাসী। এরা মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করায় বিশ্বাসী। জামায়াতিরা যেমন ক্ষমতা দখল ও বলপ্রয়োগের ইসলামে বিশ্বাসী ঠিক তেমনি আফগানিস্তানের তালেবানরাও এই একই পথ অবলম্বন করেছিল। সমগ্র বিশ্বে ধিকৃত ও নিন্দিত এ তালেবানদের সখ্য ছিল জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে। এদেশে যত দ্রুত সম্ভব জামায়াতে ইসলামীসহ সব প্রকার ধর্মভিত্তিক রাজনীতি দলকে নিষিদ্ধ করে এদেশের শান্তি ফিরিয়ে আনা। দেশে তারা যে ধরনের অরাজকতা সৃষ্টি করছে তাতে আর দেরি করা মোটেও ঠিক হবে না। এদের বিরুদ্ধে সরকারকে যেমন কঠোর হতে হবে তেমনি সমগ্র দেশবাসীকে ঐকবদ্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

[লেখক : প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট]
masumon83@yahoo.com

সংবাদ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা

গত ২০/০৪/২০১৩ রোজ শনিবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। বাদ আসর থেকে অনুষ্ঠিত উক্ত মহতী জলসায় সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন নাসির আহমদ। নযম উর্দু ও বাংলা পাঠ করেন যথাক্রমে শেখ আহবাব হোসেন ও শাহজাদা খান। প্রবন্ধ পাঠ করেন এখতিয়ার উদ্দিন শুভ। মহানবী (সা.) এর ইসলাম প্রচার, জীবনাদর্শ ও খোদাপ্রেম বিষয় সমূহের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন মৌ. আসাদুল্লাহ্ আসাদ মোয়াল্লেম, জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার, নায়েব আমীর, এবং জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। সবশেষে সভাপতি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী আলেম ওলামাদের চিত্র তোলে ধরেন। অত:পর দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত জলসায় ৩০০ জন উপস্থিত ছিলেন, যার মধ্যে ১০ জন মেহমানও ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে জেরে তবলিগ মেহমানরে নিয়ে একটি তবলীগি প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে গত ২৫/৪/২০১৩ রোজ বৃহস্পতিবার সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত জলসায় সভাপতিত্ব করেন শামীমা আক্তার লিলি, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। দোওয়া ও আহাদ পাঠ করান সভাপতি। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন চেমন আরা বেগম। আরবি কাসিদা পাঠ করেন আমাতুন নুর নৌরিন। এরপর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও মাতৃভক্তি, খোদাপ্রেম, হেরা গুহায় তাঁর (সা.) ইবাদত, কতিপয় স্বপ্ন, খাতামান নাবীঈন হওয়ার তাৎপর্য, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে সৈয়দা বেগম, শাহানারা বেগম, নাসিমা আসাদ, হেলেন বেগম, শামীমা আক্তার লিলি, শিরিন খানম। বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে দু'টি নযম পাঠ করেন যথাক্রমে আমাতুল ফেরদৌস মীম ও চেমন আরা বেগম। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠানে মোট ৫৪ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

নাসিমা আসাদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্, খুলনায় সেলাই প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

লাজনা ইমাইল্লাহ্, খুলনার ব্যবস্থাপনায় লাজনা ইমাইল্লাহ্, খুলনার আগ্রহী সদস্যাদের সেলাইয়ের কাজ শেখানোর জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খুলনার সহযোগিতায় একটি নতুন সেলাই মেশিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত ০১/০৫/২০১৩ তারিখ বাদ আসর তেলাওয়াতে কুরআন ও দোয়ার মাধ্যমে খুলনার আমীর জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক আনুষ্ঠানিক ভাবে সেলাই মেশিনটি লাজনা ইমাইল্লাহ্, খুলনার প্রেসিডেন্ট-এর নিকট হস্তান্তর করেন। সেলাই মেশিন হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তিনি আগ্রহী লাজনা সদস্যাদেরকে নিষ্ঠার সাথে সুন্দর ভাবে কাজ শিখে স্বাবলম্বী হতে অনুপ্রাণিত করেন এবং ১/২ মাস পর পর আগ্রহী সদস্যাদের কাজ অগ্রগতি জানতেও প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, খুলনাকে পরামর্শ প্রদান করেন। এ অনুষ্ঠানে লাজনা, নাসেরাত, খোদ্দাম ও আনসারসহ মোট ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, সেলাই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে হোসনেয়ারা কাইজার এবং শিরীন সুলতানা নাসির প্রশিক্ষক হিসাবে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।

আঞ্জুমানারা রাজ্জাক

তাহেরাবাদে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা

গত ১৬/০৪/২০১৩ তারিখ তাহেরাবাদ জামা'তের উদ্যোগে স্থানীয় প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। মাহিনূর রহমান কনক-এর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতে মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। উক্ত জলসায় লাজনা, নাসেরাত, খোদ্দাম ও আনসারসহ মোট ৪৩ জন উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা পর্বে হযরত মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন সর্বজনাব মোমেন উদ্দিন মিলন, আব্দুর রাজ্জাক, মোয়াজ্জেম হোসেন, জিন্নাত আলী, মৌ. মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন, আব্দুল খালেক মোল্লাহ্ এবং স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

আব্দুল খালেক মোল্লাহ

কুকুয়ায় মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন

গত ২৯ মার্চ ২০১৩ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ কুকুয়া জামা'তের উদ্যোগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে আলোচনা সভার কাজ আরম্ভ হয়।

এতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর আগমন সম্পর্কে পর্দার অন্তরাল থেকে বক্তব্য রাখেন মোছা. হোসনে আরা বেগম। এরপর পবিত্র কুরআন ও হাদীসে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট এবং মানবপ্রেম সম্পর্কে আলোচনা করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. মোহাম্মদ আল আমিন। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ রুস্তম আলী খলীফা। দোয়ার মাধ্যমে মসীহ মাওউদ দিবসের সমাপ্তি ঘটে। সভায় ৫২ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আল আমিন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ৫ই এপ্রিল ২০১৩ রোজ শুক্রবার বিকাল ৪ ঘটিকায় মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ-এ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্থানীয় কয়েকটি মজলিসের সমন্বয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। কর্মশালায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন মরিয়ম সুলতানা, নায়েব সদর-২ ও মাকসুদা ফারুক, মোফাত্তিস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা ও কিশোরগঞ্জ অঞ্চল। উক্ত কর্মশালায় ঘাটুরা মজলিস থেকে ১৪ জন সহ মোট ৩৩ জন স্থানীয় কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি স্থানীয় কর্মকর্তাগণকে কর্মকান্ড সম্পাদনের পদ্ধতি বুঝিয়ে দেন। দোয়ার মাধ্যমে কর্মশালা শেষ হয়।

নাসিমা আসাদ

সংবাদ প্রেরণকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ

পাক্ষিক আহমদী পত্রিকায় জামা'তী এবং বিভিন্ন অঙ্গ-সংগঠনের সংবাদ প্রেরণকারীদের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ:

১। যে সংবাদটি প্রেরণ করছেন তা সংবাদ আকারে মূল বিষয় বস্তু প্রেরণ করার চেষ্টা করুন।

২। পাক্ষিক আহমদীতে প্রকাশের জন্য সংবাদটি পাক্ষিক আহমদীর ঠিকানায় আলাদাভাবে পাঠাতে হবে।

৩। লেখা স্পষ্ট হতে হবে এবং ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়।

৪। প্রয়োজনে পাক্ষিক আহমদীর ই-মেইলে সংবাদ পাঠাতে পারেন।

সম্পাদক
পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার, রোড ঢাকা-১২১১
ই-মেইল: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

মিরপুরে মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন

গত ০৩ মে ২০১৩ শুক্রবার মিরপুর জামা'তের উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ ও মুসলেহ্ মাওউদ দিবস একসাথে পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মিরপুর জামা'তের আমীর জনাব বি. আকরাম খান চৌধুরী। জিয়াউদ্দিন আহমদ রনির পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও কাসেম হোসেন পিয়াসের নযম পাঠের পর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা অনুষ্ঠানে এ্যাডভোকেট জনাব আব্দুস সামাদ ওসীয়্যত ব্যবস্থার ওপর বক্তব্য রাখেন। এরপর মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস কেন এবং এর গুরুত্ব কি-এ বিষয়ের ওপর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন আলহাজ্জ মওলানা মওলানা সালেহ্ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্। তিনি বলেন, বিভিন্ন ধর্মে শেষযুগে এক মহাপুরুষের আগমন সংক্রান্ত যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর মসীহ্ মাওউদ হওয়ার দাবীর প্রেক্ষিতে সেইসব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করে। তাই এই দিবসটি সকল ধর্মের মানুষের জন্যই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অত:পর মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবসের ওপর বক্তব্য রাখেন মোবাশ্বের মুরব্বী মওলানা সোলায়মান সুমন। তিনি বলেন, ২০শে ফেব্রুয়ারী মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর জন্ম ও মৃত্যু দিবস নয়, তবে এই দিবসে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক আজিমুশ্বান ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে তিনি আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে ইলহাম প্রাপ্ত হয়ে এক ইশতেহারের মাধ্যমে তার এক ধীমান, সুদর্শন ও প্রভাবশালী পুত্র সন্তান লাভের ভবিষ্যদ্বাণী করেন। হযরত মির্যা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হলেন সেই প্রতিশ্রুত পুত্র। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতায় আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতা ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে হাফেয মৌলবী আবুল খায়ের মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে মান্য করার গুরুত্বের ওপর বক্তব্য রাখেন। সমাপনী বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে লাজনাসহ প্রায় ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ওসীয়্যত সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২৭/০৪/২০১৩ বাদ আসর মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ-এ কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব মসীউর রহমান এর সভাপতিত্বে স্থানীয় আমীর, নায়েব আমীর, সদর মুরব্বী ও মোয়াল্লেম সাহেবদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব ইখতিয়ার উদ্দিন শুভ। পরে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দোয়া ও উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। ওসীয়্যতের বার্ষিক রিপোর্ট, কর্ম পরিচালনা ও আগামী পরিকল্পনা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন শেখ মোশাররফ হোসেন, সেক্রেটারী ওসীয়্যত। মুসীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মওলানা সামসুদ্দিন মাসুম। ওসীয়্যতের গুরুত্ব ও কল্যাণ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, স্থানীয় আমীর। পরিশেষে সভাপতি সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন। এতে ৭২ জন মুসীসহ সর্বমোট ১৫২ জন্য উপস্থিত ছিলেন।

শেখ মোশাররফ হোসেন

কৃতি ছাত্র

* আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কটিয়াদীর সদস্য আরাফ আহমদ সাদিব, পিতা-ডা: খালেদ আহমদ (ফরিদ), সে ২০১৩ সনে এস. এস. সি পরীক্ষায় GPA-5 (A+) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

সে ভবিষ্যতে যেন আরো ভাল ফলাফল লাভ করে জামা'ত দেশের সেবা করতে পারে সেজন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর কাছে দোয়াপ্রার্থী।

ডা: খালেদ আহমদ (ফরিদ)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কটিয়াদী

* ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার দক্ষিণ মৌড়াইল নিবাসী মেহেদী হাসান আকাশ, পিতা-কামরুল হোসেন, মাতা-শিরীন খানম, দাদা-সাবেক প্রেসিডেন্ট ডা: আনোয়ার হোসেন, সে ২০১৩ সনে এস. এস. সি পরীক্ষাতে কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে অন্নদা সরকারী বিদ্যালয় হতে GPA-5 (A+) পেয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

সে J.S.C ও P.S.C-তেও বৃত্তিলাভ করেছিল। সে যেন উচ্চ শিক্ষা লাভ করে জাগতিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতি লাভ করতে পারে সেজন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর কাছে দোয়াপ্রার্থী। সে একজন ওয়াক্‌ফে নও।

পিতা-কামরুল হোসেন রবি
মাতা-শিরীন খানম

কৃতি ছাত্রী

* আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেজগাঁও-এর সেক্রেটারী ফাইনান্স মোহাম্মদ আবদুস সালাম-এর দ্বিতীয় মেয়ে মুনতাহা ফারিন ২০১৩ সনের এস, এস, সি পরীক্ষায় ভিকারুন্নিসা নূন স্কুল থেকে সকল বিষয়ে A+ অর্থাৎ গোল্ডেন GPA-5 পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

সে তেজগাঁও জামা'তের সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব ডা. এম, এ, রশীদ-এর নাতনী এবং সাংবাদিক মরহুম সৈয়দ আব্দুল কাহ্‌হার-এর দৌহিত্রী। সে তার রূহানী, উচ্চ শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ সর্বাঙ্গিন উন্নতির জন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা ভগ্নীর নিকট দোয়াপ্রার্থী।

মাতা-সৈয়দা ফারহানা আহমদ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেজগাঁও

* আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেজগাঁও-এর কর্নেল (অব:) নাসের আহমদ-এর প্রথম মেয়ে মুনায্‌যা বাতুল অহনা ২০১৩ সনের এস, এস, সি পরীক্ষায় শহীদ বীরউত্তম লে: আনোয়ার গার্লস কলেজ থেকে সকল বিষয়ে A+ অর্থাৎ গোল্ডেন GPA-5 পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সে খুলনা নিবাসী মরহুম আলাউদ্দিন আহমদ-এর নাতনী এবং তেজগাঁও জামা'তের সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব ডা. এম, এ, রশীদ-এর-দৌহিত্রী। সে তার রূহানী, উচ্চ শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ সর্বাঙ্গিন উন্নতির জন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা ভগ্নীর নিকট দোয়াপ্রার্থী।

মাতা-নিগার সুলতানা পারভীন
বনানী, ডিওএইচএস, ঢাকা

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১. প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২. প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩. সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪. রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫. রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলুবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহ্‌মাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬. আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭. আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮. সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯. দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আই.)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

New Vol. No. 75 | 22th Issue

The Ahmadi

Fortnightly

31th May, 2013 Tk. 18.00

Regd. No. D. A.-12

সেই ১৯৮৮ সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরাঁ

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১

নীচ তলা

রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২

ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,

০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার

অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)

(রূপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)

ধানমন্ডি, ঢাকা।

ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"

মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com